উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

# উত্তরবঙ্গ সংবাদ

COB

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির শেষে বিরাটদের ভাগ্যনির্ধারণ » ১১

**আজ সঞ্জয়ের সাজা ঘোষণা**

আরজি কর কাণ্ডে আদালত ধৃত সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রায়কে দোষী সাব্যস্ত করেছে। ঘটনার ১৬৫ দিনের মাথায় আজ তার সাজা ঘোষণা হবে। » ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

| শিলিগুড়ি | | জলপাইগুড়ি | | কোচবিহার | | আলিপুরদুয়ার | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| সর্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্বোচ্চ | সর্বনিম্ন |
| ২৬° | ১২° | ২৬° | ১০° | ২৭° | ১১° | ২৭° | ১২° |

আজ শপথ ডোনাল্ড ট্রাম্পের » ১০

৬ মাঘ ১৪৩১ সোমবার ৪.০০ টাকা 20 January 2025 Monday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 242

# আবাসের টাকা খরচ অন্য কাজে

## পুর কেলেঙ্কারির তদন্ত চেয়ে ইডি-কে চিঠি

**শুভঙ্কর চক্রবর্তী**

**দিনহাটা, ১৯ জানুয়ারি :** দিনহাটা পুরসভার আবাস কেলেঙ্কারিতে কেঁচো খুঁড়তে কেউটে বের হওয়ার দশা। প্রতিদিনই প্রকাশ্যে আসছে চাঞ্চল্যকর নানা তথ্য। এবার সামনে এল হাউজিং ফর অল প্রকল্পের টাকা অন্য কাজে ব্যবহার করার জন্য পুরসভাকে পাঠানো রাজ্য নগর উন্নয়ন সংস্থা (সুডা)-র চিঠি। ১১-০২-২০২৩ তারিখে রাজ্য পুর ও নগর উন্নয়ন দপ্তরের অতিরিক্ত সচিব জলি চৌধুরী দিনহাটা পুরসভার চেয়ারম্যানকে সেই চিঠি পাঠিয়েছিলেন (মেমো নম্বর- সুডা-১৩০১৫(২০)/১/২০২৩-এইচএফএ এসইসি-সুডা/১০৩৪)। অডিটর জেনারেলের রিপোর্ট উল্লেখ করে সেই চিঠিতে বলা হয়েছিল, হাউজিং ফর অল প্রকল্পের ৮ লক্ষ ১৯ হাজার টাকা অন্য কাজে ব্যবহার করেছে পুর কর্তৃপক্ষ। সেই টাকাও ফেরত দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন অতিরিক্ত সচিব।

এসবের মধ্যেই আবাস কেলেঙ্কারির তদন্ত চেয়ে দুটি পৃথক আবেদন জমা হল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-এর দপ্তরে। শনিবার ইডি'র দপ্তরে লিখিত আবেদন জমা দিয়েছেন দিনহাটার কুচনি এলাকার বাসিন্দা আনোয়ার হোসেন। তদন্ত চেয়ে ইডি'র কাছে চিঠি পাঠিয়েছেন কোচবিহারের এক রাজনৈতিক কর্মীও। পদক্ষেপ চেয়ে চিঠি পাঠানো হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী, রাজ্যের পুরমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় নগর উন্নয়নমন্ত্রকেও। ভয়ে এখনই সংবাদমাধ্যমে মুখ খুলতে রাজি হননি ওই রাজনৈতিক কর্মী। শুধু বলেন, 'যেভাবে টাকা তোলা হয়েছে তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এক সপ্তাহের মধ্যে তদন্ত শুরু না হলে হাইকোর্টে মামলা করব। এখনই প্রকাশ্যে এলে আমার উপর হামলা হতে পারে।'

আরটিআই করে কেলেঙ্কারির অনেক তথ্য সামনে এনেছিলেন আনোয়ার। তারপর থেকেই বিভিন্ন সময় তাঁকে হুমকি দেওয়া হচ্ছে বলেই অভিযোগ। তাঁর কথা, 'কেন আরটিআই করেছি সেই প্রশ্ন তুলে গত দু'দিন থেকে কয়েকজন আমাকে নানাভাবে হুমকি দিচ্ছেন। ইডি'র দপ্তর থেকে ফোন করে আরও কিছু তথ্য সহ আমাকে সিজিও কমপ্লেক্সে ডেকেছে। সবটাই ইডি-কে জানাব। আইনজীবীদের সঙ্গে কথা হয়েছে। জনস্বার্থে হাইকোর্টে মামলা করব।'

সুডা সূত্রে পাওয়া দিনহাটা পুরসভার আর একটি চিঠি এদিন প্রকাশ্যে এসেছে। ১৮-১১-২০২২ তারিখে অডিট অফিসারকে পাঠানো পুর চেয়ারম্যানের সেই চিঠিতে তিনি জানান, পুলিশের ধারণা, যে আগ্নেয়াস্ত্র থেকে পুলিশকর্মীদের ওপর সাজ্জাক গুলি চালিয়েছিল, সেটি আদালত চত্বরে হজরতই তার হাতে তুলে দিয়েছিল।

তাকে গ্রেপ্তারের দিন ভোরেই শনিবার কিচকটোলা বাংলাদেশ সীমান্তে পুলিশের সঙ্গে এনকাউন্টারে সাজ্জাকের মৃত্যু হয়। কিন্তু রবিবারও এই ঘটনায় আরেক অভিযুক্ত আবদুলের হদিস করতে পারেনি পুলিশ। ইসলামপুরের পুলিশ সুপার জবি থমাস শুধু জানিয়েছেন, 'তল্লাশি ও তদন্ত চলছে।' বাংলাদেশি হলেও কয়েক

এরপর আটের পাতায়

### পুর কেলেঙ্কারি/৩

- হাউজিং ফর অল প্রকল্পের টাকা অন্য কাজে ব্যবহার করেছে দিনহাটা পুরসভা
- আবাস কেলেঙ্কারির তদন্ত চেয়ে আবেদন জমা হল ইডি'র দপ্তরে
- অডিটরকে চিঠি দিয়ে উন্নয়ন তহবিলে টাকা নেওয়া বন্ধ করেছেন গৌরীশংকর মাহেশ্বরী
- প্রভাবশালী ব্যাংক কর্তাকে সন্তুষ্ট করতে উন্নয়ন তহবিলের টাকা বেসরকারি ব্যাংকে রাখা হয়েছিল, দাবি শাসকদলের কাউন্সিলারের

বেআইনি উপায়ে উপভোক্তাদের কাছ থেকে অর্থ আদায়ের বিষয়টি স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। তাঁদের পুর বোর্ড ওই অতিরিক্ত অর্থ আদায় করবে না বলে কার্যত মুচলেকা দিয়েছিলেন তৎকালীন পুর চেয়ারম্যান গৌরীশংকর মাহেশ্বরী। চিঠিতে উন্নয়ন তহবিলে অর্থ আদায়ের দায় উদয়ন গুহ চেয়ারম্যান থাকাকালীন পুর বোর্ডের ঘাড়েই চাপিয়েছিলেন গৌরীশংকর। তাঁর কথা, 'পুরোনো পুর বোর্ডে আমিও কাউন্সিলার ছিলাম। তবে সবটা সরকারি নিয়ম মেনে হয়েছিল কি না সেসব বলতে পারব না। আমরা নতুন করে উন্নয়ন তহবিলে টাকা নিইনি।'

উন্নয়ন তহবিলের নামে আদায় করা টাকা কোন ব্যাংকে জমা রাখা হয়েছিল এবং কেন- সেই বিষয়টিও তদন্ত করে দেখার দাবি উঠেছে তৃণমূলের অন্দরেই। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক পুরসভার শাসকদলের এক কাউন্সিলারের বক্তব্য, 'একজন প্রভাবশালী ব্যাংক কর্তাকে সন্তুষ্ট করতে উন্নয়ন তহবিলের টাকা একটি বেসরকারি ব্যাংকে রাখা হয়েছিল। সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্তার পদোন্নতির স্বার্থেই ওই কাণ্ড হয়েছিল। তদন্ত হলে সবটাই পরিষ্কার হবে।' শাসক কাউন্সিলারের ওই চাঞ্চল্যকর অভিযোগ ঘিরে নতুন বিতর্ক তৈরি হয়েছে। যদিও বিষয়টি নিয়ে মুখ খুলতে চাইছেন না কোনও পুরকর্তাই। সবমিলিয়ে পুর কেলেঙ্কারিতে মহাবিপাকে পড়েছেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী।

## প্রয়াগে প্রলয়

*গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে রবিবার ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড প্রয়াগরাজের মহাকুম্ভমেলায়। ১৮টি তাঁবু ভস্মীভূত। -পিটিআই*

# পিকনিকেও কোন্দলের ছায়া তৃণমূলে

**গৌরহরি দাস**

**কোচবিহার, ১৯ জানুয়ারি :** পিকনিক তো আসলে সবাই মিলেমিশে আনন্দ করার উপলক্ষ্য। কিন্তু রবিবার আলিপুরদুয়ার জেলার পোরোতে একটি 'বিশেষ' পিকনিক ঘিরে তৃণমূলের অন্দরে কোন্দল আরও বাড়ছে। বলছে ওয়াকিবহাল মহল।

গত শনিবার সিতাইয়ে দলীয় জনসভার মঞ্চ থেকে ভাষণে রবীন্দ্রনাথ ঘোষ ও পার্থপ্রতিম রায়কে তোপ দেগেছিলেন সাংসদ জগদীশ বর্মা বসুনিয়া থেকে শুরু করে মন্ত্রী উদয়ন গুহ, তৃণমূলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক (হিপ্পি), বর্ষীয়ান নেতা আব্দুল জলিল আহমেদের মতো নেতারা। রবিদের দলছুট হাতি বলেছিলেন তাঁরা। তবে সেসব বক্রোক্তিকে বিন্দুমাত্র পাত্তা না দিয়েই রবিবার নিজেদের অনুগামীদের নিয়ে পিকনিকে গেলেন রবি-পার্থ তথা কাকা-ভাইপো। তাঁরা যে একজোট রয়েছেন, সেটা বোঝাতেই মূলত এই পিকনিক। এতেই তৃণমূলে গোষ্ঠীকোন্দল আরও চওড়া হচ্ছে বলে মনে করা হচ্ছে। দলীয় জনসভায় না গিয়ে অনুগামীদের নিয়ে কাকা-ভাইপোর পিকনিকে যাওয়া নিয়েও কটাক্ষ করেছেন জগদীশ ও জলিল। এদিকে, দলের মন্ত্রী-সাংসদরা যতই তাঁদের সমালোচনা করুক না কেন, রবি-পার্থ কিন্তু এই নিয়ে তেমন কোনও প্রতিক্রিয়া দিচ্ছেন না।

রবিবার শীতলকুচির ডাকঘরা হাইস্কুলের মাঠে তৃণমূলের বিধানসভাভিত্তিক জনসভা হয়। সেখানে উদয়ন, জগদীশ, অভিজিৎ সহ অন্য জেলা স্তরের নেতারা উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু ছিলেন না রবি ও পার্থ। আর রবিদের পিকনিকে গিয়েছিলেন তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের জেলা সভাপতি পরিমল বর্মন, খেতমজদুর সংগঠনের জেলা সভাপতি খোকন মিয়াঁ, কোচবিহার-১(এ) ব্লকের প্রাক্তন সভাপতি ক্ষুদিরাম সরকার, তুফানগঞ্জ-১(এ) ব্লকের প্রাক্তন সভাপতি মনোজ বর্মা, এরপর আটের পাতায়

# মহিলার মৃত্যুতে পুলিশের তদন্ত

**শিবশংকর সূত্রধর**

**কোচবিহার, ১৯ জানুয়ারি :** হরিণচওড়ায় পুলিশের মারে এক মহিলার মৃত্যুর অভিযোগ ওঠার প্রেক্ষিতে বিভাগীয় তদন্ত শুরু হল কোচবিহার জেলা পুলিশের তরফে। সেই ঘটনার পরই পুলিশের এডিজি (আইনশৃঙ্খলা) জাভেদ শামিম জানিয়েছিলেন, পুলিশের বাড়াবাড়ির কোনও ঘটনা প্রমাণিত হলে কঠোর পদক্ষেপ করা হবে। সেইমতোই এই সিদ্ধান্ত বলে মনে করা হচ্ছে।

শুক্রবার রাতে যেসব পুলিশকর্মী হরিণচওড়ায় মৃত মহিলা আম্বিয়া বিবির বাড়িতে অভিযানে গিয়েছিলেন, তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করার প্রক্রিয়া চলছে। এই পরিস্থিতিতে পুলিশের জলপাইগুড়ি রেঞ্জের ডিআইজি সন্তোষ নিম্বলকর কোচবিহারে এসে পরিস্থিতি দেখে গিয়েছেন। ডিআইজি বলেছেন, 'পুলিশের তরফে সবদিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

এদিকে, হরিণচওড়ায় কঠোর পুলিশি প্রহরার মধ্য দিয়ে মৃত আম্বিয়া বিবির শেষকৃত্য সম্পন্ন করা হল রবিবার। পুলিশের মারে তাঁর মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছিল। প্যারোলে মুক্তি পেয়ে এদিন শেষকৃত্যে অংশ নেয় মৃতার স্বামী হাফেজ আলি এবং দুই ছেলে আমজাদ আলি ও ইমজাদ আলি। শেষকৃত্য সম্পন্ন হওয়ার পরই এদিন তাদের আদালতে তোলা হয়। সেখানে তাদের জামিন হয়েছে।

পুলিশি অভিযানে প্রৌঢ়ার মৃত্যু ও তার স্বামী, ছেলেদের গ্রেপ্তারের ঘটনায় এদিনও হরিণচওড়া এলাকা থমথমে ছিল। সেখানে যাতে কোনওরকম অশান্তি না ছড়ায়, সেজন্য প্রচুর সংখ্যায় পুলিশকর্মী মোতায়েন রাখা হয়েছে। যদিও রবিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত মৃতার পরিবারের তরফে পুলিশের কাছে লিখিত কোনও অভিযোগ জমা পড়েনি। তবে এদিনও স্থানীয় বাসিন্দারা অভিযুক্ত পুলিশকর্মীদের শাস্তির দাবিতে সরব হয়েছেন।

কী ঘটেছিল? স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে, হরিণচওড়ার বাসিন্দা আমজাদের সঙ্গে পুলিশের এক গাড়ির চালকের বচসা হয়। ১৬ জানুয়ারির এই ঘটনার পর শুক্রবার গভীর রাতে কয়েকটি গাড়িতে করে কোতোয়ালি থানার পুলিশ আমজাদের বাড়িতে যায়। সেখানে পুলিশ বাড়ির সদস্যদের মারধর করে বলে অভিযোগ। সেই সময়ই আমজাদের মা আম্বিয়া বিবির মৃত্যু হয়। আরও আভিযোগ, আম্বিয়ার মৃত্যু হলেও বাড়ি থেকে তাঁর স্বামী ও দুই ছেলেকে পুলিশ থানায় নিয়ে যায়। এদিকে পুলিশের মারে আম্বিয়ার মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ তুলে শনিবার প্রায় দুই ঘণ্টা কোচবিহার-দিনহাটা রাজ্য সড়ক অবরোধ করে রাখেন উত্তেজিত বাসিন্দারা। স্থানীয় বাসিন্দা আমিদুল হকের কথা, 'স্পিড পোস্টের মাধ্যমে লিখিত অভিযোগ জানানো হচ্ছে। মৃত্যুর ঘটনায় যারা জড়িত তাদের শাস্তি চাই।'

### জিজ্ঞাসাবাদ শুরু

- হরিণচওড়ায় পুলিশের মারে এক মহিলার মৃত্যুর অভিযোগ ওঠার প্রেক্ষিতে বিভাগীয় তদন্ত শুরু
- যেসব পুলিশকর্মী মৃত মহিলা আম্বিয়া বিবির বাড়িতে অভিযানে গিয়েছিলেন, তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ
- কঠোর পুলিশি প্রহরার মধ্য দিয়ে মৃত আম্বিয়া বিবির শেষকৃত্য সম্পন্ন রবিবার
- শেষকৃত্যে অংশ নেন মৃতার স্বামী এবং দুই ছেলে

**বিতর্কে সুকান্ত**

# 'ভালো হিন্দু হতে ঘরে অস্ত্র রাখুন'

**অরূপ দত্ত**

**কলকাতা, ১৯ জানুয়ারি :** হিন্দুদের ঘরে ঘরে অস্ত্র রাখার ডাক কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর। তিনি বাংলায় বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। যিনি মনে করেন, ভালো হিন্দু না হতে পারলে শুধু ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার হয়ে লাভ নেই। তাতে দেশছাড়া হওয়ার বিপদ সামনে। হুগলির কুন্তীঘাটে রাম মন্দির উদ্বোধনে গিয়ে তাঁর এই মন্তব্য ইতিমধ্যে বিতর্কের রসদ তৈরি করে দিয়েছে।

অভিযোগ উঠেছে, ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে বাংলার ক্ষমতা দখলের মরিয়া লক্ষ্যে সুকান্ত হিন্দুত্বে শান দিচ্ছেন। যে কাজটা নিয়মিত করে যাচ্ছেন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। স্বাস্থ্য ভবন অভিযানের মতো হিন্দুত্বের অস্ত্রেও সুকান্ত তাঁর পথ অনুসরণ করলেন।

ঠিক কী বলেছেন সুকান্ত? বোঝাই গিয়েছে, তাঁর বক্তব্য ছিল হিন্দু পরিবারের অভিভাবকদের উদ্দেশে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর ভাষায়, 'ধর্মরক্ষা করতে না পারলে ডাক্তার, ব্যারিস্টার হয়ে কোনও লাভ নেই। উদ্বাস্তু হয়ে অন্যত্র চলে যেতে হবে। তাই ধর্মরক্ষায় একজোট হতে হবে। এলাকায় যেখানে সম্ভব, ছোট হলেও রাম মন্দির, বজরঙ্গবলীর মন্দির বানান।'

তারপরই বিজেপির বাংলার রাজ্য সভাপতির বক্তব্য ছিল, 'ছেলেদের ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার যা বানানোর তা বানান। কিন্তু তার আগে হিন্দু বানান। আর বাড়িতে একটা ধারালো অস্ত্র রাখুন।' তাঁর এই মন্তব্যকে 'সন্ত্রাসবাদীদের ভাষা' বলে তীব্র সমালোচনা করেছেন অন্যতম তৃণমূল নেতা, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আস্থাভাজন ফিরহাদ হাকিম।

তাঁর কথায়, 'হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান নয়। একজনকে আগে ভারতীয় বানাতে হবে, মানুষ বানাতে হবে। যাতে তিনি দেশকে নিয়ে গর্ব করতে পারেন।' এই প্রসঙ্গে তিনি রামকৃষ্ণদেবের যত মত তত পথ ও কাজী নজরুলের কবিতায় হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের কথা তুলে ধরেন। হাকিমের অভিযোগ, 'সন্ত্রাসবাদীরা যে ভাষায় কথা বলে, ভারত সরকারের একজন মন্ত্রী সেই ভাষায় কথা বলছেন।'

সিপিএমের কলকাতা জেলা সম্পাদক কল্লোল মজুমদার বলেন, 'তরুণ প্রজন্মকে খতম করতে তৃণমূল ও মোদি সরকারের ভূমিকা একই। ওরা নতুন প্রজন্মকে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার না বানিয়ে হিন্দুত্বের পাঠ দিতে চায়। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হিসাবে এই মন্তব্যের জন্য ওঁর বিরুদ্ধে হিংসায় উসকানি ও অশান্তি তৈরির অভিযোগে প্রশাসনের পদক্ষেপ করা উচিত।'

তাঁর কথায় বিতর্ক হবে বুঝে আগাম সাফাই দিয়ে রেখেছিলেন সুকান্ত। তিনি বলেন, 'আমরা কাউকে আক্রমণের কথা বলছি না। কিন্তু আত্মরক্ষার অধিকার সকলের আছে। তাই বাড়িতে অস্ত্র রাখতে অসুবিধে কোথায়?'

# নিহত সাজ্জাকের আরেক সঙ্গী ধৃত

*সিসিটিভি ফুটেজে বাইকের পাশে শেখ হজরত।*

**অরুণ ঝা ও শুভজিৎ চৌধুরী**

**ইসলামপুর, ১৯ জানুয়ারি :** পাঞ্জিপাড়ায় পুলিশের ওপর হামলার ঘটনায় নতুন মোড়। ইতিমধ্যে এনকাউন্টারে নিহত সাজ্জাককে আগ্নেয়াস্ত্রের জোগান দিয়ে সহায়তা করায় উঠে এল আরেকটি নাম। পাঞ্জিপাড়া এলাকা বলদিয়াপোখর গ্রামের বাসিন্দা সেই দুষ্কৃতী শেখ হজরত এখন পুলিশি হেপাজতে। প্রিজন ভ্যান থেকে সাজ্জাকের পালানোর ব্লু-প্রিন্ট তৈরি করেছিল অবশ্য আবদুল হোসেনই। যে বাংলাদেশি নাগরিককে এখন হন্যে হয়ে খুঁজছে পুলিশ।

ইতিমধ্যে একটি সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশ্যে এসেছে, যাতে আবদুলের সঙ্গে হজরতের যোগাযোগ স্পষ্ট। ওই ফুটেজে দেখা যাচ্ছে, দাঁড় করানো একটি মোটরবাইকের পাশে দাঁড়িয়ে আছে হজরত। তার পাশে মুখ মাফলার দিয়ে ঢেকে, লাল জ্যাকেট গায়ে আবদুল। ফুটেজটি ইসলামপুর মহকুমা আদালত চত্বরের বলে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে। পুলিশের ওপর হামলার দিনই দুষ্কৃতীদের বাইকের অস্তিত্ব তুলে ধরেছিল 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'। হজরতের গ্রেপ্তারে তাতে সিলমোহর পড়ল।

পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতের বিরুদ্ধে অতীতে চুরি, ছিনতাই জাতীয় দুষ্কর্মের রেকর্ড আছে। সেই সূত্রে আবদুলের সঙ্গে তার যোগাযোগ হয়েছিল। শনিবারই হজরতকে ইসলামপুর আদালতে পেশ করেছিল পুলিশ। বিচারক তাকে ১০ দিনের পুলিশ হেপাজতে দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন সরকারি আইনজীবী সঞ্জয় ভাওয়াল।

### পাঞ্জিপাড়ার ঘটনায় আগ্নেয়াস্ত্র হস্তান্তরে জড়িত

নতুন বছর, নতুন আশা

আমাদের পুঁজি

পাঠকের ভালোবাসা

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

# সইফের ওপর হামলায় ধৃতের বাংলাদেশি-যোগ

**মুম্বই, ১৯ জানুয়ারি :** সইফ আলি খানের ওপর হামলায় বাংলাদেশি-যোগের অভিযোগ। ধৃত মহম্মদ শরিফুল ইসলাম শেহজাদ ৫-৬ মাস আগে বেআইনিভাবে ভারতে ঢুকেছিল বলে পুলিশের দাবি। কোনও ভারতীয় পরিচয়পত্র সে দেখাতে পারেনি বলে জানিয়েছেন মুম্বই পুলিশের ডেপুটি কমিশনার গেদম দীক্ষিত। তিনি বলেন, 'প্রাথমিক তদন্তে আমাদের মনে হচ্ছে, শেহজাদ বাংলাদেশের নাগরিক।'

*সইফ আলি খানের ওপর হামলার ঘটনায় ধৃত অভিযুক্ত*

চুরির উদ্দেশ্যেই সে অভিনেতা সইফ আলি খানের ফ্ল্যাটে ঢুকেছিল বলে পুলিশ মনে করছে। বাধা পাওয়ায় সইফের ওপর হামলা চালায়।' খুনের চেষ্টা ছাড়াও তার বিরুদ্ধে পুলিশ ভারতীয় পাসপোর্ট আইনে মামলা দায়ের করেছে। মুম্বইয়ের বান্দ্রা আদালত রবিবার তাকে ৫ দিনের পুলিশ হেপাজতে পাঠিয়েছে। শেহজাদের আইনজীবী সন্দীপ অবশ্য তাঁর মক্কেলের বাংলাদেশি-যোগ অস্বীকার করেছেন।

তাঁর দাবি, দীর্ঘদিন ধরে সপরিবার মুম্বইয়ে রয়েছে শেহজাদ। শেহজাদের অপর আইনজীবী দীনেশ প্রজাপতির বক্তব্য, 'আমার মক্কেলকে বাংলাদেশি প্রমাণ করার মতো কোনও তথ্য আদালতে পেশ করতে পারেনি পুলিশ।' কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের আবার সীমান্ত দিয়ে এ দেশে ঢুকেছে অভিযোগ, পশ্চিমবঙ্গের নদিয়া শেহজাদ। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই তাকে মুম্বইয়ে পাঠিয়েছেন।

মুম্বই পুলিশের আবার দাবি, বাংলাদেশ থেকে পশ্চিমবঙ্গের শিলিগুড়ি সংলগ্ন কোনও সীমান্ত দিয়ে শেহজাদ ভারতে ঢুকেছিল বলে জেরায় স্বীকার করেছে। কলকাতাতেও কিছুদিন কাটিয়েছে। মুম্বই পুলিশের ডেপুটি কমিশনারের দাবি, ধৃতের কাছ থেকে একটি ধারালো অস্ত্র ছাড়াও এমন কিছু জিনিস উদ্ধার হয়েছে, যাতে তার বাংলাদেশি-যোগের জোরালো ইঙ্গিত আছে।

ভারতে এসে সে একাধিকবার নাম বদলেছে বলে মন্তব্য করেন তিনি। কখনও বিজয় রায়, কখনও ভিজয়, আবার কখনও মহম্মদ সাজ্জাদ নামে পরিচয় দিয়েছে। মুম্বইয়ে একটি হাউস কিপিং সংস্থায় কাজ নিয়েছিল। শেহজাদকে গ্রেপ্তার করা দলের সদস্য এক পুলিশকর্মী জানিয়েছেন, রবিবার সকালে ধরার সময় থানের হিরানন্দানি এস্টেট এলাকায় মেট্রো রেলের শ্রমিক

এরপর আটের পাতায়

**সইফ আলি খানকে ছুরিকাঘাতে অভিযুক্ত মহম্মদ শরিফুল ইসলাম শেহজাদ কি বাংলাদেশের নাগরিক? অনেক রাজ্যেই বাংলাদেশিদের উপস্থিতি নিয়ে সম্প্রতি উঠছে প্রশ্ন। সমস্যায় পড়ছেন পশ্চিমবঙ্গের অনেকে। সাম্প্রতিক কিছু ঘটনা তুলে ধরল উত্তরবঙ্গ সংবাদ।**

### অনুপ্রবেশ বিতর্কে বাংলাদেশিরা

**মহারাষ্ট্র**
থানের কাভেসারে লেবার ক্যাম্পে গ্রেপ্তার করা হয় শেহজাদকে। সেখানে ৯ জন বাংলাদেশি থাকার অভিযোগ

- ৩৮ বছর ধরে ভুয়ো পরিচয়পত্র দেখিয়ে বসবাসের অভিযোগে মুম্বইয়ে গ্রেপ্তার এক

**কেরল**
- কেরলের পেরুম্বাভুরে এক বাংলাদেশি মহিলাকে চিহ্নিত করে আটক করে পুলিশ

**নয়াদিল্লি**
- নয়াদিল্লির উত্তমনগরে পাঁচ বাংলাদেশি নাগরিককে অনুপ্রবেশের অভিযোগে গ্রেপ্তার

**তামিলনাড়ু**
- কোয়েম্বাটোর থেকে অনুপ্রবেশের দায়ে ৩১ গ্রেপ্তার

**ওড়িশা**
- সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় পাকড়াও ৭৮ বাংলাদেশি জেলে

**উত্তরপ্রদেশ**
- উত্তরপ্রদেশের বরেলি থেকে ১২ বাংলাদেশি গ্রেপ্তার

**কর্ণাটক**
- কর্ণাটকে ১১৫ জন অনুপ্রবেশকারী আটক

**পশ্চিমবঙ্গ**
- পশ্চিমবঙ্গে সোনারপুরে পাঁচ বাংলাদেশি গ্রেপ্তার

www.tigps.in

TECHNO INDIA GROUP
PUBLIC SCHOOL
A Satyam Roychowdhury Initiative

40 YEARS OF
CULTIVATING
MINDS

*At Select Schools

ADMISSION
NOTICE
2025-2026

- Sprawling Green Campuses
- Safe & Hygienic School Infrastructure
- Remedial Class Support
- Superior Academics as per NEP 2020 Guidelines
- Hostel & Day Boarding Facilities*

Art & Craft | Music | Yoga | Taekwondo | Karate | Robotics Lab | Global Classroom
Nature Club | Literary Club | Photography Club | Adventure Sports Club | International Language Classes* | International Students Exchange

Genesis2024TIG474

+91 70293 81692 | 40 Years of Legacy | World-class Education | CBSE Curriculum

TIG PUBLIC SCHOOLS:
ALIPURDUAR 9564172473 | BOLPUR 9830050303 / 7029194976
COOCH BEHAR 7063787447 | DURGAPUR 7029274898 / 7029275770
FALAKATA 8250520716 / 7365801010 | GANGARAMPUR (Dakshin Dinajpur) 9144400108 | HOOGHLY 9903504753
JALPAIGURI 9635731184 | KANCHRAPARA 8013191616
KOLAGHAT 7047839368 | KRISHNANAGAR 8373052382
MIDNAPORE 7029997007 / 7029149567 | NABADWIP 8101786779
RAIGANJ 9083277096 / 98 | RANIGANJ 9647937367 / 9933138264
SILIGURI 8597285542 | SODEPUR 8961331559 / 7687942227

TIG WORLD SCHOOLS:
SILIGURI 9733018000 | MALDA 8967826765

Franchise / JV Enquiry
solicited for unrepresented areas
(Existing schools may also apply)

Scan here to apply

### হায়দরাবাদ, মুম্বই ঘুরে বাংলা ছবিতে কোচবিহারের মেয়ে

# মাতৃভাষার টানে নিজভূমে

**অনিমেষ দত্ত**

**শিলিগুড়ি, ১৯ জানুয়ারি :** ভারতে সিনেমার স্রোত এখন দক্ষিণমুখী। একের পর এক প্যান-ইন্ডিয়ান ছবি সুপারহিট। দক্ষিণী স্রোতে ভাসার চেষ্টা করছে বলিউডও। বাংলা ইন্ডাস্ট্রির গণ্যমান্যরাও ঘনঘন পাড়ি দিচ্ছেন হায়দরাবাদে। কিন্তু এই আবহে যদি কেউ স্রোতের উলটোদিকে সাঁতরান? সেই চ্যালেঞ্জটাই এবার নিয়েছেন কোচবিহারের দক্ষিণ খাগরাবাড়ির মেয়ে সুরাইয়া পারভিন।

বেশ কয়েকটি দক্ষিণী ছবিতে অভিনয়। কাজ করেছেন বলিউডেও। কিন্তু তাঁর শিকড় তো বাংলায়। আর সেই শিকড়ের টানে 'ট্রামলাইন আঁকড়ে' ধরতে ফিরে এসেছেন নিজভূমে। তথাগত মুখোপাধ্যায়ের 'রাস' ছবিতে অভিনয়ের মাধ্যমে বাংলা ছবিতে আত্মপ্রকাশ ঘটতে চলেছে শিলিগুড়ির সূর্য সেন কলেজের প্রাক্তনী সুরাইয়ার।

দক্ষিণী সিনেমার রমরমা বাজার ছেড়ে বাংলায় কেন? সুরাইয়া বললেন, 'আমি যখন প্রথম বাংলা ইন্ডাস্ট্রিতে আসি, তখন সবাই আমাকে এই প্রশ্নটাই করত। তাঁরা যেন এটা শুনে শকড! এখনও আমাকে এই কথা শুনতে হয়। তবে আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ হল নিজের ভাষা। সেই ভাষার টানেই আমি এখানে।'

*সুরাইয়া পারভিন। -ফাইলচিত্র*

কোচবিহারে মঞ্চে অভিনয়। সেই শুরু। তারপর বাংলা সাহিত্য নিয়ে শিলিগুড়িতে পড়াশোনা। এরপর কর্মসূত্রে চলে যান কার্সিয়াংয়ের বিখ্যাত ডাউহিল স্কুলে। কিন্তু মন ছিল সিনেমায়। তাই একদিন পাড়ি দেন হায়দরাবাদে। সুযোগটাও হঠাৎ এসে গিয়েছিল। তারপর একের পর এক তেলুগু ছবিতে অভিনয়।

জওয়ান-খ্যাত নয়নতারা এবং সম্প্রতি দুবাইতে অটোড্রোম রেসে তৃতীয় স্থানাধিকারী অভিনেতা অজিতের ছবিতে জুনিয়ার আর্টিস্ট হিসেবে কাজ করেছেন সুরাইয়া। ২০২৩ সালে মুক্তি পায় তাঁর প্রথম হিন্দি ছবি। বিহারের নকশাল আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে নির্মিত হরর-থ্রিলার ঘরানার ছবি জঙ্গলমহল। আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি এই বঙ্গতনয়াকে। ধীরে ধীরে সাফল্য আসছিল। কিন্তু তাঁর মন বরাবর পড়ে থাকত নিজভূমি বাংলায়। আর তাই ২০২৩ সালের শেষের দিকে চলে আসেন কলকাতায়।

কলকাতায় এসেই দেব অভিনীত টেক্কা, ফেলুদা সিরিজের ভূস্বর্গ ভয়ংকর এবং আগামী ২৩ জানুয়ারি মুক্তি পেতে চলা সত্যি বলে সত্যি কিছু নেই ছবিতে সৃজিত মুখোপাধ্যায়কে অ্যাসিস্ট করে ফেলেছেন সুরাইয়া। বলছিলেন, 'সৃজিত দা'র সঙ্গে সেটে কাজ করার অভিজ্ঞতাটা একেবারে আলাদা। কত কিছু শিখেছি তাঁর থেকে।'

সৃজিতকে অ্যাসিস্ট করতে করতেই হঠাৎ তথাগত'র রাস ছবিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয়ের সুযোগ চলে আসে। আর এর মাধ্যমেই সুরাইয়ার বাংলায় কাজ করার স্বপ্নটা পূরণ হতে চলেছে এবার। তিনি জানালেন, ছবির শুটিং প্রায় শেষ। ছবিটি চলতি বছর জুন-জুলাই নাগাদ মুক্তি পাবে।

রাস ছবিতে দেবলীনা কুমার, অনির্বাণ চক্রবর্তী, বিক্রম চট্টোপাধ্যায়, অনসূয়া মজুমদার, অর্ণ মুখোপাধ্যায়ের মতো অভিনেতাদের সঙ্গে স্ক্রিন ভাগ করে নিতে পেরে আপ্লুত সুরাইয়া। এই শিক্ষকের কথায়, 'এই মুহূর্তে আমি ঠিক কতটা উচ্ছ্বসিত তা বলে বোঝাতে পারব না।' তেলুগু কিংবা হিন্দি ছবিতে আর কাজ করবেন না? 'অবশ্যই করব। কিন্তু বাংলা ছবি এখন থেকে আমার কাছে অগ্রাধিকার পাবে।' রাসের পাশাপাশি পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় পরিচালিত ওয়েব সিরিজ 'ভোগ'-এও অভিনয় করছেন কোচবিহারের মেয়ে।

## স্কুলে নেশা, মারপিটে উদ্বেগ

**নৃসিংহপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়**

**বারবিশা, ১৯ জানুয়ারি :** কুমারগ্রাম ব্লকের বারবিশা জওহর নবোদয় বিদ্যালয় চত্বরে নেশায় মজছে পড়ুয়ারা। নেশার বিরুদ্ধে মুখ খোলে ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণির কয়েকজন পড়ুয়া। অভিযোগ, শনিবার বিকেলে প্রতিবাদী ওই ছাত্রদের মারধর করে ভয় দেখায় উঁচু ক্লাসের দাদারা। মারধরের ফলে এক ছাত্রের চোয়াল ও পিঠে কালশিটে দাগ বসেছে। অভিভাবকরা প্রিন্সিপাল ও শিক্ষকদের মৌখিক অভিযোগ জানান। রবিবার অভিভাবকদের সঙ্গে বৈঠকে বসে স্কুল কর্তৃপক্ষ।

### প্রহৃত ছোটরা

প্রিন্সিপাল দেবেন্দ্রকুমার তিওয়ারি বলেন, 'দশম ও একাদশ শ্রেণির কয়েকজন ছোটদের মারধর করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এটা একটি বিক্ষিপ্ত ঘটনা। তদন্ত করে দোষীদের শাস্তি দেওয়া হবে। বিদ্যালয় চত্বরে কোনওরকম নেশা ও বিশৃঙ্খলা বরদাস্ত করব না।'

স্কুল চত্বরে এমন দাদাগিরিতে উদ্বিগ্ন অভিভাবক মহল। ভয়ে সিঁটিয়ে রয়েছে নীচু ক্লাসের পড়ুয়ারা। মাসখানেক আগে ষষ্ঠ শ্রেণির এক পড়ুয়া লুকিয়ে খইনি, বিড়ি খাচ্ছে বলে হস্টেল ইনচার্জকে অভিযোগ জানায় আবাসিকদের একাংশ। সিনিয়ার দাদারাই ছোটদের নেশার বস্তু সরবরাহ করে বলেও অভিযোগ ওঠে। স্কুল কর্তৃপক্ষ ওই ছাত্রকে কয়েকদিনের জন্য সাসপেন্ডও করে। তারপরেই প্রতিবাদী ছাত্রদের টার্গেট করে ঘটনায় জড়িত সিনিয়াররা।

আক্রান্ত এক পড়ুয়ার কথায়, 'অভিযুক্ত ষষ্ঠ শ্রেণির ওই পড়ুয়াকে আশকারা দিয়েছে সিনিয়ার দাদারাই। তার প্রতিবাদ করায় আমাদের ভয় দেখানো হচ্ছে। আমাদের স্কুল ব্যাগ কিংবা হস্টেলের রুমে নেশার জিনিস রেখে ফাঁসাতে চাইছে। আমাদের ওরা মেরেছে। বাবা-মাকে সব জানিয়েছি।'

এক অভিভাবক জানালেন, স্কুলে এমন ঘটনা কখনও ভাবা যায় না। তিনি বলেন, 'ছেলেকে নিয়ে দুশ্চিন্তা হচ্ছে। প্রিন্সিপাল বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখার আশ্বাস দেওয়ায় আমরা পুলিশের কাছে যাচ্ছি না। অভিযুক্তদের শাস্তি দিক কর্তৃপক্ষ।'

*শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিংগামী জাতীয় সড়ক। পাশ দিয়ে ছুটছে টয়ট্রেন।*

# হিলকার্ট রোড, তুমি কার?

## দায়িত্ব বদলের প্রস্তাব সাংসদের

**রণজিৎ ঘোষ**

**শিলিগুড়ি, ১৯ জানুয়ারি :** দার্জিলিংগামী হিলকার্ট রোড বা ১১০ নম্বর জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণ করে রাস্তা ধরেই টয়ট্রেনের লাইন বসানোর পরিকল্পনা রয়েছে। সেজন্য এই রাস্তার দায়িত্ব ন্যাশনাল হাইওয়ে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেডের (এনএইচআইডিসিএল) হাতে দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণমন্ত্রকে চিঠি দিয়েছেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট।

তাঁর অভিযোগ, 'দীর্ঘদিন ধরে এই রাস্তাটি রাজ্য পূর্ত দপ্তরের অধীনে রয়েছে। তারা কেন্দ্রের দেওয়া টাকা অপচয় করা ছাড়া কিছুই করেনি। এত বছরে রাস্তাটি এক মিটারও চওড়া করতে পারেনি। উপরন্তু সুকনার কাছে রাস্তা তৈরির নামে বর্তমানে কয়েক কোটি টাকা অপচয় করছে।'

বিষয়টি নিয়ে পূর্ত দপ্তরের জাতীয় সড়ক বিভাগের (ডিভিশন-৯) এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার দেবব্রত ঠাকুরের বক্তব্য, 'সাংসদ কী বলছেন জানি না। আমরা দার্জিলিংগামী হিলকার্ট রোড চওড়া করার পরিকল্পনা করছি। নির্দিষ্ট সময়ে বিস্তারিত প্রোজেক্ট রিপোর্ট তৈরি করে অনুমোদনের জন্য দিল্লিতে পাঠাব।'

শিলিগুড়ির দার্জিলিং মোড় থেকে সুকনা, কার্সিয়াং, সোনাদা হয়ে দার্জিলিং পর্যন্ত ৭৬ কিলোমিটার জাতীয় সড়ক রয়েছে। দার্জিলিংয়ের ঐতিহ্যবাহী টয়ট্রেনের লাইনও রয়েছে এই রাস্তার ডানদিক বরাবর। রোহিণী রোড তৈরি হওয়ার পর থেকে এই জাতীয় সড়কের ওপরে চাপ অনেকটাই কমেছে। ২০১০ সাল থেকে কয়েক দফায় গয়াবাড়ি, তিনধারিয়ায় ধসের জেরে জাতীয় সড়ক ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সেই রাস্তাও বর্তমানে তৈরি করা হয়েছে। দার্জিলিং যাতায়াতে যানজট মোকাবিলায় এই জাতীয় সড়কের পুরোটাই চওড়া করার চিন্তাভাবনা অনেকদিন ধরেই চলছে। সেই কাজের জন্যই রাস্তাটি এনএইচআইডিসিএলকে দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে বলে সাংসদ বিস্ট জানিয়েছেন।

> দীর্ঘদিন ধরে এই রাস্তাটি রাজ্য পূর্ত দপ্তরের অধীনে রয়েছে। তারা কেন্দ্রের টাকা অপচয় ছাড়া কিছুই করেনি। এত বছরে রাস্তাটি এক মিটার চওড়া করেনি।
>
> **রাজু বিস্ট,** *সাংসদ, দার্জিলিং*

সাংসদের কথায়, 'সারাদিনে একটিমাত্র টয়ট্রেন চলে। তার জন্য আলাদা রেলের ট্র্যাক রাখার প্রয়োজন নেই। রাস্তার ওপরেই রেলের ট্র্যাক করে দিলে জাতীয় সড়কটি চওড়া হবে। এতে যানবাহন স্বাচ্ছন্দ্যে এই রাস্তা দিয়ে চলাচল করতে পারবে। এতে দার্জিলিংয়ের যানজট সমস্যাও অনেকটা কমবে।'

পূর্ত দপ্তরের বিশেষজ্ঞরা বলছেন, একটা দু'লেনের জাতীয় সড়ক অন্তত সাত মিটার হওয়া উচিত। কিন্তু দার্জিলিংগামী হিলকার্ট রোড কোথাও সাড়ে পাঁচ মিটার, কোথাও খুব বেশি হলে ছয় মিটার চওড়া রয়েছে। রাজুর পর্যবেক্ষণ, কেন্দ্রীয় সংস্থার হাতে রাস্তা গেলে পরিকল্পনামতো দার্জিলিংগামী হিলকার্ট রোড চওড়া করা হবে। তাছাড়া রাস্তার ওপরেই একপাশ ঘেঁষে টয়ট্রেনের লাইন পাতা হবে।

## বিয়ের দাবিতে ধর্নায় তরুণ

**শালকুমারহাট, ১৯ জানুয়ারি :** বিয়ের দাবিতে ধর্নায় বসলেন এক তরুণ। ঘটনাটি রবিবার আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের শালকুমার-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের সুরিপাড়া গ্রামের। ওই তরুণের প্রেমিকার বাড়ি একই গ্রামে। তিনি এদিন বিভিন্ন পোস্টার লিখে রাস্তার ধারে বসেন। তাঁর দাবি, 'সাত বছর ধরে আমাদের প্রেমের সম্পর্ক রয়েছে। এখন বিয়ে করতে চাই। কিন্তু মেয়ের মা বিয়ে দিতে রাজি হচ্ছেন না। প্রেমিকাও বিয়ে করতে চাইছে না। তাই বিয়ের দাবিতেই আমি ধর্নায় বসলাম।' এলাকাবাসী জানাচ্ছেন, ওই সম্পর্কের বিষয়ে তাঁরাও কমবেশি জানতেন। সন্ধ্যার পর পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে। এবিষয়ে পুলিশ কথা বলবে জানালে তিনি ধর্না তুলে নেন।

# বাবলা কাণ্ডে ধৃত আরও ১

**মালদা, ১৯ জানুয়ারি :** বাবলা সরকারকে গুলি করে চম্পট দেওয়া দুষ্কৃতীদের মধ্যে পলাতক ছিল এক বাইকচালক। রবিবার অভিযান চালিয়ে বিহার থেকে ওই দুষ্কৃতীকে আটক করেছে পুলিশ। আটক তরুণের নাম মহম্মদ আসরার। বাড়ি বিহারের পূর্ণিয়া জেলার কানহারিয়া মীনাপুরে। একইদিনে বাবলা সরকার খুনে ধৃত নন্দু ও তার পরিবারকে সামাজিক বয়কটের ডাক দেওয়া হল প্রয়াত তৃণমূল নেতার স্মরণসভায়।

পুলিশের আরও দাবি, খুনের দিন ঘটনাস্থলে আসার জন্য যে মোটরবাইক ব্যবহার করা হয়েছিল, সেটি চালাচ্ছিল আসরার। ঘটনার দিন বাকিদের সঙ্গে সেও গুলি চালিয়েছিল বলেও ইংরেজবাজার থানার পুলিশ জানিয়েছে। সোমবার মালদায় আসছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার আগে এক দুষ্কৃতীকে আটক করা হল। হরিশ্চন্দ্রপুর থানার সহযোগিতায় বিহার থেকে ওই দুষ্কৃতীকে ইংরেজবাজারে নিয়ে আসার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। জেলা পুলিশের তরফে প্রেস বিবৃতিতে জানানো হয়েছে,

### নেতার স্মরণসভা

বাবলা খুনের ঘটনায় জড়িত চারজন দুষ্কৃতীর মধ্যে একজনকে বিহার থেকে আটক করা হয়েছে।

এদিকে রবিবার ইংরেজবাজারের ২২ নম্বর ওয়ার্ডে সুকান্ত স্মৃতি সংঘের ময়দানে প্রয়াত তৃণমূল নেতার স্মরণসভার আয়োজন করা হয়। আর সেখানেই ওঠে বাবলা সরকার খুনে ধৃত নন্দু ও তার পরিবারকে সামাজিক বয়কটের প্রসঙ্গ। রবিবার সুকান্তপল্লি ক্লাব সংগঠনের ওই সভায় হাজির ছিলেন বাবলার স্ত্রী চৈতালি সরকার, সুজাপুরের বিধায়ক আব্দুল গনি সহ বাবলা সরকারের সহকর্মীরা। আর সেই সভায় কাউন্সিলার গৌতম দাসের সংযোজন, 'রাজনৈতিক প্রতিশোধ চরিতার্থ করতে ভাড়াটে খুনি দিয়ে দিবালোকে হত্যা করানো হয়েছে। যে এই চক্রান্তে যুক্ত তার প্রতি আমাদের একরাশ ঘৃণা। দিন যত বাড়ছে আমাদের ঘৃণা ততই বাড়ছে।' সভায় বাবলাকে স্মরণ করার পাশাপাশি এই খুন কাণ্ডের মূলচক্রীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি উঠেছে।

খুনের পর পুলিশের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর জেলা সফরের আগে আরও এক দুষ্কৃতী ধরা পড়ায় কিছুটা স্বস্তি পুলিশমহলে। যদিও এই ঘটনায় আরও দুই অভিযুক্ত এখনও ফেরার।

# হল না সীমান্ত পিলার নির্মাণ

দীপেন রায়

**মেখলিগঞ্জ, ১৯ জানুয়ারি :** মেখলিগঞ্জ ব্লকের তিনবিঘা করিডর সংলগ্ন খোলা সীমান্তে অস্থায়ী বেড়া দেওয়াকে কেন্দ্র করে শেষ কয়েকদিনে যথেষ্ট চাপানউতোরের সৃষ্টি হয়েছিল। এমনিতে এই সীমান্তের পিলার নিয়ে সমস্যার শেষ নেই। পাশাপাশি তিস্তা নদীর চরের বাংলাদেশ সীমান্ত নিয়েও জটিলতা কমার নাম নেই। সেখানে ইতিমধ্যেই বেশ কিছু পিলার পলিমাটির তলায় ডুবে গিয়েছে। কোথাও আবার

## বাংলাদেশিদের অসহযোগিতা

নষ্টও হয়ে গিয়েছে। এই অবস্থায় সীমানা নিয়ে যাতে নতুন কোনও সমস্যার সৃষ্টি না হয় সেজন্য নতুন করে সীমান্ত পিলার দেওয়ার জন্য এদিন মেখলিগঞ্জে এসেছিল 'সার্ভে অফ ইন্ডিয়া'র একটি প্রতিনিধিদল। তবে বাংলাদেশের অসহযোগিতায় খালি হাতে ফিরতে হল সেই প্রতিনিধিদলকে। এবিষয়ে বিএসএফের ৬ ব্যাটালিয়নের সিও ক্ষণীন্দ্র চৌধুরী বলেন, 'সীমান্ত পিলার নির্মাণের জন্য সার্ভে অফ ইন্ডিয়া-র আধিকারিকদের আমাদের জওয়ানরা সীমান্তে নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু বাংলাদেশের তরফে কেউ আসেনি। তাই কার্যত আজ খালি হাতে ফিরে গিয়েছেন ওই প্রতিনিধিদলের সদস্যরা।' তবে এই বিষয়টি নিয়ে বাংলাদেশের ডেপুটি জেনারেল পর্যায়ে বৈঠক করা হবে বলে বিএসএফ সূত্র মারফত জানা গিয়েছে।

এদিন সার্ভে করতে আসা ওই প্রতিনিধিদলে ছিলেন সাতজন। তাঁদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন সিপিডব্লিউডি'র আধিকারিকরাও। পরিদর্শন নিয়ে প্রতিনিধিদলের সদস্যরা সংবাদমাধ্যমের সামনে কোনও মন্তব্য না করলেও, সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, ভারত-বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সীমান্তে পিলার স্থাপনের জন্য ওই টিম সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার কলকাতা শাখা থেকে

*সীমান্ত পিলার নির্মাণ করতে আসা কেন্দ্রীয় সার্ভে টিম। -সংবাদচিত্র*

> সীমান্ত পিলার নির্মাণের জন্য সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার আধিকারিকরা সীমান্তে গিয়েছিলেন। কিন্তু বাংলাদেশের তরফে কেউ আসেননি। তাঁরা খালি হাতে ফিরে গিয়েছেন।
>
> **ক্ষণীন্দ্র চৌধুরী** *সিও, ৬ ব্যাটালিয়ন, বিএসএফ*

এসেছিল। যার নেতৃত্বে ছিলেন সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার আধিকারিক ক্ষুদিরাম দাস। ওই দলটি এদিন কুচলিবাড়ি থানার অন্তর্গত বিএসএফের করণ ও তিস্তা নদীর চরে থাকা সিংপাড়া এবং চাঁদনি বর্ডার আউটপোস্টে গিয়েছিল।

বারবার নদীর ক্ষয়কার্যের ফলে ভারত-বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সীমান্তে পিলার তৈরি করা অনেকাংশেই সম্ভব হয়নি। এছাড়াও অনেক সীমান্ত পিলার নদীর পলি-বালিতে ঢেকে গিয়েছে। সেইসব সীমান্তে নতুন করে পিলার বসানোর কাজ শুরু হয়েছে। কয়েকমাস আগেও বিএসএফের ০৬ ব্যাটালিয়নের হেমন্ত বিওপির অন্তর্গত সীমান্তে পিলার নির্মাণ করেছেন সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার প্রতিনিধিরা। প্রাথমিকভাবে প্রতিনিধিদের পরিদর্শনের পর দুই দেশের উচ্চপর্যায়ের বৈঠকের পরেই সীমান্তে পিলার স্থাপন করা হয়ে থাকে। বিএসএফের দাবি, এদিন সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার প্রতিনিধিরা সীমান্তে গেলেও, বাংলাদেশের তরফে কেউ সেখানে আসেননি। তাই তাঁদের অনুপস্থিতিতে সীমান্তে পিলার নির্মাণের বিষয় নিয়ে কোনওরকম আলোচনা কিংবা পিলার বসানোর জায়গা নির্ধারণ করা কোনওটাই সম্ভব হয়নি।

ওরা কাজ করে... *রবিবার জলঢাকা নদীর কাউয়ার ঘাট সংলগ্ন চরে শ্রীবাস মণ্ডলের তোলা ছবি।*

*শীতলকুচি কর্মীসভায় তৃণমূলের জেলা নেতারা। ছবি : বিশ্বজিৎ সরকার*

# কর্মীসভায় গরহাজির পার্থ

মনোজ বর্মন

**শীতলকুচি, ১৯ জানুয়ারি :** তৃণমূল কংগ্রেসের শীতলকুচি বিধানসভাভিত্তিক কর্মীসভা ছিল রবিবার। সেখানে দেখা মিলল না প্রাক্তন সাংসদ পার্থপ্রতিম রায়ের। তিনি এই বিধানসভায় ২০২১ সালে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী ছিলেন। পার্থর মতো সভায় ছিলেন না প্রাক্তন মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ এবং তাঁর অনুগামী তৃণমূল নেতারাও। পার্থকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতে তিনি জানান, কর্মীসভার বিষয়ে তাঁকে কেউ জানাননি।

এদিন বিকেল হতে শীতলকুচি বিধানসভার দুই ব্লকের তৃণমূলকর্মীরা ডাকঘরা হাইস্কুলের মাঠে জমায়েত করেন। বিকেল সাড়ে তিনটেয় কর্মীসভা শুরু হয়। সেখানে উপস্থিত তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা নেতারা বিরোধী দলকে তুলোধোনার পাশাপাশি 'কাকা-ভাইপো' জুটিকেও কটাক্ষ করতে ছাড়েননি। শনিবার সিতাই বিধানসভার কর্মীসভা ছিল, সেখানে পার্থ-রবির মধ্যে একজনও উপস্থিত ছিলেন না।

এ বিষয়ে কোচবিহারের সাংসদ জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া জানান, জেলা কমিটির মিটিং করে সভার সিদ্ধান্ত হয়েছে। সেই সিদ্ধান্ত ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপের সব গ্রুপে জানানো হয়েছে। তাঁর কটাক্ষ, 'কেউ যদি বলেন আমি জানি না, নিমন্ত্রণ পাইনি। তাহলে এটা জেনেও না জানার ভান করা। যে মানুষ জেগে ঘুমায়, তাঁকে জাগানো যায় না।' কে জেগে ঘুমিয়ে থাকবেন, তা জানার দরকার নেই বলে তাঁর মত।

তাঁর সংযোজন, '২০২৬ বিধানসভা ভোটের লক্ষ্যে দলের ট্রেন ছুটছে। নির্দিষ্ট স্টেশনে দাঁড়াবে, যাঁরা সেই ট্রেনে উঠতে পারবেন, তাঁরাই গন্তব্যে পৌঁছাবেন। কেউ যদি উঠতে না পারেন, তাঁর জন্য ট্রেন দাঁড়িয়ে থাকবে না।'

শীতলকুচি বিধানসভা থেকে এককালে পার্থ তৃণমূলের হয়ে ভোটে দাঁড়িয়েছিলেন। সেখানেই আগামী বিধানসভা ভোটের লক্ষ্যে এদিন কর্মীসভার আয়োজন করা হলেও পার্থর অনুপস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। পার্থপ্রতিম বললেন, 'কর্মীসভার বিষয়ে আমাকে কেউ জানায়নি। জেলা কোর কমিটিরও কোনও মেসেজ পাইনি। তাই এদিন কর্মীসভায় যাইনি।'

অন্যদিকে, দলের অন্দরে দ্বন্দ্ব নিয়ে জেলা কমিটির চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মন কড়া বার্তা দেন কর্মীদের। তাঁর কথায়, 'কান পাতলে শোনা যায়, মাথাভাঙ্গা এবং

> ২০২৬ বিধানসভা ভোটের লক্ষ্যে দলের ট্রেন ছুটছে। নির্দিষ্ট স্টেশনে দাঁড়াবেন, যাঁরা সেই ট্রেনে উঠতে পারবেন তাঁরাই গন্তব্যে পৌঁছাবেন। কেউ যদি উঠতে না পারেন, তাঁর জন্য ট্রেন দাঁড়িয়ে থাকবে না।
>
> **- জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া** *সাংসদ, কোচবিহার*

শীতলকুচির অনেক নেতা দলের জেলা সভাপতি বদলের তারিখ দিয়েছেন। এই জেলা সভাপতি বদলের গুজব ছড়ানো বন্ধ করে জেলার নয়টি বিধানসভায় যাতে তৃণমূল কংগ্রেস জয়ী হতে পারে, সেটার প্রচার করুন। দলের জেলা সভাপতিকে যাঁরা মানবেন না, তাঁরা তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী না।'

উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী উদয়ন গুহর গলায় অবশ্য নরম সুর। তিনি কর্মীদের দলের মাথাদের মেনে চলার নির্দেশ দেন। সভায় দলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক, মেখলিগঞ্জের বিধায়ক পরেশ অধিকারী, সিতাইয়ের বিধায়ক সংগীতা রায় বসুনিয়া প্রমুখ ছিলেন।

# পর্যটন, হেরিটেজ বিশবাঁও জলে

**অনেক আশা নিয়ে নতুন জনপ্রতিনিধিদের নির্বাচিত করেন ভোটাররা। কোচবিহার-২ ব্লকের মধুপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় পর্যটন, হেরিটেজ, সেতু, পানীয় জল, অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবা সহ বেশ কয়েকটি বিষয়ে এলাকাবাসীর দাবি পূরণ হয়নি। এলাকার বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান শিবানী রায়ের সঙ্গে কথা বললেন উত্তরবঙ্গ সংবাদের প্রতিনিধি জাকির হোসেন।**

## জনতার চার্জশিট

## মধুপুর গ্রাম পঞ্চায়েত

**শিবানী রায়**
প্রধান, মধুপুর গ্রাম পঞ্চায়েত

**জনতা : মধুপুরে একাধিক ঐতিহাসিক নিদর্শন ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। পর্যটন বাড়াতে কী কী উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে?**

প্রধান : তোর্ষা তীরবর্তী এই অঞ্চলে হেরিটেজ হরিপুর শিব মন্দির, শ্রীশ্রী শঙ্করদেবের বৈকুণ্ঠ প্রয়াণধামের মতো একাধিক দর্শনীয় স্থান রয়েছে। পর্যটকদের সুবিধার্থে শিব মন্দিরের শৌচাগার সংস্কার করা হয়েছে। মধুপুরধামে বিভিন্ন সময়ে সহযোগিতা করা হয়ে থাকে।

**জনতা : এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য তোর্ষায় সড়কসেতু নির্মাণ জরুরি। আর এই দাবিও দীর্ঘদিনের। কী বলবেন?**

প্রধান : দীর্ঘদিনের এই সমস্যার অবসান হওয়া খুবই প্রয়োজন। প্রশাসনিক আমলা, মন্ত্রী, সাংসদদের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীর কাছে আগেই দাবিপত্র পাঠানো হয়েছে। খুব শীঘ্রই হাঁসখাওয়া সড়কসেতু সংগ্রাম কমিটির সঙ্গে কথা বলে ফের দরবার করা হবে।

**জনতা : মধুপুরে সর্বত্র এখনও পরিস্রুত পানীয় জল পরিষেবা পৌঁছায়নি। কবে মিটবে জলসমস্যা?**

প্রধান : কিছু জায়গায় সমস্যা রয়েছে। নতুন করে দুটি জলাধার তৈরির কাজ চলছে। আশা করি কিছুদিনের মধ্যে এলাকায় পানীয় জলের সমস্যা থাকবে না।

**জনতা : সাংসদের দেওয়া অ্যাম্বুল্যান্স দীর্ঘদিন বেহাল। রোগীদের হাসপাতালে যেতে বাড়তি টাকা দিতে হচ্ছে। কবে অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবা চালু করবেন?**

প্রধান : যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে আপাতত অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবা বন্ধ রয়েছে। দ্রুত পরিষেবাটি চালুর ব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়া হবে।

**জনতা : মধুপুরের বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে নদীভাঙনের সমস্যা রয়েছে। ভাঙন রোধে বাঁধ নির্মাণ জরুরি। কী বলবেন?**

### একনজরে

আয়তন : ৪৩.৫৭২ বর্গকিমি
জনসংখ্যা : ২৭৪০৭ জন
(২০১১ জনগণনা অনুযায়ী)
পঞ্চায়েত সদস্য : ২৪ জন

প্রধান : গ্রাম পঞ্চায়েতের অর্থে বাঁধ নির্মাণ অসম্ভব। সবটাই সেচ দপ্তরের নজরে আনা হয়েছে। হাঁসখাওয়া ফেরিঘাটে প্রায় দুই কোটি টাকা ব্যয়ে বোল্ডারের পাড়বাঁধ নির্মাণ চলছে। আরও কিছু জায়গায় বাঁধের প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট দপ্তরে জানানো হয়েছে।

**জনতা : এলাকার একাধিক রাস্তা বেহাল। কবে পাকা রাস্তা পাবেন বাসিন্দারা?**

প্রধান : ইতিমধ্যে পথশ্রী প্রকল্পে অনেক রাস্তা পাকা হয়েছে। আরও কিছু প্রস্তাব উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর ও ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে তদ্বির করা হয়েছে।

**জনতা : গ্রামীণ কৃষি নির্ভরশীল এলাকায় ক্ষুদ্র সেচপ্রকল্প গড়ে ওঠেনি। প্রান্তিক চাষিরা কবে এই সুবিধা পাবেন?**

প্রধান : সৌর সেচপ্রকল্প তৈরির জন্য আমরা কয়েকজনের নাম সেচ দপ্তরের কাছে জমা দিয়েছি।

**জনতা : দীর্ঘদিন ধরে হাঁসখাওয়া পিকনিক স্পটটি পরিকাঠামোগত সমস্যায় ধুঁকছে। যার জেরে মুখ ফেরাচ্ছেন পর্যটকরা। কী বলবেন?**

প্রধান : ব্লক ও মহকুমা প্রশাসনের সহযোগিতায় গতবছর পিকনিক স্পটটি সাজানোর কাজ শুরু হয়েছিল। কিছু মানুষের আপত্তিতে কাজ থমকে গিয়েছিল। সকলের সঙ্গে কথা বলে নতুন করে সাজিয়ে তোলার উদ্যোগ নেব।

**জনতা : পথশ্রী প্রকল্পের কিছু কাজ থমকে রয়েছে। কবে কাজ শেষ হবে?**

প্রধান : এব্যাপারে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সঙ্গে কথা বলছি। তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করার আবেদন জানানো হয়েছে।

## প্রস্তুতি মিছিল

**চ্যাংরাবান্ধা, ১৯ জানুয়ারি :** ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনকে নজরে রেখে প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। আগামী ৩০ জানুয়ারি মেখলিগঞ্জ বিধানসভায় জনসভা করা হবে। সেজন্য রবিবার বিকেলে চ্যাংরাবান্ধায় প্রায় তিন শতাধিক কর্মী-সমর্থক নিয়ে প্রস্তুতি মিছিল করা হয়। কোচবিহার জেলা তৃণমূলের সহ সভাপতি লক্ষ্মীকান্ত সরকার বলেন, 'শুধু মুখে বলে নয়, কাজের মাধ্যমেই আমাদের সরকার ক্রমাগত উন্নয়ন করে চলেছে।'

## কলসযাত্রা

**পারডুবি, ১৯ জানুয়ারি :** রবিবার মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের পারডুবিতে ১১০তম বার্ষিক মহানামযজ্ঞ উপলক্ষ্যে কলসযাত্রা অনুষ্ঠিত হল। পারডুবি বাজার ব্যবসায়ী সমিতি ও হরি মন্দির কমিটির যৌথ উদ্যোগে ২৪ প্রহরের মহানামযজ্ঞ ও অষ্টকালীন লীলা সংকীর্তন সোমবার শুরু হবে। উদ্যোক্তা সুব্রত কর, বাবলু বর্মন জানান, কলসযাত্রার সূচনা হল। মঙ্গলবার পর্যন্ত কীর্তন চলবে। বুধবার অষ্টকালীন লীলাকীর্তন ও বৃহস্পতিবার ভোগের প্রসাদ বিলি হবে।

## প্রশিক্ষণ

**পারডুবি, ১৯ জানুয়ারি :** মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের হিন্দুস্তান মোড়ের এসএসবি'র ৩৪ নম্বর ব্যাটালিয়নের সদর দপ্তরের উদ্যোগে রবিবার কালীখোলায় নাগরিক কল্যাণ কর্মসূচিতে মৌমাছি পালনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন বাহিনীর কমান্ডান্ট মনোজকুমার চান্দ, সহকারী কমান্ডান্ট মণীশ কুমার, সহকারী সাব-ইনস্পেকটর প্রবেন্দ্র সিং নেগি প্রমুখ। মনোজকুমার চান্দের কথায়, 'নাগরিক কল্যাণে এই উদ্যোগ।' শিবিরে স্থানীয় ৩০ জন অংশ নেন।

## পড়তে হবে

১৯ জানুয়ারি, ১০ নম্বর পৃষ্ঠায় 'জনতার চার্জশিট'-এ অন্দরান ফুলবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের পঞ্চায়েত সদস্য সংখ্যা ২১-এর পরিবর্তে ১২ পড়তে হবে।

# বাজেয়াপ্ত ৪৬ কেজি গাঁজা, ধৃত ২

বিধান সিংহ রায়

**পুণ্ডিবাড়ি, ১৯ জানুয়ারি :** গাঁজা পাচারের ঘটনা নতুন কোনও বিষয় নয়। তবে বর্তমানে পাচারকারীরা সড়কপথের চেয়ে রেলপথকে বেশি প্রাধান্য দিচ্ছে। যেমন শনিবার রাতে গোপন সূত্রে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে পুণ্ডিবাড়ি থানার পুলিশ অভিযান চালিয়ে নিউ কোচবিহার রেলস্টেশনের কাছে একটি ছোট চার চাকার গাড়ি আটক করে। তল্লাশি চালিয়ে ২২টি প্যাকেট থেকে প্রায় ৪৬ কেজি গাঁজা বাজেয়াপ্ত করা হয়। সেই ঘটনায় দুই তরুণকে গ্রেপ্তারের পাশাপাশি গাড়িটিকেও বাজেয়াপ্ত করা হয়। ধৃতরা হল পার্থ বর্মন ও বাপ্পা বর্মন।

ধৃতদের বাড়ি তুফানগঞ্জ থানার মারুগঞ্জ এলাকায়। পুলিশ তাদের রবিবার আদালতে পাঠায়। বিচারক তাদের পাঁচদিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। এবিষয়ে জেলা পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য ও অতিরিক্ত পুলিশ

*নিউ কোচবিহারে উদ্ধার হওয়া গাঁজা সহ ধৃতদের সঙ্গে পুলিশ। -সংবাদচিত্র*

সুপার কৃষ্ণগোপাল মিনার সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য বারবার চেষ্টা করা হলেও তাঁরা ফোন না ধরায় তাঁদের বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

এদিন পুলিশ গাড়িটি আটক করার পর খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান পুলিশের সার্কেল ইনস্পেকটর রিয়াদ সুব্বা, কোচবিহার-২ ব্লকের বিডিও বিশ্বজিৎ মণ্ডল প্রমুখ। বিডিওর সামনে ওই গাঁজা বাজেয়াপ্ত করা হয়। নিউ কোচবিহার রেলস্টেশনের মাধ্যমে পাচারের উদ্দেশ্যে সেগুলি নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল বলে খবর।

এত নিরাপত্তা থাকা সত্ত্বেও ট্রেনে করে বারবার গাঁজা পাচারের চেষ্টায় রেল পুলিশের ভূমিকা নিয়ে বড়সড়ো প্রশ্ন উঠছে। যদিও নিউ কোচবিহার জিআরপি থানার আইসি চৈতন্য মণ্ডলের বক্তব্য, 'রেলস্টেশনের বাইরে যেমন জেলা পুলিশ সজাগ রয়েছে তেমনি স্টেশনের ভেতরে আমরা সবসময় সজাগ রয়েছি। গাঁজা ও কোনওরকম মাদকদ্রব্য পেলেই তা বাজেয়াপ্ত করা হচ্ছে। তারপর পাচারকারীদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট আইনের ধারায় মামলা দায়ের করা হচ্ছে। তবে নতুন কিছু ঘটে থাকলে সে বিষয়ে খতিয়ে দেখে আইনি পদক্ষেপ করা হবে।'

এই গাঁজা পাচার এখন শুধু এরাজ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। রাজ্যের সীমানা ছাড়িয়ে ভিনরাজ্য এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও পাচারচক্রের জাল বিছিয়েছে কারবারিরা। কয়েকদিন আগেই পুণ্ডিবাড়ি থানার পুলিশ নিউ কোচবিহার রেলস্টেশন সংলগ্ন বাইশগুড়ি এলাকায় একটি টোটো আটক করে কয়েক প্যাকেট গাঁজা বাজেয়াপ্ত করে। পাশাপাশি উত্তরপ্রদেশের দুই ব্যক্তি সহ মোট পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। সেই গাঁজা ওইদিন নমুনা হিসেবে নিউ কোচবিহার রেলস্টেশনের উদ্দেশে নিয়ে যাচ্ছিল পাচারকারীরা। পরবর্তীতে প্রচুর পরিমাণে গাঁজা ভিনরাজ্যে পাচারের পরিকল্পনা ছিল পাচারকারীদের। কিন্তু পুলিশ সেই পরিকল্পনা ভেস্তে দেয়।

## জোরদার নিরাপত্তা

**কোচবিহার, ১৯ জানুয়ারি :** প্রজাতন্ত্র দিবসের আগে জেলার নিরাপত্তা ব্যবস্থা পুলিশ আরও আঁটোসাঁটো করছে। ইতিমধ্যে শহরের আনাচকানাচে তল্লাশি শুরু হয়ে গিয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, যে কোনও ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে কোচবিহার জেলা পুলিশ তৈরি। জেলা পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য বলেন, 'প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষ্যে জেলাজুড়ে তল্লাশি চালানো হচ্ছে। কড়া নিরাপত্তার চাদরে সব জায়গা মুড়ে ফেলা হয়েছে। দুষ্কৃতী কার্যকলাপ রোধে রবিবার থেকে সব অফিসারদের নামানো হয়েছে। সীমান্তেও স্পেশাল চেকিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে।'

পুলিশ সূত্রে খবর, জেলার সমস্ত স্টেশন, বাসস্ট্যান্ড সহ বিভিন্ন জনবহুল এলাকাগুলির পাশাপাশি শহরে ঢোকার মুখে বিভিন্ন রাস্তায় যানবাহনগুলিতে এদিন তল্লাশি চালানো হয়। এছাড়া শহরের গুঞ্জবাড়ি মোড়, হরিশপাল মোড় ছাড়াও শহরতলির ঘুঘুমারি, খাগড়াবাড়ি মোড়ে গাড়ি থামিয়ে তল্লাশি চালানো হয়েছে।


## কর্মখালি

Required Assistant Beautician & Housekeeping Staff Siliguri Salon 9832036768. (C/114362)

•

All Rounder & Tandoor Cook Required for Hotel. (M) 9434301993. (C/114516)

•

Require Manager with Tally Experience. Contact : 9679495146. (C/114361)

•

Wanted Security Guard. Call : T G Guards Pvt. Ltd. 9907716099/ 9382982327. (C/114361)

•

ডাইরেক্ট কোম্পানির জন্য 10 জন গার্ড চাই। বেতন 12,000+ (PF, ESI) থাকা ফ্রি, খাওয়া মেস। 9091512583. (C/114365)

•

ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ির জন্য 30 জন সিকিউরিটি গার্ড ও সুপারভাইজার চাই। ডাইরেক্ট জয়েন। PF, ESI+ বেতন 12,000/-। M : 75840 60990. (C/114365)

•

স্টার হোটেলে অনূর্ধ্ব 30 ছেলেরা নিশ্চিত কেরিয়ার তৈরি করুন। আয় 10-18000/-। থাকা, খাওয়া ফ্রি। 9434495134. (C/114363)

•

শিলিগুড়ি (পেট্রোল পাম্প), কোচবিহার, উঃ দিনাজপুর বিভিন্ন কোম্পানিতে ডাইরেক্ট সিকিউরিটি গার্ড লাগবে। থাকা ফ্রি, খাওয়া মেস। বেতন আলোচনাসাপেক্ষ। M : 9933119446. (C/114511)

## বিক্রয় বাস্তু জমি বিক্রয়

কোচবিহার শহরের অমরতলা বিবেকানন্দ ক্লাবের পূর্বদিকের প্রথম গলির পাশে ছয় (৬) কাঠা খালি বাস্তুজমি বিক্রি হবে। ৯৮৫৯৫২৯২২৯ নম্বরে যোগাযোগ করুন। (C/114510)

## অ্যাফিডেভিট

আমি Debeswari Adhikary, স্বামী অবিনাশ অধিকারী, উত্তর ডাঙ্গাপাড়া, উল্লাডাবরী, ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি, গত 16.1.25 তারিখে জলপাইগুড়ি এগজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের অ্যাফিডেভিট বলে Debeswari Adhikary, Debeswary Adhikary এবং Tapashi Adhikary একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইলাম। (S/C)

•

ড্রাইভিং লাইসেন্স নং WB7320000294777-এ আমার Date of birth (10/10/1974) এবং বাবার নাম ভুল থাকায় 17/01/2025-এ শিলিগুড়ি LD. EM কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে 18/12/1974 এবং বাবার নাম অজিত কুমার রায় করা হল। (C/113391)

# অভাবেও সরস্বতী তৈরিতে পড়েনি ছেদ

নাদিরা আহমেদ

**দিনহাটা, ১৯ জানুয়ারি :** সার দিয়ে রোদে শুকোচ্ছে বাগদেবীর মূর্তি। খড় জড়ানো কাঠামোয় তড়িঘড়ি মাটির প্রলেপ পড়েছে মাত্র। এখনও রং চড়েনি। সম্পূর্ণ হওয়ার ঢের দেরি। বহু কাজ বাকি। প্রতিমার গায়ে পড়বে রঙের প্রলেপ, চড়বে পোশাক, নানা আকার-আয়তনের বাহারি গয়নাও পরানো হবে। তারপরই দেবীর মূর্তি বাজারের পথে রওনা দেবে বিক্রির জন্য।

সরস্বতীপুজোর আর মাত্র কয়েক দিন বাকি। এজন্য কোচবিহারের দিনহাটা-১ ব্লকের মৃৎশিল্পীরা চরম ব্যস্ত। শুধু দিনহাটা-১ ব্লকই নয়, ব্যস্ততা তুঙ্গে জেলা মৃৎশিল্পী মহলে। দৈনিক ১২-১৪ ঘণ্টা কাজ করেও পরিস্থিতি সামাল দিতে পারছেন না শিল্পীরা। পাশাপাশি চাহিদা রয়েছে দেবী সন্তোষী, শিব ঠাকুরের মূর্তিরও।

ব্লকের অন্নপূর্ণা শিল্পালয়ের মালিক তথা কারিগর গোপাল পাল ও পাপাই পাল জানান, এখন সরস্বতী ঠাকুর বানানোর প্রচণ্ড চাপ। এই মাশানের পাট অঞ্চলে যত বাড়িতে সরস্বতীপুজো হয় সবাই তাঁদের কাছ থেকেই মূর্তি কেনেন। দুশো টাকা থেকে দাম শুরু। সর্বোচ্চ দেড় হাজার টাকা। গিতালদহের মৃৎশিল্পী সুধীর পাল বলেন, 'দেবদেবীর মূর্তি তৈরি বংশগত পেশা। গোটা গিতালদহ, ওকরাবাড়িতে যত সরস্বতীপুজো হয় প্রায় সবাই আমার কাছ থেকেই প্রতিমা কেনেন। তাই গোটা জানুয়ারিজুড়ে সরস্বতী ঠাকুর বানানোর চাপ থাকে। স্ত্রী, মেয়ে সবাই মিলে মূর্তি বানাচ্ছি।'

একই দৃশ্য দেখা গেল দিনহাটা গোসানি রোডের আদি নটরাজ শিল্পালয় ও লোকনাথ মৃৎ শিল্পালয়ে। বিশেষ করে দিনহাটা শীতলাবাড়ি

*দিনহাটার শীতলাবাড়ি রোডে মহিলা মৃৎশিল্পী রীতা পালের তৈরি প্রতিমা।*

রোডে বছরভর বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি তৈরি হয়। এসময় হাতে একেবারেই সময় পান না বছর চল্লিশের মৃৎশিল্পী রীতা পাল। গত ২০ বছর ধরে তিনি একাজ করছেন। তাঁর কথায়, 'আমি দেবীমূর্তি তৈরি করি। কিন্তু কুমোর হিসাবে কোনও সম্মান নেই। নিতান্তই প্রতিমা তৈরির শ্রমিক। বিদ্যার দেবীকে আমরাই চক্ষুদান করি, শাড়ি-গয়নায় সাজাই। আমার হাতে বানানো সরস্বতী হয়ে ওঠেন শতশত পড়ুয়ার বিদ্যার দেবী। অথচ মূর্তি বিক্রির সময় হাজারো দরদাম করতে হয়।' এসব শিল্পীরা কেউই আর্থিকভাবে সচ্ছল নন। শীতলাবাড়ির মৃৎশিল্পী গোপাল পাল। নিতান্তই গরির কারিগর। তিনিও ব্যস্ত দেবীর বীণা তৈরিতে। তাঁর আক্ষেপ, 'আমাদের বানানো দেবীকে সবাই প্রণাম করে ঘরে তোলেন। আমরা নিতান্তই শ্রমিক। তাই কেউ আমাদের কথা ভাবেন না।' এ বছর কেমন ব্যবসা হতে পারে সে নিয়ে এখন ভাবার সময় নেই বলে জানাচ্ছেন ব্যস্ত শিল্পীরা।

ধীরে ধীরে বেজে উঠছে সরস্বতীর আগমনীর সুর। প্রকৃতিতে তার ছোঁয়াও লাগছে। ক্রমেই তৎপরতা বাড়ছে মৃৎশিল্পীদের। তাঁদের তৈরি প্রতিমা পৌঁছে যাবে স্কুল, কলেজ সহ বাড়ি-বাড়ি। মৃন্ময়ী মূর্তি রক্তমাংসের হাতের ছোঁয়ায় জীবন্ত দেবীর বিশ্বাসে পূজিত হবেন। এখনও বহু মূর্তির চোখ আঁকা বাকি। কিন্তু তাঁদের 'চোখ আঁকবে' কে? উত্তরটা অজানাই রয়ে গেল।


JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA
BALURGHAT, DAKSHIN DINAJPUR NOTICE FOR AUCTION

An auction of old and unusable materials such as bedding items, utensils, computer parts, machineries, furniture items, lab equipments etc. will be held on 29th January, 2025 in Jawahar Navodaya Vidyalaya, Dakshin Dinajpur as per schedule below:

11:00 A.M Inspection of materials for auction.
12.30 P.M Submission of bid of materials in a sealed envelope addressed to Principal, JNV Dakshin Dinajpur.

Interested person may contact to office of JNV Balurghat for further information.

Principal


সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সত্যতা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

সজাগ।। ধূপগুড়িতে ছবিটি তুলেছেন দেবাঞ্জন রায়।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

# ট্রাকে পিষ্ট বাবা-ছেলে

## বাজার সেরে ফেরার পথে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা

তাপস মালাকার

**নিশিগঞ্জ, ১৯ জানুয়ারি :** বাজার করে বাড়ি ফেরার পথে বালিবোঝাই ট্রাকে পিষ্ট হয়ে মারা গেলেন বাবা ও ছেলে। রবিবার সকালে ঘটনাটি ঘটে কোচবিহারের কোতোয়ালি থানার ফলিমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের দেওয়ানবস গ্রামে। দেওয়ানবস-নিশিগঞ্জ গ্রামীণ সড়কে বাইকে বাড়ি ফেরার পথে বাবা মদন মণ্ডল (৫০) ও ছেলে মৃদুল মণ্ডল (২৬)-কে সম্পূর্ণ থেঁতলে দিয়ে যায় ট্রাকটি। তখনও বাইকে বাঁধা অবস্থায় ঝুলছিল মাছ, মাংস ভর্তি বাজারের ব্যাগ। মৃদুলের হেলমেটটি চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে রাস্তায় গড়াগড়ি খাচ্ছিল। মদনের মাথায় কোনও হেলমেট ছিল না।

স্থানীয় সূত্রে খবর, বন দপ্তরের শীতলকুচি রেঞ্জে 'অরণ্যবন্ধু' ছিলেন মদন। এদিন সকালে চান্দামারিতে কেনাকাটা করে বাইকে নিশিগঞ্জের সিটকিবাড়ি গ্রামের বাড়িতে ফিরছিলেন তাঁরা। কিছুদিন আগে মদনের বাবা মারা যান। শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে না আসতে পারা কয়েকজন নিকটাত্মীয় ও সহকর্মীকে এদিন বাড়িতে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল। বেহাল রাস্তায় ট্রাকটি বাইকের দিকে চেপে যাওয়ায় দুর্ঘটনাটি ঘটে বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান। দুর্ঘটনার পরই ট্রাক ফেলে চালক ও খালাসি পালিয়ে যায়।

স্থানীয় বাসিন্দা দ্বিজেন্দ্রচন্দ্র দাস বলেন, 'প্রচণ্ড শব্দে রাস্তায় গিয়ে দেখি ট্রাকে পিষ্ট হয়ে বাইকচালক ও আরোহী ঘটনাস্থলেই মারা যান।' খবর পেয়ে চিলকিরহাট ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে। কোচবিহার কোতোয়ালি থানার আইসি তপন পাল ঘটনাস্থলে এসে দেহ দুটি উদ্ধার করে কোচবিহারে ময়নাতদন্তে পাঠান। নিশিগঞ্জ দমকল ঘটনাস্থলে এসে রাস্তা পরিষ্কার করার পর ওই পথে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

মৃতদের নিকটাত্মীয় গণেশ সরকার বলেন, 'মদন বনেবাদাড়ে কাজ করে সকালে বাড়ি ফিরছিলেন। বাড়িতে একটা ছোট অনুষ্ঠান ছিল। সেজন্য ছেলে মৃদুলকে নিয়ে বাইকে বাজারে গিয়েছিলেন। ফেরার পথে সব শেষ হয়ে গেল।' এই দুর্ঘটনার জন্য স্থানীয়রা বেহাল রাস্তা ও সকালের দিকে বেপরোয়া বালির ট্রাকের যাতায়াতকে দায়ী করেন। তাঁদের অভিযোগ, ফুটপাথ আগাছায় ঢেকে গিয়েছে। তাই গ্রামীণ রাস্তায় এমন দুর্ঘটনা ঘটল। আরেক আত্মীয় দেবব্রত সরকার জানান, মদন স্বল্প বেতনে কাজ করতেন। ছোট ছেলে ভিনরাজ্যে শ্রমিকের কাজ করেন। কয়েক বছর হল সিটকিবাড়িতে বাড়ি তৈরি করেছিলেন।

পুলিশ ট্রাকটিকে বাজেয়াপ্ত করেছে। তার বৈধ নথিপত্র ছিল কি না পুলিশ তা খতিয়ে দেখছে। এ প্রসঙ্গে কোচবিহারের পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য বলেন, 'বাইকটি ট্রাকের ধাক্কায় ভারসাম্য হারায়। বাইক সহ তাঁরা পড়ে গেলে ট্রাকের পিছনের চাকায় পিষ্ট হন বাবা ও ছেলে। চালক-খালাসির খোঁজ চলছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।'

দেওয়ানবস-নিশিগঞ্জ গ্রামীণ সড়কে দুর্ঘটনার পর জমেছে ভিড়। রবিবার।

নয়নেশ্বরী প্রাইমারি স্কুলের মাঠে নিম গাছ রোপণ।

# ভেষজ গ্রাম হবে নয়নেশ্বরী

গৌতম দাস

**তুফানগঞ্জ, ১৯ জানুয়ারি :** তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের নয়নেশ্বরী প্রাইমারি স্কুলের মাঠে কোচবিহার চাইল্ড কেয়ার-এর তরফে বাৎসরিক অনুষ্ঠান হল রবিবার। অনুষ্ঠানে নয়নেশ্বরী গ্রামকে ভেষজ গ্রাম বানানোর সূচনাও হয়।

নাটাবাড়ি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সিনিয়ার আয়ুর্বেদিক মেডিকেল অফিসার ডাঃ বাসবকান্তি দিন্ডা এদিন সংশ্লিষ্ট নয়নেশ্বরী গ্রামকে ভেষজ গ্রাম বানানোর পরিকল্পনার কথা জানান। মহকুমা শাসক ও বাসবকান্তি নিম গাছ রোপণের মাধ্যমে ভেষজ গ্রাম রূপায়নের সূচনা করেন। ১০০টি নিম গাছের চারা শিশুদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। শিশুদের সামনে তুলসী ও নিম গাছের ভেষজ গুণাগুণ নিয়ে আলোচনা করেন ডাক্তারবাবু।

সংগঠনটি ১৯৯৫ সাল থেকে অন্দরান ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের ওই মাঠে গ্রামীণ এলাকার শিশুদের সম্পূর্ণ বিনামূল্যে সপ্তাহে একদিন আঁকা, গান, নাচ সহ সুস্থ সমাজ গঠনের প্রশিক্ষণ দিয়ে আসছে। এই কাজে গ্রামবাসীরাও সহযোগিতা করে থাকেন। তুলসী গাছে জলদানের মাধ্যমে এদিন অনুষ্ঠানের সূচনা করেন তুফানগঞ্জ মহকুমা শাসক বাপ্পা গোস্বামী। এদিনের অনুষ্ঠানে ৫৫ জন খুদে বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক ইভেন্টে অংশগ্রহণ করে। অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে 'কোচবিহার আইকন অ্যাওয়ার্ড' দেওয়া হয়। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সুমন দাস বলেন, 'আমরা বিনামূল্যে শিশুদের সাপ্তাহিক নাচ, গান, অঙ্কন শিখিয়ে থাকি। এছাড়াও রক্তদান শিবির, চোখ পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয় বিভিন্ন সময়ে। শিশু সুরক্ষা, শিশুশ্রম, বাল্যবিবাহ ও মানব পাচার নিয়েও শিশুদের সচেতন করা হয়।'

# মাটির রাস্তায় দুর্ভোগ ৭২ নিজতরফে

শুভ্রজিৎ বিশ্বাস

**মেখলিগঞ্জ, ১৯ জানুয়ারি :** মেখলিগঞ্জ ব্লকের নিজতরফ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ৭২ নিজতরফ গ্রামে ঢোকার রাস্তা পাকা করার দাবি তুললেন এলাকাবাসী। তাঁদের অভিযোগ, গ্রামে ঢোকার একমাত্র রাস্তাটি মাটির থাকায় যাতায়াতে সমস্যায় পড়েছেন তাঁরা। বর্ষাকালে দুর্ভোগ চরমে ওঠে। এ বিষয়ে বিগত সময়ে পঞ্চায়েত প্রধানকে জানানো হলেও কোনও লাভ হয়নি।

নানা প্রয়োজনে এলাকাবাসীর ভরসা ওই রাস্তা। বৃষ্টি হলে জলকাদা মাড়িয়ে কাজে যেতে হয়। অন্যদিকে, রোগীদের হাসপাতালে নিতেও চরম সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। মেখলিগঞ্জ শহরের নানা স্কুলে পাঠরত ছাত্রছাত্রীদেরও পোহাতে হয় দুর্ভোগ। তাই বর্ষার আগেই সেই রাস্তা পাকা করার দাবি উঠেছে। এলাকার বাসিন্দা লক্ষ্মণ রায় বলেন, 'মেখলিগঞ্জ শহরে ব্যবসা করতে যাই ওই রাস্তা দিয়ে। রাস্তাটি পাকা করার উদ্যোগ আজ পর্যন্ত নেওয়া হল না। বর্ষায় রোগীকে মেখলিগঞ্জ হাসপাতালে নিয়ে যেতে যে কী হয়রান হতে হয় তা শুধু এলাকাবাসীই জানেন। এলাকার ছাত্রছাত্রীরাও পড়াশোনার জন্য মেখলিগঞ্জ শহরের ওপর নির্ভরশীল। এই পথ দিয়ে যাতায়াত করতে তাদেরও ভীষণ সমস্যা হয়। আমরা চাই বর্ষার আগেই রাস্তাটি পাকা করা হোক।' একই দাবি আরেক বাসিন্দা অবিরাম সরকারেরও।

মেখলিগঞ্জ ব্লকের নিজতরফ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার প্রধান

> সমস্যাটি সম্পর্কে আমরা অবগত থাকলেও বড় প্রতিবন্ধকতা ছিল অর্থ। যদিও ইতিমধ্যেই ওই কাজের টেন্ডার হয়ে গিয়েছে। আশা করছি শীঘ্রই কাজ শুরু করা যাবে। চলতি বর্ষায় এলাকাবাসীর আর সমস্যা হবে না।
>
> **গীতা অধিকারী,** *প্রধান*

গীতা অধিকারীর কথায়, 'সমস্যাটি সম্পর্কে আমরা অবগত থাকলেও বড় প্রতিবন্ধকতা ছিল অর্থ। যদিও ইতিমধ্যেই ওই কাজের টেন্ডার হয়ে গিয়েছে। আশা করছি শীঘ্রই কাজ শুরু করা যাবে। চলতি বর্ষায় এলাকাবাসীর আর সমস্যা হবে না।'

# নানা সমস্যায় ধুঁকছে একাধিক এমএসকে

মেখলিগঞ্জের বড়কামাত সুকান্ত মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্র।

শতাব্দী সাহা

**চ্যাংরাবান্ধা, ১৯ জানুয়ারি :** নামেই মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্র (এমএসকে)। এদিকে, প্রাথমিক স্কুলের ন্যূনতম সুযোগসুবিধাও জোটে না। একদিকে যখন স্কুলছুটদের সংখ্যা কমাতে এবং পড়ুয়াদের স্কুলমুখী করতে শিক্ষা দপ্তর নানা উদ্যোগ নিয়ে চলেছে, তখন বরাবরের দুয়োরানি হয়েই টিমটিম করে শিক্ষার বাতিটুকু জ্বালিয়ে রেখেছে এই এমএসকেগুলি। মেখলিগঞ্জ ব্লকের আটটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মধ্যে মোট ছয়টিতে ছয়টি এমএসকে রয়েছে। নানা সমস্যায় ধুঁকছে সেগুলি।

দীর্ঘদিন থেকেই সম্প্রসারক (এমএসকে শিক্ষক) নিয়োগ বন্ধ। তার ওপর প্রতিবছর অবসরগ্রহণ অব্যাহত। নানা অসুবিধার মধ্যে কাজ করতে করতে ক্ষোভ জমছে কর্মরত সম্প্রসারকদের মনেও। সম্প্রসারকের অভাব, ইংরেজিমাধ্যম স্কুলের দাপট, উচ্চবিদ্যালয়গুলিতে যাওয়ার প্রবণতা, এসব নানা কারণে দিন-দিন এমএসকেতে পড়ুয়া সংখ্যা কমছে। যদিও একটা সময় এসব কেন্দ্রে পড়ার জন্য বেশ ভিড় হত। বর্তমানে মেখলিগঞ্জ ব্লকের ছয়টি এমএসকেতে সাকুল্যে ১৯ জন সম্প্রসারক রয়েছেন। পড়ুয়ার সংখ্যা প্রায় ২৫০।

উছলপুকুরি মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্রের সম্প্রসারক মনোরঞ্জন রায় বলেন, 'আমাদের শিক্ষাকেন্দ্রে নানা সমস্যা। তা সত্ত্বেও আমরা কাজ করে চলেছি। শৌচাগারের অবস্থা তো বলার মতো নয়। সরকারি বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষকরা তো বিভিন্নরকম সুযোগসুবিধা পেয়ে থাকেন। এদিকে, ডিএলএড করার পরেও আমাদের ভাগ্যে কোনও সুযোগসুবিধাই জোটেনি। এমনকি সরকার থেকে আমাদের ডিএলএড কোর্সের টাকা দেওয়া হবে বলা হয়েছিল। সেব্যাপারেও তো কিছু হল না।'

জানুয়ারি মাসে রাজ্যজুড়ে ঢাকঢোল পিটিয়ে বিভিন্ন স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হয়। এক্ষেত্রেও ব্রাত্য এমএসকেগুলি। বড়কামাত সুকান্ত মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্রের ছাত্রী বর্ষা রায়ের মন্তব্য, 'দাদা হাইস্কুলে পড়ে। দাদার স্কুলে প্রত্যেকবার খেলা হয়। আমি কোনওদিনও স্কুলের খেলায় অংশ নিতে পারিনি। আমাদের স্কুলে তো খেলাই হয় না।'

ছাত্রছাত্রীদের ক্ষোভের কথা ভালোমতোই বুঝতে পারেন সম্প্রসারকরা। ওই শিক্ষাকেন্দ্রের সম্প্রসারক মনোরঞ্জন বর্মন বললেন, 'পাশের অন্যান্য স্কুলের খেলার সময় ওরাও ভিড় করে। আমাদের এমএসকেগুলোকে নিয়ে ১০ বছরেরও বেশি আগে ব্লকভিত্তিক একসঙ্গে খেলা হত। কিন্তু এখন সেসব অতীত। মিড-ডে মিল থেকে শুরু করে পড়াশোনা, সমস্ত দিকেই খেয়াল রাখি আমরা। কিন্তু আমাদের খেয়াল কেউ রাখে না।'

সপ্রসারকের অভাব নিয়ে ভোটবাড়ি এমএসকের সম্প্রসারক শিশিরকুমার বিশ্বাসের বক্তব্য, 'বহু বছর হল এমএসকেগুলিতে শিক্ষক নিয়োগ নেই। কিন্তু প্রত্যেক বছরই কেউ না কেউ অবসর নিচ্ছেন। দিন-দিন পড়ুয়া সংখ্যাও কমছে। আপার প্রাইমারির সমান পরিশ্রম করেও যে সাম্মানিক আমরা পাই, সেটা আর বলার নয়।'

এ বিষয়ে মেখলিগঞ্জ ব্লকের এসইও (ভারপ্রাপ্ত) বিমল মাহালি বলেন, 'কম পড়ুয়া, কম সম্প্রসারক

> আমাদের শিক্ষাকেন্দ্রে নানা সমস্যা। তা সত্ত্বেও আমরা কাজ করে চলেছি। সরকারি বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষকরা তো বিভিন্নরকম সুযোগসুবিধা পেয়ে থাকেন। এদিকে, ডিএলএড করার পরেও আমাদের ভাগ্যে কোনও সুযোগসুবিধাই জোটেনি। এমনকি সরকার থেকে আমাদের ডিএলএড কোর্সের টাকা দেওয়া হবে বলা হয়েছিল। সেব্যাপারেও তো কিছু হল না।
>
> **মনোরঞ্জন রায়,** *সম্প্রসারক, উছলপুকুরি এমএসকে*

থাকার সমস্যা দূর করতে দুটো মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্রকে একত্রে আনা যেতে পারে। অথবা যেখানে বেশি শিক্ষক রয়েছেন সেখান থেকে নিয়ে কম শিক্ষক যেখানে রয়েছেন সেই জায়গায় বদলি করা যেতে পারে। এই সকল পরিকল্পনা রয়েছে আমাদের।' তবে বার্ষিক ক্রীড়া নিয়ে তাঁর বক্তব্য, বিষয়টি তিনি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে তুলে ধরবেন।

# তরুণের মৃত্যুতে আটক এক

**দিনহাটা, ১৯ জানুয়ারি :** কোচবিহারের ছিটমহলে বৃহস্পতিবার উদ্ধার হয়েছিল উত্তর দিনাজপুরের চান্দপুরের এক তরুণের ক্ষতবিক্ষত দেহ। তদন্তে নেমে রবিবার সুশীলাপুর থেকে একজনকে আটক করেছে দিনহাটা মহকুমার সাহেবগঞ্জ থানার পুলিশ। মৃত তরুণের নাম প্রিয় দাস (২৫)। ১৫ জানুয়ারি দুপুর থেকে প্রিয় নিখোঁজ ছিলেন বলে জানালেন মৃতের বাবা তরণী দাস। মৃতের ভাই চঞ্চল দাস বলেন, '১৬ তারিখ একজন দাদার মোবাইল থেকে ফোন করে জানান একটি মোবাইল সেতুর নীচ থেকে পাওয়া গিয়েছে। সঙ্গে রয়েছে মানিব্যাগ, এটিএম কার্ড। দাদার কোনও খোঁজ পাইনি। সেদিনই সন্ধ্যায় খবর পাই, একটি পুকুরে দাদার দেহ মিলেছে। ১৭ তারিখ দিনহাটায় গিয়ে দেহ ফিরিয়ে আনি।'

টাকাপয়সা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে ঝামেলা ছিল বলে জানা গিয়েছে। তদন্তে নেমেছে সাহেবগঞ্জ থানার পুলিশ। দিনহাটার এসডিপিও ধীমান মিত্র রবিবার দুপুরে বলেন, 'তদন্ত প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই অনেকটা গুটিয়ে এনেছি আমরা। সাহেবগঞ্জ থানার একটি বিশেষ টিম শনিবার ডালখোলা থানা এলাকায় পৌঁছে এক তরুণকে আটক করেছে।' তদন্তের স্বার্থে এখনই তরুণের পরিচয় বলতে চাইছে না পুলিশ। পাশাপাশি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে একটি চারচাকার গাড়িও।

# পুলিশি অভিযান

**গোপালপুর, ১৯ জানুয়ারি :** রবিবার মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের হাজরাহাট-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের পূর্ব বালাসি ও ছাট পখিহাগায় পপিখেত নষ্ট করতে অভিযান চালাল মাথাভাঙ্গা থানার পুলিশ। ওই থানা সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকাল থেকে পূর্ব বালাসি ও ছাট পখিহাগায় বিশেষ সূত্রে প্রাপ্ত খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে মোট সাত বিঘা জমির পপিখেত নষ্ট করা হয়েছে। ভবিষ্যতেও এমন অভিযান চলবে।

# বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণে বরাদ্দ ১৭ লক্ষ টাকা

**হলদিবাড়ি, ১৯ জানুয়ারি :** হলদিবাড়ি পুরসভায় বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ প্রকল্প রূপায়ণে রাজ্য পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তর উদ্যোগী হল। ফিরিঙ্গিপাড়ায় যেখানে পুরসভার আবর্জনা ফেলা হয় সেখানেই এই প্রকল্প তৈরি করা হবে। প্রথম পর্যায়ের কাজের জন্য প্রায় সাড়ে ১৭ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে।

মাত্র ১১টি ওয়ার্ডের হলদিবাড়ি পুরসভায় বাড়ি বাড়ি আবর্জনা সংগ্রহের কাজ গত এক বছর ধরে শুরু হয়েছে। ফিরিঙ্গিপাড়ায় ফেলা আবর্জনা থেকে সেখানেই সার তৈরি করা হবে। তার জন্য ফিরিঙ্গিপাড়ার ডাম্পিং গ্রাউন্ডের কিছু জায়গা সাফসুতরো করার জন্য প্রথম ধাপে এই সাড়ে ১৭ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। এখানেই প্রস্তাবিত সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের অধীনে সার উৎপাদনকারী ইউনিট তৈরি হবে।

হলদিবাড়ি শহর কৃষিপ্রধান এলাকা। তাই প্রতিদিন গৃহস্থের বাড়ির আবর্জনার পাশাপাশি সবজির আবর্জনাও জমে। প্রতিদিন আবর্জনার চাপ বাড়ছে। তাই আবর্জনা থেকে সার প্রস্তুতকারী ইউনিট তৈরি করার প্রস্তাব পুরসভা থেকে আগেই রাজ্য নগরোন্নয়ন

**হলদিবাড়ি পুরসভা**

দপ্তরে পাঠানো হয়েছিল। সংশ্লিষ্ট দপ্তর এবার তা বাস্তবায়নের দিকে এগোল।

উৎপাদিত সার বিক্রি করে পুরসভার আয় বাড়বে বলে হলদিবাড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান শংকর দাস জানিয়েছেন। গোটা বিষয়টিকে কেন্দ্র করে হলদিবাড়িতে খুশির হাওয়া ছড়িয়েছে।

# ডেকোরেটারদের সম্মেলন

**ঘোকসাডাঙ্গা, ১৯ জানুয়ারি :** রবিবার ঘোকসাডাঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে হয়ে গেল ঘোকসাডাঙ্গা ডেকোরেটার্স ইউনিয়নের চতুর্থ বার্ষিক সম্মেলন। ছিলেন কোচবিহার জেলা ডেকোরেটার্স ইউনিয়নের সভাপতি বিভাসনারায়ণ ঘোষ, জেলা কমিটির সভাপতি বিমল চক্রবর্তী প্রমুখ।

সেখানে দীনবন্ধু বর্মনকে সভাপতি, মানিকচন্দ্র দে-কে সম্পাদক করে ১৬ জনের নয়া কমিটি গঠিত হয়। নয়া সম্পাদকের কথায়, 'ডেকোরেটারদের কাজ নিয়ে সমস্যা হলে সংগঠন পাশে দাঁড়িয়ে সহায়তা করবে।'

# দোকানে চুরি

**জামালদহ, ১৯ জানুয়ারি :** রোজকার মতো রাতে দোকান বন্ধ করে বাড়ি গিয়েছিলেন উছলপুকুরি গ্রাম পঞ্চায়েতের ধুলিয়া বাজারের ব্যবসায়ী ঠিকেন রায়। রবিবার সকালে দোকান খুলতে এসে দেখেন তালা ভাঙা। দোকানের ভিতরে জিনিসপত্র সব ওলটপালট করা। চুরি গিয়েছে চালের বস্তা, তেল সহ বেশকিছু গালামাল সামগ্রী। খবর চাউর হতে চিন্তিত বাকি ব্যবসায়ীরাও। ব্যবসায়ী সমিতির সদস্য রাজকুমার সাহা বলেন, 'আমাদের দাবি, এরকম ঘটনা যাতে আর না হয়, সেইমতো প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিক প্রশাসন।'

# জীর্ণ ঘরে ক্লাস, নেই শৌচাগার

বুল নমদাস

**নয়ারহাট, ১৯ জানুয়ারি :** শিকারপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পূর্ব নলঙ্গিবাড়ির ১১২ নম্বর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটির অবস্থা বেশ জীর্ণ। টিনের চালে অসংখ্য ফুটো। বৃষ্টি হলেই জল জমে ঘরে। খুদেদের জন্য রান্না করতে উপায় তখন পাশের কোনও গৃহস্থের বাড়ি। অঙ্গনওয়াড়িটির কংক্রিটের মেঝে ফেটে মাটি বেরিয়ে এসেছে। পড়ুয়াদের জন্য নেই বসার ভালো জায়গা। শৌচাগার ও খেলার সামগ্রী তো ভাবাই সার। সব থেকে অবাক করা ঘটনা ওই কেন্দ্রে বিগত তিন বছর ধরে কোনও সহায়িকা নেই। অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী নিজেই রান্না করেন। প্রশাসনের ঔদাসীন্যেই কেন্দ্রটির এই বেহাল দশা বলে অভিযোগ। একটি নতুন ভবন তৈরির দাবি পূরণ না হওয়ায় ক্ষোভের পারদ চড়ছে এলাকায়। মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের বিডিও শুভজিৎ মণ্ডলের দাবি, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের তরফে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের ভগ্নপ্রায় ঘরের তালিকা চাওয়া হয়েছে। মেরামতের জন্য তালিকা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হচ্ছে। অর্থবরাদ্দ হলেই ঘর তৈরি হবে।

বেহাল অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র। পূর্ব নলঙ্গিবাড়িতে।

স্থানীয় বাসিন্দা গণেশ বর্মনের বক্তব্য, 'এই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের ঘরটি অনেক পুরোনো। এলাকায় শিশুদের পুষ্টি ও পড়াশোনার স্বার্থে নতুন ঘর নির্মাণ করা উচিত।' স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য জিতেন বর্মন জানালেন, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের বেহাল অবস্থা অনেক আগেই সংশ্লিষ্ট দপ্তরের নজরে এনেও লাভ হয়নি।

ওই কেন্দ্রটিতে উপভোক্তার সংখ্যা ৫৭। কেন্দ্রের কর্মী সুমিত্রা বর্মন গত তিন বছরে পড়ানোর পাশাপাশি পড়ুয়াদের জন্য রান্নার কাজও করছেন। তিনি বলেন, 'ঘরে বৃষ্টির জল পড়ায় খাদ্যদ্রব্য পাশের একটি বাড়িতে রাখতে হয়। কেন্দ্রের সব সমস্যাই সুপারভাইজার ও সিডিপিওকে জানিয়েছি।'

সহায়িকার বিষয়টি নিয়ে ব্লকের সিডিপিও জগদীশ রায় জানালেন, নিয়োগ প্রক্রিয়া চলছে। ওই কেন্দ্রে সহায়িকার সমস্যা মিটবে। ভগ্নপ্রায় ঘরগুলি চিহ্নিত করে বিডিওর মাধ্যমে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হচ্ছে।

■ ৪৫ বর্ষ ■ ২৪২ সংখ্যা, সোমবার, ৬ মাঘ ১৪৩১

## রায়ে বিতর্ক

অবশেষে ঘটনার ১৬৫ দিনের মাথায় আরজি কর মেডিকেলের চিকিৎসক-পড়ুয়াকে ধর্ষণ ও খুনের মামলায় দোষীর শাস্তি ঘোষণা হতে চলেছে। অভিযুক্ত সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রায়কে দু'দিন আগে দোষী সাব্যস্ত করেছিলেন শিয়ালদা আদালতের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা বিচারক অনির্বাণ দাস। সঞ্জয়ের বক্তব্য শোনার পর বিচারক সাজা ঘোষণা করবেন বলে সেদিন জানিয়েছিলেন। শোনা হবে নির্যাতিতার বাবা-মায়ের কথাও।

শুধু সঞ্জয়কে দোষী সাব্যস্ত করা নিয়ে পক্ষে-বিপক্ষে নানা আলোচনা হচ্ছে জনপরিসরে। বিতর্কের কেন্দ্রে রয়েছে, অপরাধের সঙ্গে এক না একাধিক অপরাধীর জড়িত থাকার প্রশ্নটি। অনেকের প্রশ্ন, মেডিকেলের ইমার্জেন্সি বিল্ডিংয়ের চারতলায় চিকিৎসককে যেরকম নৃশংসভাবে ধর্ষণ-খুন করা হয়েছিল, সেটা কি একা কারও পক্ষে সম্ভব?

ঘটনাটির ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কলকাতা পুলিশ গ্রেপ্তার করেছিল সঞ্জয়কে। ওই ধর্ষণ-খুনের প্রতিবাদে জুনিয়ার ডক্টরস ফ্রন্টের আন্দোলন অচিরে কার্যত গণ আন্দোলনের চেহারা নিয়েছিল বাংলায়। যদিও পরে শুধু রাজ্য নয়, এমনকি দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছিল বিশ্বের অন্য কয়েকটি দেশেও। পাঁচদিন পর হাইকোর্টের নির্দেশে ঘটনার তদন্তভার যায় সিবিআইয়ের হাতে। সিবিআই অবশ্য আর কাউকে গ্রেপ্তার করেনি। বরং গণধর্ষণের সম্ভাবনা উড়িয়ে দিয়েছে।

সিবিআইয়ের এই বক্তব্যে আস্থা নেই অনেকের। নির্যাতিতার বাবা-মা থেকে শুরু করে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, জুনিয়ার ডক্টরস ফ্রন্ট, বিশিষ্টজন, আমজনতার একাংশ মাত্র একজন অপরাধীর জড়িত থাকার তত্ত্বে বিশ্বাস করেন না। যদিও দোষী সাব্যস্ত করার সময় নির্যাতিতার বাবা বিচারককে বলেছিলেন, 'আপনার ওপর যে ভরসা আমি রেখেছিলাম, আপনি তার পূর্ণমর্যাদা দিয়েছেন।'

কিন্তু অপরাধী একাধিক বলে আগাগোড়াই সওয়াল করছে নির্যাতিতার পরিবার। তাঁদের বক্তব্য, ঘটনার কয়েকদিনের মাথায় আরজি করের চেস্ট মেডিসিন বিভাগের টয়লেট ভেঙে ফেলায় ৩০ জুনিয়ার ডাক্তার সম্মতিসূচক সই দিয়েছিলেন। বিচারক দোষী সাব্যস্ত ঘোষণা করার সময় অভিযুক্ত সঞ্জয় বারবারই দাবি করে, সে নির্দোষ, বাকিদের ছেড়ে তাকে ফাঁসানো হচ্ছে। গলায় তার রুদ্রাক্ষের মালা। ফলে এই অপরাধ করলে মালা ছিন্নভিন্ন হয়ে যেত ইত্যাদি ইত্যাদি দাবি শোনা গিয়েছে তার মুখে।

বিচারক জানান, খুন, ধর্ষণ এবং ধর্ষণের সময় মৃত্যু হতে পারে এমন আঘাত করার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে সঞ্জয়কে। এই অপরাধে দোষীর শাস্তি কী হতে পারে, তা নিয়ে জল্পনার শেষ নেই। ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ৬৪, ৬৬ ও ১০৩ (১) ধারায় এরকম অপরাধে দোষীর সর্বোচ্চ শাস্তি যাবজ্জীবন বা মৃত্যুদণ্ড হতে পারে। এখন দেখা যাক, বিচারক সঞ্জয়ের বক্তব্য শোনার পর কী সাজা ঘোষণা করেন।

তবে সঞ্জয়ের শাস্তি ঘোষণা হয়ে গেলেও আরজি কর মেডিকেলে ওই ঘটনাটির মামলা চলতেই থাকবে। কারণ, ওই ঘটনায় তথ্যপ্রমাণ লোপাটের মামলা চলছে মেডিকেলের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ এবং টালা থানার প্রাক্তন ওসি অভিজিৎ মণ্ডলের বিরুদ্ধে। ওই দুজনের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত চার্জশিট পেশ করতে পারে সিবিআই। তাছাড়া সুপ্রিম কোর্টেও মামলা চলছে।

নির্যাতিতার বাবা-মা হাইকোর্টের তত্ত্বাবধানে তদন্ত চেয়ে শীর্ষ আদালতে যে আবেদন করেছেন, সাজা ঘোষণার দিন সেটিরও শুনানির সম্ভাবনা। অপরাধটির পিছনে জড়িত সব মাথাকে গ্রেপ্তারে যতদূর যেতে হয়, তারা যাবে বলে এখনও অনড় নির্যাতিতার পরিবার।

যদিও সঞ্জয়ের আইনজীবী বিশ্বাস করেন, ফরেন্সিক ল্যাবের রিপোর্ট আদালতে জমা পড়লে মামলা অন্য দিকে মোড় নিতে পারে। বহু বছর আগে নিউ আলিপুরের অভিজাত আবাসনে কিশোরী হেতাল পারেখকে ধর্ষণ-খুনে কেয়ারটেকার ধনঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়কে ফাঁসিতে ঝোলানো ভুল হয়েছিল বলে অনেকে মনে করেন। তেমনই আরজি কর কাণ্ডে সঞ্জয় সত্যিই একা দোষী নাকি আরও অনেক মাথা জড়িত, তার ওপরেই নির্ভর করছে ধনঞ্জয়ের পরিণতির পুনরাবৃত্তি ঘটবে কি না।

## অমৃতধারা

ভগবানকে কেন্দ্র করে যদি আমরা ঘুরি তাহলে আমরা মিলিত হব। যদি রাম আমাদের মধ্যে থাকে, তাহলে আমরা মিলিত হব। যত বেশি আমি তাঁর ওপর আশ্রিত হয়েছি, যত বেশি আমার তাঁর ওপর নির্ভরতা বেড়েছে তত কাজ সুন্দর হয়েছে। যত আমি খালি তত আমি সুন্দর। যে যার চিন্তা করে সে তার মতো হয়। বেদ- বেদান্ত-উপনিষদের শ্লোক পড়ার দরকার নেই, তাঁর চিন্তা করুন। তাঁর চিন্তা করা মানেই তো তাঁর মতো হয়ে যাওয়া। এটা আমি বলি, তোমরা ভালোবাসার চাষ করো। মানুষকে ভালোবাসো। নিজের কাছে নিজে ঠিক থাকা-এটাই সাধনা। এটাই কিন্তু ধর্মের একটা প্রধান দিক।

-ভগবান

# ট্রুডোহীন কানাডা, ট্রাম্প ও ভারত

ট্রাম্প যখন আমেরিকার সিংহাসনে, তখন প্রতিবেশী কানাডা ভয়ংকর টলমল। ভারত-কানাডা সম্পর্ক কী দাঁড়াবে?

**শর্মিষ্ঠা গোস্বামী নিধারিয়া**





দ্বিতীয়বারের জন্য স্বমহিমায় আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পদে বসতে চলেছেন রিপাবলিকান ডোনাল্ড ট্রাম্প। নিন্দুকেরা বলছে, ট্রাম্পের এই ফিরে আসাকে ঘিরে ইতিমধ্যেই বুক দুরুদুরু শুরু হয়ে গিয়েছে অনেক রাষ্ট্রপ্রধানের। ইতিমধ্যেই আমেরিকার প্রতিবেশী দেশ কানাডার প্রধানমন্ত্রী ও লিবারেল পার্টির নেতা জাস্টিন ট্রুডো পদত্যাগ করেছেন। বিশ্লেষকদের মতে, ট্রুডোর ভ্রান্ত অভিবাসন নীতি ও রাজনৈতিক অদূরদর্শিতার কারণেই আজকের কানাডার এই বিপর্যস্ত অর্থনৈতিক পরিস্থিতি।

ট্রুডো কিন্তু এখন ভারতেও বেশ চর্চিত নাম। চিরকালীন বন্ধু দেশ ভারতের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক তিনি, বলা চলে, দায়িত্ব নিয়ে খারাপ করেছেন গত দেড় বছর ধরে। বাকস্বাধীনতা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার দোহাই দিয়ে তিনি খোলাখুলি খালিস্তানপন্থীদের সমর্থন করে এসেছেন। তাঁর সেইসব মতামত ও বক্তব্য ভারত ভালোভাবে নেয়নি। সোশ্যাল মিডিয়ার কারণে সাধারণ ভারতীয়দের মধ্যেও তার একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়েছে।

খালিস্তানিদের প্রতি ট্রুডোর প্রচ্ছন্ন সমর্থন নতুন কথা অবশ্য নয়। ২০২৩-এর জুন মাসে খালিস্তানি নেতা ও ভারতে ওয়ান্টেড উগ্রপন্থী হরদীপ সিং নিজ্জর কানাডায় আততায়ীদের হানায় নিহত হওয়ার পর থেকে ট্রুডো ভারতকে আক্রমণ করতে শুরু করেন। কার্যত কোনও প্রমাণ না দেখিয়েই তিনি এই ঘটনায় ভারতের হাত রয়েছে বলে সরাসরি অভিযোগ করেন। ভারতের কূটনীতিকদের বহিষ্কারও করেন। এর পরে দুই দেশ বাদানুবাদে জড়িয়ে পড়ে ও সম্পর্কের অবনতি হতেই থাকে। ফলে, এখন প্রশ্ন, ট্রুডোর পতনের পর কি ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক ফের স্বাভাবিক হবে কানাডার?

ট্রুডো আগামী নির্বাচনে দাঁড়াবেন না। তিনি রাজনীতি ছেড়ে দিয়ে কী করবেন, সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেননি বলে সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন। কানাডার পার্লামেন্ট আপাতত মুলতুবি বা সাসপেন্ড রাখা হয়েছে। মার্চের ২৪ তারিখ ফের বসবে পার্লামেন্ট। মাঝের এই দুই মাস সময়টা চাওয়ার কারণ, নতুন কাউকে লিবারেল পার্টির নেতা নির্বাচিত করা। এর মধ্যেই তিন-চারটি নাম নিয়ে বিভিন্ন মহলে আলোচনা হয়েছে, যদিও কারও নাম এখনও চূড়ান্ত হয়নি। এই নামগুলির মধ্যে সর্বশেষে নাম হল ব্যাংক অফ কানাডার প্রাক্তন গভর্নর মার্ক কার্নি। আর যে কয়েকটি নাম নিয়ে আগে থেকেই আলোচনা চলছে সেগুলি হল, প্রাক্তন ডেপুটি প্রধানমন্ত্রী ক্রিসথিয়া ফ্রিম্যান, ট্রুডোর মন্ত্রীসভার সদস্য ভারতীয় বংশোদ্ভূত অনীতা আনন্দ, ডমিনিক লুব্ল্যাঁ প্রমুখ।

আগামী ৯ মার্চ দলের নতুন নেতা নির্বাচন করবেন লিবারেলরা। ধরা যাক, এই চারজনের মধ্যে কেউ একজন নেতা নির্বাচিত হবেন। আর তার পরেই পার্লামেন্টে অনাস্থা ভোট হবে এবং তার ফলাফলের ভিত্তিতে কানাডার সাধারণ নির্বাচন এগিয়ে আসবে। এখনও পর্যন্ত প্রতিটি জনমত সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে, লিবারেলদের প্রতিদ্বন্দ্বী কনজারভেটিভরা অনেকটা এগিয়ে রয়েছে। কনজারভেটিভদের নেতা পিয়ার পলিয়েভার জিতে প্রধানমন্ত্রী হবেন বলেই ধরে নেওয়া হয়েছে। তার মানে, যদি লিবারেলদের নতুন নেতা নির্বাচিত হনও, তিনি মাত্র কয়েক সপ্তাহের জন্য প্রধানমন্ত্রী পদে থাকবেন।

যদি থিওরিটিকালি ধরেও নেওয়া হয়, খালিস্তানপন্থী নেতা জগমিত সিং-এর দল এনডিপি'র সাহায্য নিয়ে লিবারেলরা অনাস্থা ভোটে পাশ করে গেল, সে ক্ষেত্রেও কিন্তু তারা মাত্র কয়েক মাস ক্ষমতায় থাকবে। কারণ এমনিতেও ২০২৫-এর অক্টোবরে কানাডায় সাধারণ নির্বাচন হওয়ার কথা। কিন্তু কানাডার সাধারণ মানুষের মুড ও রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের ব্যাখ্যা মাথায় রাখলে এটা পরিষ্কার যে, ভোট অক্টোবরের অনেক আগেই হতে চলেছে। এপ্রিল-মে মাসেই হয়ে যেতে পারে সাধারণ নির্বাচন। তার আগের সময়টুকুতেও ট্রাম্প কানাডার উপর নানা রকম চাপের কৌশল বজায় রাখবেন। ফলে আমেরিকাকে সামলাতে হিমসিম কানাডা তখন অন্তত ভারতকে নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় পাবে না।

**পিয়ার পলিয়েভার ক্ষমতায় এলে ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্ক ফিরবে কি না তা নির্ভর করবে কয়েকটি বিষয়ের উপর। কনজারভেটিভদের সঙ্গে ভারতের ও খালিস্তানিদের সম্পর্ক।**

তবে কনজারভেটিভ নেতা পলিয়েভার চাইছেন এখনই নির্বাচন হোক। খাদ্য সহ সব জিনিসের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি, বেকারত্ব, বাসস্থানের সংকট, বাড়তে থাকা অপরাধ ইত্যাদি সাধারণ মানুষের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছে। আর এই জায়গাটাতেই মধ্যবিত্তদের মধ্যে আশা জাগাতে তাঁর দল সফল। ট্রুডোর প্রগতিশীল ভাবমূর্তি, ক্লাইমেট চেঞ্জ, জেন্ডার ইকুয়ালিটি, ইনডিজিনিয়াস বা আদি জনগোষ্ঠীর জন্য তাঁর চিন্তাভাবনা প্রশংসিত হলেও এই মুহূর্তে অর্থনৈতিক সংকটে থাকা কানাডিয়ানদের কাছে এসব গুরুত্ব পাচ্ছে না।

পিয়ার পলিয়েভার ক্ষমতায় এলে ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্ক ফিরবে কি না তা নির্ভর করবে কয়েকটি বিষয়ের উপর। প্রথমত, কনজারভেটিভদের সঙ্গে ভারতের ও খালিস্তানিদের সম্পর্ক। এবং ভারত-কানাডা বাণিজ্য। আর দ্বিতীয়ত, প্রধানমন্ত্রী হিসেবে পলিয়েভারের অগ্রাধিকারের তালিকা। ট্রুডো যখন নিজ্জরের হত্যাকাণ্ডে ভারতকে অভিযুক্ত করেছিলেন, তখন পলিয়েভার ট্রুডোকে সমর্থন করেছিলেন। কিন্তু একই সঙ্গে তিনি ট্রুডোকে বলেছিলেন এই অভিযোগের সপক্ষে যা যা প্রমাণ আছে, সেগুলি প্রকাশ করতে। ঠিক যে কথা নয়াদিল্লিও অটোয়াকে একাধিকবার বলেছে।

তা ছাড়া, এই মুহূর্তে কনজারভেটিভরা ২০ পয়েন্টের ব্যবধানে লিবারেলদের থেকে এগিয়ে আছে। তাই শিখ ও খালিস্তানপন্থীদের ভোটের দরকার এখন অন্তত তাদের নেই। তাই তারা তোষণের রাজনীতির পথে যে যাবে না এটা ধরেই নেওয়া যায়। এর আগে শেষ বার কানাডায় যখন কনজারভেটিভ সরকার ছিল, তখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন স্টিফেন হার্পার। তাঁর জমানার অনেক আগে ১৯৮৫ সালে এয়ার ইন্ডিয়ার কনিষ্ক বিমানটি খালিস্তানিরা যেভাবে বোমায় উড়িয়ে ৩২৯ জন নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করেছিল, হার্পার তার কঠোর নিন্দা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, কানাডা কখনও খালিস্তানিদের সমর্থন ও আশ্রয় দেবে না। তাঁর সময় ভারতের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যও অনেকগুণ বেড়েছিল।

জিতে এলে পলিয়েভারের কাছে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হবে দোর্দণ্ডপ্রতাপ ও দুর্মুখ ডোনাল্ড ট্রাম্পকে সামলানো। ট্রাম্প ইতিমধ্যেই বলেছেন, কানাডা আমেরিকায় যা রপ্তানি করবে, তার উপর ২৫ শতাংশ হারে তিনি কর বসাবেন। এটি বাস্তবায়িত হলে কানাডার অর্থনীতির আরও বেহাল দশা হবে। জাস্টিন ট্রুডোকে তিনি কৌতুকমিশ্রিত অপমান করে এ-ও বলেছেন, কানাডা যেন আমেরিকার ৫১তম স্টেট হয়ে সে দেশের অংশ হয়ে যায়। সুতরাং, কানাডার অর্থনীতিকে ফের উদ্ধার করা পিয়ার পলিয়েভারের কাছে আরও এক বড় চ্যালেঞ্জ। সেখানেও ভারত সাহায্য করতে পারে। এই মুহূর্তে ভারত ও কানাডার মুক্ত বাণিজ্যনীতি নিয়ে বৈঠক থমকে আছে। সদিচ্ছা থাকলে পলিয়েভার সেটা ফের চালু করতে পারেন। কানাডা ন্যাচারাল গ্যাস, ইউরেনিয়াম আর ডালের রপ্তানি ভারতে বহুগুণ বাড়াতে পারে।

মোটের উপর বিশেষজ্ঞ মহলের মতে, ট্রুডো অর্থনীতি সহ কানাডার সামগ্রিক পরিস্থিতিকে যে অবস্থায় রেখে পদত্যাগ করেছেন, তাকে মোটামুটি সঠিক অবস্থায় আনতে পলিয়েভারকে যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হবে। তার পাশাপাশি, তাঁকে আমেরিকা তথা ট্রাম্পের মতো একজন প্রতিবেশী প্রেসিডেন্টকে বাগে আনতে হবে। ভারত এখন বিশ্বের পঞ্চম বৃহৎ অর্থনীতি, কানাডার গুরুত্বপূর্ণ ট্রেডিং পার্টনার ও কানাডায় বসবাসকারী বিপুল সংখ্যক ভারতীয় থাকার কারণে ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতির দিকটাও তাঁকে দেখতে হবে। তার মানে এই নয় যে, নিজ্জর হত্যা নিয়ে তাঁর অবস্থান অথবা খালিস্তানি তোষণ পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যাবে। তবে পলিয়েভার হয়তো অন্যভাবে এই স্পর্শকাতর দিকটি সামলাবেন। আপাতত, এইটুকু আশা রেখেই চলতে হবে নয়াদিল্লিকে।

*(লেখক সাংবাদিক ও অনুবাদক। কানাডার টরন্টোর বাসিন্দা)*

## আজ

**১৯৮৮**



আজকের দিনে প্রয়াত হন আবদুল গফফর খান।

**১৯২১**



বিশিষ্ট দার্শনিক শিবনারায়ণ রায়ের জন্ম আজকের দিনে।

## আলোচিত



ছেলেকে ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার বানান, তবে তার আগে ভালো হিন্দু বানান। আর বাড়িতে একটা করে ধারালো অস্ত্র রাখুন। নিজের ধর্ম সংস্কৃতি রক্ষা করতে না পারলে ডাক্তার, ব্যারিস্টার যাই হোক ফুটে যাবে। উদ্বাস্তু হয়ে অন্য কোথাও যেতে হতে পারে তাকে।

- সুকান্ত মজুমদার

## ভাইরাল/১



শীতকালে ভিড়কে ছত্রভঙ্গ করতে জলই যথেষ্ট। মহাকুম্ভ উপলক্ষ্যে প্রয়াগরাজ স্টেশনে ট্রেনের সিট পেতে বহু মানুষ হুড়োহুড়ি শুরু করে। শেষে এক রেলকর্মী পাইপে করে জল নিয়ে তাঁদের দিকে ছিটোতে থাকেন। ঠান্ডায় জলস্পর্শ পেতেই উধাও ভিড়।

## ভাইরাল/২



কোয়েম্বাটোরের এক বাড়িতে শ্রমিকরা রান্না করছিলেন। একটি হাতি সেখানে ঢুকে পড়তেই তাঁরা গ্যাস বন্ধ করে সরে আসেন। হাতিটি খাবারের খোঁজে ঘর তছনছ করে। ব্যাগে রাখা চাল খেয়ে চলে যায়। ভিডিও ভাইরাল।

জনমন
জনমত

## তরুণ প্রজন্মের মুখের বুলি

কিছুদিন আগে প্রাতর্ভ্রমণ সেরে ফিরছি, সেই সময় চার-পাঁচটি ছাত্রকে দেখি তারা স্কুলবাসের জন্য অপেক্ষা করছে। দুজন ছাত্রের মুখের ভাষা শুনে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। তাদেরই সহপাঠীর মাকে উদ্দেশ্য করে একজন ছাত্র অপর ছাত্রের সঙ্গে কথোপকথন চালাচ্ছে আর বাকিরা তার মজা নিচ্ছে। কী নোংরা, অশ্লীল ওদের মুখের ভাষা! বড়জোর তারা নবম কিংবা দশম শ্রেণির ছাত্র। ইয়ার্কি, তামাশা করতে করতে তরুণসমাজ স্থান, কাল, পাত্র বিবেচনা করতে ভুলে যাচ্ছে।

আকছার আমরা রাস্তাঘাটে চলাফেরা করতে গিয়ে এই প্রজন্মের মুখ থেকে বিভিন্ন নোংরা কথা শুনছি। কী ছেলে, কী মেয়ে নির্দ্বিধায় তারা এইসব শব্দ প্রয়োগ করছে। পাশ দিয়ে হাঁটতে নিজেরই লজ্জা বোধ হয়। ছোট ছোট শিশুরাও এইসব বুলি করায়ত্ত করছে। রাস্তার মোড়ে, বিভিন্ন মুদিখানা দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে মুখে পানমশলা দিয়ে, হাতে একটা সিগারেট গুঁজে, খিস্তি দিতে দিতে চলে আড্ডার মজলিশ। পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়া কোনও বয়স্ক পথচারীকে দেখেও ওদের মুখের ভাষার কোনও পরিবর্তন হয় না। আর রাত বাড়লে চলে এদের বাইক দৌরাত্ম্য। নোংরা বুলি জোরে বলতে বলতে তারা বাইক দাপিয়ে চলে। এদের নেই কোনও ভাষার জ্ঞান, নেই মুখের লাগাম। ভালো স্কুল, ভালো পরিবেশ থেকে বেড়ে ওঠা ছেলেমেয়েরাও আজ যেন বেয়াদব হয়ে উঠেছে।

**পারমিতা ব্যানার্জি চক্রবর্তী**
**হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি।**

## বন্ধ হয়ে গেল বইমেলা



ধূপগুড়ি ব্লক এখন মহকুমায় পরিবর্তিত হয়েছে। প্রায় সবকিছুই উন্নত হয়েছে। কিন্তু আমি ধূপগুড়িবাসী হিসেবে একটু অবাক হলাম। বিগত বছর ধরে শীত এলেই শুরু হত সাতদিনের বইমেলা। স্কুল জীবনে হাফ দামের টিকিটে ঢুকে পড়তাম বইমেলা প্রাঙ্গণে। কত বই নেড়েঘেঁটে দু'একটা নিতাম। এখন সেসব স্মৃতির পাতায় আবদ্ধ।

প্রথম দিকে ছিল ধূপগুড়ি বইমেলা, পরে নাম পরিবর্তন করে হল গ্রন্থমেলা। যাইহোক, বইয়ের দোকান তো সারি সারি থাকত। গত দু'বছর আগে ধূপগুড়িতে শেষবার জেলা বইমেলা বসেছিল। তারপর সব ইতি। কিন্তু কী কারণে বইমেলা বন্ধ হল তা অজানা। শিক্ষিত লোকের অভাব না অনীহা, নাকি অন্য কিছু জানি না। তবে আশা রাখছি, আবার ধূপগুড়ি বইমেলা হবে।

**মনোজকুমার রায়**
**ডাউকিমারি, ধূপগুড়ি।**

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

# আগ্রহ দিন-দিন কমছে টেক্সট বই পড়ার

কলেজ পড়ুয়াদের মনোভাব পালটে যাচ্ছে। আগের সঙ্গে এই প্রজন্মের মনোভাবে ফারাকে ভালো-খারাপ দুই-ই রয়েছে।

**রম্যাণী গোস্বামী**





সংক্রান্তির পরেই শীতটা জাঁকিয়ে পড়েছে উত্তরবঙ্গে। কলেজে কলেজে এখন প্র্যাকটিকাল পরীক্ষা নেওয়ার হিড়িক চলছে। পলাশ ইলেক্ট্রিক কেটলিতে ওদের সবার জন্য চায়ের জল বসিয়ে দিয়ে বেজার মুখে বলল, 'দু'একজন ছাড়া কেউই তো রেগুলার ক্লাসে আসে না, পড়াশোনায় আগ্রহ কমেছে। এমনকি প্র্যাকটিকালগুলো প্র্যাকটিস করার ডেট দিলাম থিওরি পরীক্ষার পর, সেখানেও কারও দেখা নেই। আর এখন ল্যাবে এসেই স্যর এটা পারছি না, ওটা কীভাবে করব, উফ অসহ্য! এটা পরীক্ষা না প্রহসন?

মিতালি ল্যাবরেটরি নোটবুকগুলো ঠেলে একপাশে সরিয়ে দিয়ে বলল, 'তবু তো স্বীকার করল যে পারছে না। কয়েকজন তো বুক ফুলিয়ে বলছে, ক্লাসে আসেনি কারণ কম্পিটিটিভ পরীক্ষার জন্য প্রাইভেটে গুচ্ছের টাকা দিয়ে কোচিং নিচ্ছে। অথচ প্রোগ্রামিংয়ের একটা লাইন কোড লিখতে পারেনি। তবুও কী অকুতোভয়! কী ক্যাজুয়াল হাবভাব! আমরা কখনও এমনটা কল্পনাও করতে পারতাম বল?'

মিতালিকে সমর্থন এল অন্যদিক থেকে। 'ঠিক বলেছিস। মাঝে মাঝে মুখে মুখে ওরা এমন তর্ক করে স্যর-ম্যাডামদের সঙ্গে, দেখলে অবাক লাগে! কিন্তু বেশি কিছু বলাও যায় না, আজকালকার ছেলেমেয়ে। এ তো আর আমাদের যুগ নয় যে হেডস্যরের চড়থাপ্পড় খেয়ে দিন শুরু হবে। আবার স্যরেদের সঙ্গেই স্কুল মাঠে ফুটবল পিটিয়ে দিন শেষ। কী বলুন ম্যাডাম?'

শিরিন মিত্র মিটিমিটি হেসে বললেন, 'এর চাইতেও সাংঘাতিক বদল আমি খেয়াল করেছি।' চায়ের কাপে ছোট্ট চুমুক দিয়ে যোগ করলেন, 'তোমরা তো অনেক ছোট। আমাদের আমলের সঙ্গে যদি তুলনা করো, তবে বলি এখনকার ছাত্রছাত্রীদের বই পড়তে বড়ই অনীহা। সে টেক্সট বই হোক বা রেফারেন্স বই। তারা সকলেই টেকস্যাভি। সুতরাং স্মার্টফোনে রেডি মেটিরিয়াল নামিয়ে নিতে কোনও সমস্যা হওয়ার কথা নয়। যুগটাই হলো শর্টকাটের। প্রচুর পরিশ্রম করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বই খুঁজে বিষয়টার গভীরে ঢোকার চাইতে চট করে চ্যাটজিপিটিকে জিজ্ঞেস করে নেওয়া বা ইউটিউবে ধাঁ করে টিউটোরিয়াল দেখে নেওয়াটা এখন অনেক সোজা।'

কলেজ অধ্যাপকদের কথোপকথন কাল্পনিক শোনাতে পারে, তবে এটাই বাস্তব।

যতদিন যাচ্ছে লাইব্রেরিগুলোতে ছাত্রদের যাতায়াত হুহু করে কমছে। আর পিডিএফের দৌলতে কলেজপাড়ায় বইয়ের দোকানগুলো খাঁখাঁ করছে ভাঙা হাটের মতো। কোথায় গেল আগেকার সেই রমরমা?

শিক্ষকদের সম্মান করার জায়গাটায় আজকের দিনে অনেকখানি ঘাটতি এসেছে মানছি। কিন্তু তার জন্য পুরোপুরিভাবে ছাত্রদের দোষ দেওয়া যায় কি? ক'জন শিক্ষক সঠিকভাবে নিজের দায়িত্ব পালন করেন? তাছাড়া এই দুর্নীতির প্রথায় চাকরিবাকরির ব্যাপক অনিশ্চয়তার আবহে এখনকার ছাত্রছাত্রীরা প্রতিমুহূর্তে কী পরিমাণ হতাশা আর মানসিক চাপের মুখোমুখি হচ্ছে, সে খেয়াল কি আমরা রাখি?

একটা উদাহরণ দেওয়া যায়। নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়ে দুজনেই কলেজ পড়ুয়া। নিজেরা কোন সকালে টিউশন পড়িয়ে এতটা দূরে আসে ক্লাশ করতে। কলেজের কাছে ভাড়া থাকার সাধ্য নেই ওদের। নিজেদের পড়ার খরচ চালানো, পরিবারের প্রতি দায়বদ্ধতা আগে যেমন ছিল ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে, এখন আর নেই, তেমনটা ধরে নেওয়াও ভুল।

বরং শিক্ষকদের সঙ্গে বর্তমান পড়ুয়াদের মেলামেশা এখন অনেক সহজ সরল। আগেকার মতো অহেতুক ভয় বা জড়তা নেই। সেটা বেশ লাগে। তবে কিছু কিছু বদল বড্ড চোখেও লাগে। ভাবি, বই পড়ার অভ্যেসটা যদি বাড়ত। সে পিডিএফেই পড়াই হোক না কেন।

*(লেখক অধ্যাপক ও সাহিত্যিক। শিলিগুড়ির বাসিন্দা)*

## শব্দরঙ্গ ■ ৪০৪৪

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | | ২ | ★ | ৩ | ★ | ★ | ★ |
| | ★ | ৪ | | | ★ | ৫ | ৬ |
| ৭ | | | ★ | | ★ | ★ | |
| ★ | ★ | ★ | ★ | ৮ | | | |
| ৯ | | | ১০ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| | ★ | ★ | | ★ | ১১ | | ১২ |
| ১৩ | | ★ | ১৪ | | | ★ | |
| ★ | ★ | ★ | | ★ | ১৫ | | |

**পাশাপাশি :** ১। অত্যাচার, পীড়ন ৪। দিন, সারাদিন ৫। আপস, মীমাংসা ৭। ভারতের এক প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ৮। প্রশ্ন, জেরা, প্রার্থনা ৯। ঝগড়া, তিরস্কার ১১। কাহিনি, গল্প-উপাখ্যান ১৩। পূর্ণিমা তিথি, প্রতিপদযুক্ত পূর্ণিমা তিথি ১৪। দেনাদার, ঋণী, জলাশয়, খাত, গর্ত, পরিখা ১৫। পয়গম্বর, নবি, হজরত মহম্মদ, আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ।

**উপর-নীচ :** ১। ইংরেজি বছরের মাস ২। অমৃত, মদ, সুরা ৩। স্থায়ীভাবে থাকা, বাস ৬। বাংলা বছরের মাস ৯। বড় নৌকা ১০। ফুল কাটা জরিদার এক ধরনের রেশমি কাপড় ১১। খনি, উৎপত্তিস্থান ১২। কৃত্রিম, ঝুটা, জাল, প্রতিলিপি, কপি।

**সমাধান ■ ৪০৪৩**

**পাশাপাশি :** ১। কিংশুক ৩। কাবাব ৫। মনোনিবেশ ৭। তফাত ৯। বসতি ১১। পরামানিক১৪। ঘটিকা ১৫। রমরমা।

**উপর-নীচ :** ১। কিসমত ২। করম ৩। কাহিনি ৪। বন্দিশ ৬। বেতস ৮। ফাতরা ১০। তিলোত্তমা ১১। পরিঘ ১২। মালিকা ১৩। কড়ার।

## বিন্দুবিসর্গ

### দুয়ারে পুলিশ

শাশুড়ি-বৌমার বিবাদ মেটাল ‘পুলিশ বন্ধু’ শিবির। ঘরের কাজ করা নিয়ে বিবাদ বাধে। বধূ নির্যাতনের মামলাও করেন বৌমা। শেষে পুলিশের সঙ্গে কথা বলার পর আর কোর্টকাছারি হয়নি।



### ডিজের তাণ্ডব

কাটোয়ায় দুই পুজো কমিটির ডিজে বাজানোর তাণ্ডবে গ্রেপ্তার হল আটজন। উচ্চগ্রামে ডিজে বাজানোয় অতিষ্ঠ হয়ে ওঠেন স্থানীয়রা। তারপরেই পুলিশে খবর দেন।



### পাকড়াও তরুণ

আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ সহ ধরা পড়ে বিহারের তরুণ। বিহারের গয়ার বাসিন্দার থেকে সেভেন এমএম দেশি পিস্তল, ম্যাগাজিন, কার্তুজ উদ্ধার হয়েছে। ঘটনার তদন্তে পুলিশ।



### খুন

প্রতিবেশী তরুণের অস্ত্রের আঘাতে মৃত্যু হল মহিলার। জখম হলেন তাঁর মেয়ে। মুর্শিদাবাদের বেলডাঙ্গার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অশ্লীল অঙ্গভঙ্গির কারণে বিবাদ বাধে।

## সুকান্তর মঞ্চ খুলে দিল পুলিশ

**কলকাতা, ১৯ জানুয়ারি :** সুকান্তর স্বাস্থ্য ভবনে বিক্ষোভ কর্মসূচি নিয়ে দলেই প্রশ্ন!

প্রসূতি মৃত্যুর জন্য জুনিয়ার ডাক্তারদের সাসপেনশন প্রত্যাহারের দাবিতে সোমবার সুকান্তর স্বাস্থ্য ভবনে বিক্ষোভ কর্মসূচিকে ঘিরে রাজ্য বিজেপিতে সমন্বয়ের অভাব আবার স্পষ্ট হল। একদিকে, সোমবারের কর্মসূচিতে পুলিশের অনুমতি না দেওয়া নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। অন্যদিকে, আচমকা সোমবার স্বাস্থ্য ভবনে বিক্ষোভ কর্মসূচি ঘোষণা নিয়েও দলের অন্দরে প্রশ্ন উঠছে। যার জেরে সোমবারের কর্মসূচিতে রাজ্যের শীর্ষ নেতৃত্বের উপস্থিতি নিয়ে নিশ্চিত করে জানাতে পারছে না দল। বিশেষত কর্মসূচিতে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী আদৌ থাকবেন কি না তা এখনও নিশ্চিত নয়।

প্রসূতি মৃত্যু কাণ্ডে ১২ জুনিয়ার ডাক্তারকে সাসপেন্ড করেছে রাজ্য সরকার। সেই সাসপেনশন প্রত্যাহারের দাবিতে দুপুরে স্বাস্থ্য ভবনে বিক্ষোভ দেখাবে সুকান্ত মজুমদারের নেতৃত্বে বিজেপি। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কর্মসূচি নিয়ে পুলিশের কোনও অনুমতি মেলেনি। সন্ধ্যায় সুকান্ত নিজেই তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে টুইট করে জানিয়েছেন, স্বাস্থ্য ভবনের সামনে কর্মসূচিতে পুলিশ বাধা দিচ্ছে। কোনও মঞ্চ বাঁধা যায়নি। স্বাভাবিকভাবেই কর্মসূচি নিয়ে দলীয় কর্মীদের মধ্যে তৈরি হয়েছে অনিশ্চয়তা।

এদিকে সুকান্তর বিক্ষোভ কর্মসূচির মঞ্চ খুলে জিনিসপত্র বাজেয়াপ্ত করল পুলিশ। মঞ্চ খোলা নিয়ে পুলিশ ও বিজেপি কর্মীদের মধ্যে বচসা বাধে। পুলিশের ভূমিকার নিন্দা করে এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করলেন সুকান্ত। পুলিশকে কার্যত দলদাস (চটিচাটা) বলে কটাক্ষ করলেন তিনি। এত কিছুর পরেও সোমবার বেলা ১টায় কর্মসূচি হবে বলে জানিয়েছেন সুকান্ত।

### কংগ্রেস প্রশ্নে মতভেদ সিপিএমের অন্দরে

# ছাব্বিশের কৌশল রাজ্য সম্মেলনে

**রিমি শীল**

**কলকাতা, ১৯ জানুয়ারি :** তেল-সাবানের মতো এবার দলের রাজনৈতিক লাইন নিয়েও জনমত সমীক্ষা করতে চলেছে সিপিএম। রাজ্যে সিপিএমের মূল প্রতিপক্ষ বিজেপি না তৃণমূল? দল কোন রাজনৈতিক লাইনে এগোবে? দলের সদ্য অনুষ্ঠিত দু’দিনব্যাপী কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকেও এটাই ছিল আলোচনার মূল বিষয়বস্তু। রাজ্যে সিপিএম কোন পন্থায় এগোবে, তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। তবে কংগ্রেসের হাত ধরবে কি না তা নিয়ে দ্বিমত রয়েছে সিপিএমের অন্দরে। এই বিষয়গুলি আগেও উঠে এসেছে বৈঠকে। তবে তাৎপর্যপূর্ণভাবে এই প্রথমবার দলের রাজনৈতিক অ্যাজেন্ডা প্রকাশ্যে আনতে চলেছে সিপিএম।

সামনেই ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচন। ২০১১ সালের পর থেকে এই রাজ্যে সিপিএমের রক্তক্ষরণ অব্যাহত। জনবিচ্ছিন্নতা কাটাতে দলের নির্বাচনি কৌশল ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশ্যে আনতে চলেছে সিপিএম। নিজেদের কৌশল সামনে এনে জনগণের থেকে মতামত চাইবে। এতদিন দল কোন কৌশলে এগোবে, তা পার্টির অন্দরে আলোচনা হয়েছে। কিন্তু প্রথমবার নির্বাচনি কৌশলের পর্যালোচনা রিপোর্ট প্রকাশ করা হবে। ফেব্রুয়ারিতে ডানকুনিতে রাজ্য সম্মেলন রয়েছে। ওই সময়ও এই বিষয়ে আলোচনা হবে।

শুক্রবার থেকে সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠক শুরু হয় নিউটাউনে। রবিবার তা শেষ হয়েছে। এপ্রিলে দলের পার্টি কংগ্রেসের আগে চূড়ান্ত রণনীতি ঠিক করতে কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে বিভিন্ন রাজ্যের সিপিএমের নেতারা অংশ নেন। বৈঠকে উঠে এসেছে সিপিএমের সাংগঠনিক পরিস্থিতি কী পর্যায়ে রয়েছে এবং পরবর্তীতে দলের ক্ষয়িষ্ণু পরিস্থিতি এড়াতে



> সমস্ত স্তরে দলের নেতাদের সঙ্গে কথা বলে একটি রাজনৈতিক প্রস্তাবনা আনা হচ্ছে। যা ১ ফেব্রুয়ারি প্রকাশ্যে আনা হবে। দলের রাজনৈতিক কৌশল তাতে সামনে আসবে এবং মানুষের থেকে মতামত জানতে চাওয়া হবে।
>
> **প্রকাশ কারাত**

কোন পদ্ধতিতে এগোনো হবে সেই বিষয়গুলি। রাজ্য সম্মেলনের সময় ভোট কৌশল প্রকাশ্যে এনে জনগণের কাছে জানতে চাওয়া হবে কোন পদ্ধতিতে এগোলে ভালো হয়। অর্থাৎ জনবিচ্ছিন্নতা কাটাতে জনগণের দরবারে পৌঁছোনোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। শুধু এই রাজ্যে নয়, দেশের নিরিখেই এই কাজ চলবে।

এই রাজ্যে বিজেপির বিরুদ্ধে প্রতিবাদের আওয়াজ জোরদার করতে হবে বলেই মত উঠে এসেছে। যদিও নেতাদের একাংশের বক্তব্য, বিজেপির বিরুদ্ধে আওয়াজ তুললেও তা তৃণমূলের ক্ষেত্রেও কম হবে না। তবে কংগ্রেসকে সমর্থন নিয়ে কেন্দ্রীয় সিপিএম নেতারা কড়া মনোভাব দেখালেও বঙ্গ সিপিএমের একাংশ কার্যত নরম ছিল। তাই আগামীদিনে রাজ্য সিপিএমে কংগ্রেস নিয়ে অবস্থান কী হবে, তা নিয়েও একপ্রস্থ আলোচনা চলেছে। এই কয়েক বছরে সিপিএমের নিজস্ব শক্তিবৃদ্ধি হয়নি বলে বৈঠকে মন্তব্য করেছেন সিপিএমের পলিটব্যুরো কোঅর্ডিনেটর প্রকাশ কারাত।

বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, বিজেপি বিরোধিতায় বিশেষ করে জোর দেওয়া হচ্ছে। সাম্প্রদায়িকতা ও এক দেশ এক ভোট নীতি কার্যকর করা রুখতে প্রতিবাদ জারি রাখার বিষয়ে বলা হয়েছে। রবিবার প্রকাশ কারাত বলেন, ‘সমস্ত স্তরে দলের নেতাদের সঙ্গে কথা বলে একটি রাজনৈতিক প্রস্তাবনা আনা হচ্ছে। যা ১ ফেব্রুয়ারি প্রকাশ্যে আনা হবে। দলের রাজনৈতিক কৌশল তাতে সামনে আসবে এবং মানুষের থেকে মতামত জানতে চাওয়া হবে।’ জানা গিয়েছে, ২২ ও ২৩ মার্চ এই খসড়া চূড়ান্ত করার জন্য আবার বৈঠকে বসবে কেন্দ্রীয় কমিটি।

সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম বলেন, ‘কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে ’২৬-এর নির্বাচনের আগে তৃণমূল-বিজেপির বিরোধিতায় আলোচনা হয়েছে। বামপন্থীদের একত্রিত করার চেষ্টাও চলছে।’



*সামনেই প্রজাতন্ত্র দিবস। চলছে তারই প্রস্তুতি। রবিবার নদিয়ায়। -পিটিআই*

## পুরোনো নেতা-কর্মীদের সামনের সারিতে চান মমতা

**স্বরূপ বিশ্বাস**

**কলকাতা, ১৯ জানুয়ারি :** দলের পুরোনো নেতা-কর্মীদের সামনের সারিতেই চাইছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যাঁদের নিয়ে তৃণমূল দলটা শুরু করেছিলেন তাঁদের কাছে পেতে চাইছেন। দলে নবীনদের পাশাপাশি প্রবীণদের সমান গুরুত্ব চান তিনি। জেলা থেকে শহর যেখানেই যাচ্ছেন তিনি, দলের স্থানীয় নেতাদের কাছে এই বার্তা পৌঁছে দিচ্ছেন। এ বিষয়ে বার্তাদূত হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীরই পুরোনো সতীর্থ-সহকর্মী দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সীকে। সর্বত্র সেই বার্তা দিয়ে চলেছেন তিনি।

তৃণমূল সূত্রে রবিবারের খবর, আর একদিন বাদেই মুখ্যমন্ত্রীর আলিপুরদুয়ারে যাওয়ার কথা দু’দিনের জন্য। জেলা প্রশাসনিক বৈঠকের পাশাপাশি দলের সমাবেশও করবেন সেখানে। তাঁর আসার আগেই দলের পুরোনো নেতা-কর্মীদের এককাট্টা করে মুখ্যমন্ত্রীর সমাবেশ-প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন দলের স্থানীয় তৃণমূল নেতারা। আলিপুরদুয়ারের প্রাক্তন বিধায়ক সৌরভ চক্রবর্তীও রবিবার ‘উত্তরবঙ্গ সংবাদ’-এর কাছে বিষয়টি এড়িয়ে যাননি। জেলা ও জেলা সংলগ্ন এলাকায় দলের পুরোনো নেতা-কর্মীদের মুখ্যমন্ত্রীর সভায় আনতে তোড়জোড় শুরু করে দিয়েছেন তিনি। নেত্রীর বার্তার ব্যাখ্যা দিচ্ছেন তাঁর মতো করে।

যদিও এই মুহূর্তে দলের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক মহলের কাছে নেত্রীর এই বার্তা নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ। কিছু কারণে দলের ‘সেনাপতি’ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে নেত্রীর সামান্য যে দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে, সেদিক থেকে নেত্রীর এই বার্তা নতুন আলোচনার ইন্ধন জুগিয়েছেন দলে। নবীনদের পাশাপাশি প্রবীণদের সমান গুরুত্ব যে নেত্রী দিতে চান, সেকথা প্রকাশ্যেই জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে অভিষেক-ঘনিষ্ঠ মহলকে। বরাবরই দলে প্রবীণদের তুলনায় নবীনদেরই বেশি গুরুত্ব দিয়ে এসেছেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। এই অভিযোগ দলেই একাংশের পক্ষ থেকে উঠেছে। ২০২৬-এর বিধানসভা ভোটের আগে মুখ্যমন্ত্রী তথা দলনেত্রী সেটাই এখন ঘোচাতে উঠেপড়ে লেগেছেন।

## উত্তেজনা

**কলকাতা, ১৯ জানুয়ারি :** এক কিশোর ক্রিকেটারের মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে রবিবার উত্তেজনা ছড়ায় এসএসকেএম হাসপাতালে। অভিযোগ, শনিবার সকাল থেকেই দেব ঘোষ (১৫) নামে ওই ক্রিকেটার নিখোঁজ ছিল। এদিন সকালে বাড়ির লোকজন খবর পান, এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে দেব। কিন্তু দুপুরেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে সে। দেবের পরিবারের দাবি, তাঁদের না জানিয়েই মর্গে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল দেহ। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ অবশ্য অভিযোগ অস্বীকার করে।

# সাজা যাই হোক, অসন্তোষ পরিবারের

### আজ সকলের নজর শিয়ালদা আদালতে

**রিমি শীল**

**কলকাতা, ১৯ জানুয়ারি :** আরজি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার ১৬৫ দিনের মাথায় সাজা ঘোষণা করতে চলেছে শিয়ালদা আদালত। এই ঘটনায় শনিবার সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রায়কে দোষী সাব্যস্ত করেছে আদালত। তাকে ভারতীয় ন্যায়সংহিতার ৬৪ (ধর্ষণ), ৬৬ (ধর্ষণ করে মৃত্যুর দিকে নিয়ে যাওয়া), ১০৩ (১) (খুন) ধারায় দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে, যার সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। তবে ধর্ষণ ও খুনের তদন্তে এখনও বহু উত্তর অধরা রয়ে গিয়েছে বলে মনে করছে নির্যাতিতার পরিবার, আন্দোলনকারী ডাক্তাররা ও নাগরিক সমাজ। সঞ্জয়ের সর্বোচ্চ শাস্তির দাবি করলেও ঘটনার নেপথ্য কারণ এখনও উদঘাটন হয়নি বলে মনে করছেন তাঁরা।

আরজি কর কাণ্ড রাজ্যের স্বাস্থ্যক্ষেত্র, তদন্তকারী সংস্থা ও রাজ্য প্রশাসনের ভূমিকায় একাধিক প্রশ্ন খাড়া করেছে। তাই দ্রুত সাজা ঘোষণা হলেও এই ঘটনার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত বেশকিছু বিষয় নিয়ে প্রশ্ন থাকছে বলেই মনে করছে নির্যাতিতার পরিবার। সাজা ঘোষণার আগে ‘উত্তরবঙ্গ সংবাদ’কে নির্যাতিতার মা বলেন, ‘সঞ্জয়ের বিরুদ্ধে সিবিআই চার্জশিট এনেছে। তাই ওরই সাজা ঘোষণা হচ্ছে। আমরা মনে করি এখনও তদন্ত শেষ হয়নি। বলতে গেলে তদন্ত এখনও শুরুই হয়নি। সিবিআই এখনও আমার মেয়েকে কোথায় খুন করা হয়েছে, সেটাই বার করতে পারেনি। সঞ্জয়ের সাজায় আমাদের খুশি হওয়ারও কিছু নেই, হতাশ হওয়ারও কিছু নেই। বিচারপ্রক্রিয়া শেষ হবে না বলেই মনে করছি। বিচার চলবে।’

> ### দিনভর খায়নি সঞ্জয়
>
> **কলকাতা, ১৯ জানুয়ারি : মুখের সামনে থালায় খাবার সাজানো। একেবারে চুপচাপ বসে রয়েছে সঞ্জয় রায়। কারারক্ষীরা একাধিকবার কথা বলার চেষ্টা করলেও কোনও কথা বলেনি সে। শনিবার আদালত থেকে জেলে নিয়ে যাওয়ার পরই চুপচাপ হয়ে গিয়েছে সে। সোমবার তার বিরুদ্ধে সাজা ঘোষণা করা হবে। জানা গিয়েছে, এদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত কোনও খাবারই মুখে তোলেনি সে। প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারে ৩ নম্বর সেলে রয়েছে সঞ্জয়। সূত্রের খবর, জেলে ঢোকানোর পর থেকে সে চুপচাপ রয়েছে।**

এখনও ‘সঞ্জয় একাই দোষী নয়’ বলে দাবি করছে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলিও। শিলিগুড়ির বিধায়ক তথা বিজেপি পরিষদীয় দলের নেতা শংকর ঘোষ বলেন, ‘সঞ্জয়ের সাজা ঘোষণা বিচারপ্রক্রিয়ার একটি পর্ব মাত্র। তার অপরাধকে যাঁরা আড়াল করতে চেয়েছেন, তাঁদের যতদিন না শাস্তি হবে, ততদিন বিচারপ্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে না।’

সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম বলেন, ‘প্রথম দিন থেকেই তো বলেছি, সন্দেহ রয়েছে। পুলিশ, স্বাস্থ্য দপ্তর জড়িত রয়েছে। সিবিআইকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।’ তবে কিছুটা সাবধানি মন্তব্য করেছে তৃণমূল। তৃণমূল নেতা জয়প্রকাশ মজুমদার বলেন, ‘সাজা ঘোষণার আগে একটা কথা বলতে চাই, সঞ্জয়ের সর্বোচ্চ শাস্তি হোক।’

জুনিয়ার ডাক্তার অনিকেত মাহাতো বলেন, ‘আমার প্রশ্ন, সঞ্জয় ছাড়া আর কে? ডিএনএ রিপোর্টে যেখানে একাধিক ব্যক্তির জড়িত থাকার প্রমাণ মিলেছিল, সেখানে দেশের সর্বোচ্চ তদন্তকারী সংস্থা কী করল? প্রমাণ লোপাটের জন্য অবিলম্বে প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ ও টালা থানার প্রাক্তন ওসি অভিজিৎ মণ্ডলের বিরুদ্ধে সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট দিয়ে তদন্ত শুরু হোক।’

সোমবার সাড়ে ১২টায় সঞ্জয় ও নির্যাতিতার পরিবারের বক্তব্য শুনবেন বিচারক অনির্বাণ দাস। তারপর তিনি চূড়ান্ত সাজা ঘোষণা করবেন দুপুর ২টো নাগাদ। রায়ের কপিতে নির্দিষ্ট বিষয়গুলির ওপর আলোকপাত করে পর্যবেক্ষণে রেখেছেন তিনি।

তবে আইনজীবীরা মনে করছেন, সঞ্জয় একা, নাকি দলগত অপরাধ, সেই বিষয়ে বিচারক কী পর্যবেক্ষণ রাখেন, সেটাই দেখার।

## আজ টিভিতে



ওয়াইল্ড আফ্রিকা রিভার্স অফ লাইফ দুপুর ২.১৭ অ্যানিমাল প্ল্যানেট

### সিনেমা

**কালার্স বাংলা সিনেমা :** সকাল ১০.০০ গ্যাঁড়াকল, দুপুর ১.০০ সেজ বউ, বিকেল ৪.০০ শিকারি, সন্ধে ৭.৩০ ওয়ান্টেড, রাত ১০.৩০ চালবাজ, ১.০০ গোলেমালে পিরিত কোরো না

**জলসা মুভিজ :** দুপুর ১.৩০ সন্তান, বিকেল ৪.১৫ দাদা, সন্ধে ৭.১০ গোলমাল, রাত ১০.১০ লাঠি

**জি বাংলা সিনেমা :** বেলা ১১.৩০ ১০০% লভ, দুপুর ২.৩০ তারিণী তারা মা, বিকেল ৫.০০ মেজ বউ, রাত ৯.৩০ অনুতাপ, ১২.০০ আজকের শর্টকাট

**ডিডি বাংলা :** দুপুর ২.৩০ মানিক

**কালার্স বাংলা :** দুপুর ২.০০ মান মর্যাদা

**আকাশ আট :** বিকেল ৩.০৫ কলঙ্কিনী

**সোনি ম্যাক্স :** বেলা ১১.০০ নো পার্কিং, দুপুর ১.৩০ পুলিশওয়ালা, বিকেল ৪.৪৫ পোস্টার বয়েজ, সন্ধে ৭.১৫ পেয়ার কিয়া নেহি জাতা, রাত ১০.০০ রামপুরি দামাদ

**কালার্স সিনেপ্লেক্স :** বেলা ১১.৫৭ বেটিং রাজা, দুপুর ১.৫৯ গডফাদার, বিকেল ৫.০৬ যুদ্ধ, রাত ৮.০০ দ্য ওয়ারিয়র, ১০.২৫ পিচাইকরন

**সোনি পিক্স এইচডি :** দুপুর ১২.২৪ দ্য লেজেন্ড অফ টারজান, ২.১২ কুং ফু হাসল, বিকেল ৩.৩৬ ভেনম-লেট দেয়ার বি কারনেজ, সন্ধে ৭.১৪ বেবি ড্রাইভার, রাত ৯.০০ মনস্টার হান্টার, ১০.৪৬ বুলেট ট্রেন



১০০% লভ বেলা ১১.৩০ জি বাংলা সিনেমা



রক্ষা বন্ধন দুপুর ১.৪৫ অ্যান্ড পিকচার্স



দ্য গিভার রাত ১১.৪৩ মুভিজ নাউ

### পিকনিক পর্ব





চম্পা রায় শেখাবেন **অমৃতসরি পিনডি ছোলে এবং ধুমকা।** **রাঁধুনি দুপুর ১.৩০ আকাশ আট**

# ফেব্রুয়ারিতে পদ্মের নয়া রাজ্য সভাপতি

**স্বরূপ বিশ্বাস**

**কলকাতা, ১৯ জানুয়ারি :** ফেব্রুয়ারির গোড়াতেই রাজ্য বিজেপির নয়া সভাপতি নির্বাচন। সঙ্গে রাজ্য স্তরে দলের রদবদল প্রক্রিয়া চূড়ান্ত হওয়ারও প্রবল সম্ভাবনা। রবিবার গেরুয়া শিবিরের খবর, যেভাবে দলের সাংগঠনিক নির্বাচন প্রক্রিয়া চলছে, তাতে ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে রাজ্য পর্যায়ে এই রদবদল চূড়ান্ত হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল হয়ে উঠেছে। রাজ্য দলের একাধিক শীর্ষ নেতার নিশ্চিত ধারণা অন্তত সেটাই। দীর্ঘ টানাপোড়েনের পর ১৫ জানুয়ারি সরকারিভাবে দলের সদস্য সংগ্রহ অভিযান শেষ হয়েছে রাজ্যে। এবার শুরু হয়েছে দলের বুথ কমিটি নির্বাচন। তারপর মণ্ডলগুলির গঠন। এই দুই সাংগঠনিক নির্বাচন প্রক্রিয়া চলতি জানুয়ারিতেই শেষ হওয়ার কথা।

তারপর বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে রাজ্য স্তরে সভাপতি ও কমিটি গঠনে হাত দিতে হবে দলের সাংগঠনিক নির্বাচন প্রক্রিয়ার মধ্যে। দলের সংবিধান অনুযায়ী রাজ্য স্তরে সভাপতি ও কমিটির পদাধিকারীদেরও ওই নির্বাচন প্রক্রিয়ার মধ্যে আসতে হবে। এই প্রক্রিয়ায় রিটার্নিং অফিসার থেকে শুরু করে প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র জমা, প্রত্যাহার সহ আনুষ্ঠানিক সব কিছুই থাকবে।

সেক্ষেত্রে রাজ্যে নয়া সভাপতি ও অন্যান্য পদাধিকারী পদে নির্বাচনের জন্য লড়াইও থাকবে। দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের হস্তক্ষেপে আলোচনা ও সহমতের ভিত্তিতে সভাপতি ও অন্যান্য পদাধিকারীর নির্বাচনও চূড়ান্ত করা হতে পারে। বলা যায়, দলের সাংগঠনিক নির্বাচন প্রক্রিয়া বজায় রেখেও আলোচনা ও সহমতের ভিত্তিতে রাজ্য সভাপতি ও পদাধিকারীদের চূড়ান্ত করার চলও রয়েছে বিজেপিতে।

দিল্লি থেকে দলীয় সূত্রের খবর, পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে রাজ্য সভাপতি নির্বাচন আর বেশিদিন পিছিয়ে রাখতে রাজি হচ্ছেন না দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের একটা বড় অংশ। এবছর কাটলেই সামনের বছর ২০২৬-এ পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভার ভোট। তার আগে এখনই দলের নয়া সভাপতি ও অন্যান্য পদাধিকারীকে দায়িত্বে না আনতে পারলে বাস্তবে অনেকটা দেরি হয়ে যাবে। দলের নতুন রাজ্য নেতৃত্বকে ভোটের আগে দলকে গুছিয়ে তোলার জন্য একটা সময় দিতে হবে। এটা ভেবে সম্ভবত ফেব্রুয়ারির গোড়াতেই আলোচনা ও সহমতের ভিত্তিতে ভোটাভুটি এড়িয়ে

> ### যা জানা গিয়েছে
>
> - রাজ্য সভাপতি নির্বাচন আর বেশিদিন পিছিয়ে রাখতে রাজি হচ্ছেন না কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের একটা বড় অংশ
> - দলের নতুন রাজ্য নেতৃত্বকে ভোটের আগে দলকে গুছিয়ে তোলার জন্য সময় দিতে হবে
> - এটা ভেবে সম্ভবত ফেব্রুয়ারির গোড়াতেই নয়া রাজ্য সভাপতি চূড়ান্ত করতে চলেছেন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব

বিজেপির নয়া রাজ্য সভাপতি চূড়ান্ত করতে চলেছেন দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব।

রাজ্যে দলের প্রবীণ শীর্ষ নেতা দিলীপ ঘোষ সহ একাধিক প্রথম সারির নেতারও এই সম্ভাবনার কথায় সায় মিলেছে। দিলীপবাবু বলেন, ‘সময় বেশি আর কোথায়। এক বছর বাদেই তো ভোট। নেতৃত্বে নতুন লোক আনতে হলে পার্টিকে গোছাতে তাঁদের সময় দিতে হবে।’

এদিন দলীয় সূত্রে খবর, একেবারে নতুন কাউকে দলের রাজ্য সভাপতি করতে চাইছেন না কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। পুরোনো কাউকে রাজ্য সভাপতি করার দিকেই সমর্থন বেশি কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের। যিনি তাঁর অতীত অভিজ্ঞতায় ভোটের আগে পার্টিকে গুছিয়ে তুলতে সমর্থ হবেন।

# মদনের নিশানায় কাউন্সিলাররা

**কলকাতা, ১৯ জানুয়ারি :** তৃণমূলের পোশাক খুলে নিলে খেতে পাবেন না কাউন্সিলাররা। বক্তা মদন মিত্র। শনিবার বেলঘরিয়ায় একটি অনুষ্ঠানে গিয়ে এভাবেই কাউন্সিলারদের আক্রমণ করেন তিনি। স্বভাবতই তাঁর এই মন্তব্যে নতুন করে জলঘোলা শুরু হয়েছে।

> মানুষের আশীর্বাদে গায়ে শাল জড়িয়ে কাউন্সিলার হয়ে গিয়েছেন এঁরা। কাল যদি গা থেকে তৃণমূলের কাপড়টা কেড়ে নেওয়া হয়, খেতে পাবে না। অনেকে আছেন আমি জানি।
>
> **মদন মিত্র**

শনিবার রাতে বেলঘরিয়ায় দলীয় এক অনুষ্ঠানমঞ্চে দাঁড়িয়ে কাউন্সিলারদের রীতিমতো হুঁশিয়ারি দেন বিধায়ক। দলীয় কর্মী, সমর্থকদের উদ্দেশে বলেন,‘কোনও কাউন্সিলার যদি আপনাদের তুল্যমূল্য বিচার করেন, চাকরবাকর মনে করেন, কী হল না হল পরোয়া না করেন, সেই কাউন্সিলারকে পাত্তা দেওয়ার কোনও দরকার নেই। সরাসরি আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। আমি কাউন্সিলারদের কায়দা মারা বের করে দেব।’

তিনি আরও বলেন, ‘মানুষের আশীর্বাদে গায়ে শাল জড়িয়ে কাউন্সিলার হয়ে গিয়েছেন এঁরা। কাল যদি গা থেকে তৃণমূলের কাপড়টা কেড়ে নেওয়া হয়, খেতে পাবে না। অনেকে আছেন আমি জানি।’ তখনই রীতিমতো বেপরোয়াভাবে বলেন, ‘এখানে প্রেস আছে হয়তো। এটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলে দেবেন, আমি বলেছি। কোনও কাউন্সিলারকে পরোয়া করার দরকার নেই।’ তাঁর এই ভঙ্গিতে কথা বলায় শুরু হয়েছে গুঞ্জন। বিশেষ করে ‘মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলে দেবেন’ কথার মধ্যে অনেকেই ঔদ্ধত্যের ভাব লক্ষ্য করেছেন।

## মেদিনীপুর হাসপাতালে বিক্ষোভ জারি

**নির্মল ঘোষ**

**কলকাতা, ১৯ জানুয়ারি :** স্যালাইন কাণ্ডে ১৩ জন ডাক্তারকে সাসপেন্ড করার প্রতিবাদে মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে জুনিয়ার ডাক্তারদের অবস্থান বিক্ষোভ চলছে। তবে হাসপাতালে রোগী পরিষেবা স্বাভাবিকই রয়েছে। এভাবে ডাক্তারদের সাসপেন্ড করার ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছে সিনিয়ার ডাক্তারদের সংগঠন জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অফ ডক্টরস। নদিয়ার পলাশিপাড়ার গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রবিবার নিষিদ্ধ স্যালাইন ‘রিংগার্স ল্যাকটেট’ ব্যবহারের অভিযোগ উঠল।

এদিন বিক্ষোভরত জুনিয়ার ডাক্তাররা বলেন, মূল ঘটনাকে আড়াল করার জন্য আমাদের ওপর কোপ দেওয়া হয়েছে। সাসপেনশন তুলে না নেওয়া পর্যন্ত অবস্থান চলবে। তবে তাঁরা কোনওরকম কর্মবিরতিতে যাননি। আর পাঁচটা দিনের মতো স্বাভাবিক রয়েছে হাসপাতালের রোগী পরিষেবা।

## আজকের দিনটি

**শ্রীদেবাচার্য্য**
**৯৪৩৪৩১৭৩৯১**

মেষ : সন্তানের বিদেশে যাওয়ার বাধা কাটবে। বাবার সঙ্গে ব্যবসা নিয়ে সামান্য মতবিরোধ। বৃষ : সামান্যে সন্তুষ্ট থাকুন। বিপন্ন কোনও সংসারের পাশে দাঁড়িয়ে মানসিক শান্তি। মিথুন : অতিরিক্ত কথা বলতে গিয়ে অপমানিত। বিদ্যুৎ ও আগুন ব্যবহারে সাবধান। কর্কট : পরিবার নিয়ে বেড়াতে যাওয়ার পরিকল্পনা পূর্ণ হবে। কানের সমস্যায় ভোগান্তি। সিংহ : কেউ আপনার নামে মিথ্যা অপবাদ দিতে পারে। পাওনা আদায়ে জোরাজুরি করবেন না। কন্যা : অন্যায় কোনও কাজের প্রতিবাদ করে প্রশংসিত হবেন। প্রেমের সমস্যা কাটবে। তুলা : শিল্পীদের জন্যে দিনটি শুভ। মায়ের শরীর ভালো হওয়ায় স্বস্তিলাভ। বৃশ্চিক : নতুন কোনও সম্পর্ক নিয়ে হঠাৎ সমস্যা। রাস্তায় চলতে খুব সতর্ক থাকুন। ধনু : মায়ের পরামর্শে সংসারের কোনও সমস্যা কাটিয়ে উঠতে পারবেন। প্রেমে শুভ। মকর : প্রশিক্ষণে সাফল্য মিলবে। অভিনয় ও সংগীতশিল্পী হলে আজ ভালো যোগাযোগ হতে পারে। কুম্ভ : আজ দীর্ঘদিনের কোনও ইচ্ছাপূরণ হবে। পরিবারের সঙ্গে বেড়াতে যাওয়ার পরিকল্পনা। মীন : নতুন কোনও কাজের সুযোগ মিলবে। কাউকে উপকার করতে গিয়ে সমস্যায় পড়বেন।

## দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৬ মাঘ, ১৪৩১, ভাঃ ৩০ পৌষ, ২০ জানুয়ারি, ২০২৫, ৬ মাঘ, সংবৎ ৬ মাঘ বদি, ১৯ রজব। সূঃ উঃ ৬।২৬, অঃ ৫।১১। সোমবার, ষষ্ঠী দিবা ৯।১৭। হস্তানক্ষত্র রাত্রি ৮।১০। সুকর্মাযোগ রাত্রি ২।৫১। বণিজকরণ দিবা ৯।১৭ গতে বিষ্টিকরণ রাত্রি ৭।২১ গতে ববকরণ। জন্মে-কন্যারাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা, রাত্রি ৮।১০ গতে রাক্ষসগণ বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা। মৃতে-দোষ নাই, দিবা ৯।১৭ গতে একপাদদোষ। যোগিনী-পশ্চিমে, দিবা ৯।১৭ গতে বায়ুকোণে। কালবেলাদি ৭।৪৭ গতে ৯।৭ মধ্যে ও ২।৩০ গতে ৩।৫১ মধ্যে। কালরাত্রি ১০।৯ গতে ১১।৪৯ মধ্যে। যাত্রা-শুভ পূর্বে উত্তরে পশ্চিমে ও দক্ষিণে নিষেধ, দিবা ৯।১৭ গতে মাত্র পূর্বে ও উত্তরে নিষেধ, রাত্রি ৮।১০ গতে যাত্রা নাই। শুভকর্ম-দিবা ৯।১৭ মধ্যে গাত্রহরিদ্রা অব্যূঢ়ান্ন নামকরণ শান্তিস্বস্ত্যয়ন বৃক্ষাদিরোপণ কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)-সপ্তমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। দেশভক্ত শরৎচন্দ্র বসুর প্রয়াণ দিবস (২০ জানুয়ারি)। সাধক কবি নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিবস। অমৃতযোগ-দিবা ৭।৪৮ মধ্যে ও ১০।৪৪ গতে ১২।৫৭ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।১৪ গতে ৮।৪৯ মধ্যে ও ১১।২৫ গতে ২।৫২ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ-দিবা ৩।৯ গতে ৪।৩৮ মধ্যে।

# পুলিশের ভূমিকায় খুশি দুই আহতের পরিবার

**কালিয়াগঞ্জ, ১৯ জানুয়ারি :** দাদাকে নিয়ে কপালে চিন্তার ভাঁজ থাকলেও সাজ্জাকের মৃত্যুতে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে যথেষ্ট সন্তুষ্ট আহত এএসআই নীলকান্ত রায়ের ভাই কমলকান্ত। এই মুহূর্তে শিলিগুড়ির একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে চিকিৎসারত অবস্থায় রয়েছেন কালিয়াগঞ্জের দুই বাসিন্দা তথা সাব-ইনস্পেকটর নীলকান্ত রায় এবং কনস্টেবল দেবেন বৈশ্য। গত বুধবার রায়গঞ্জের পথে পুলিশের গাড়িতে আসার সময় পাঞ্জিপাড়া এলাকায় সাজ্জাক আলমের গুলিতে গুরুতর জখম হয়েছিলেন পুলিশে কর্তব্যরত কালিয়াগঞ্জের দুই বাসিন্দা।

নীলকান্ত রায়ের বাড়ি অনন্তপুর অঞ্চলের জরং এলাকায় এবং দেবেন বৈশ্য দাশিয়া এলাকার বাসিন্দা। কালিয়াগঞ্জের বিধায়ক সৌমেন রায় তৃণমূলে থাকাকালীন দেবেন বৈশ্য বেশ কিছুদিন বিধায়কের নিরাপত্তারক্ষী হিসাবে কাজ করেছিলেন।

কমলকান্তকে প্রশ্ন করা হয়, আপনার দাদা নীলকান্ত রায় এবং দেবেন বৈশ্যকে গুলি করে পালিয়ে যাওয়া খুনের আসামি সাজ্জাক আলম শনিবার ভোরে পুলিশের গুলির লড়াইয়ে মারা গিয়েছে। এই ঘটনায় আপনারা পরিবারগতভাবে খুশি তো? নীলকান্ত রায়ের ভাই উদ্বেগের সুরে জানালেন, 'দাদা এখন শিলিগুড়িতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রয়েছেন। আমরা পুলিশের ভূমিকায় খুবই খুশি।'

দেবেন বৈশ্যের পরিবারে স্ত্রী ও অষ্টম শ্রেণির পড়ুয়া এক মেয়ে রয়েছে। প্রত্যেকে পরিবারের মাথা দেবেনের শারীরিক পরিস্থিতি নিয়ে চিন্তিত। দেবেনের ভাই প্রবীরের কথায়, 'দাদা এখনও শিলিগুড়িতে একটি নার্সিংহোমে আইসিইউতে ভর্তি আছেন। খুব চিন্তায় আছি।'

কালিয়াগঞ্জ থানার আইসি দেবব্রত মুখোপাধ্যায় জানালেন, 'এখনও পর্যন্ত নীলকান্ত রায় এবং দেবেন বৈশ্যের বাড়ির সামনে পুলিশ পিকেটিং বসানো হয়নি। নির্দেশ আসলে অবশ্যই তা পালন করা হবে।'

**পাঞ্জিপাড়া শুটআউট**

> বুধবারের পর থেকেই নীলকান্ত এবং দেবেনের শারীরিক পরিস্থিতি নিয়ে আমরাও বেশ চিন্তিত। নীলকান্ত আরেকটু সুস্থ হলে তবেই ওর শরীর থেকে গুলি বের করা হবে বলে শুনেছি। ওরা দু'জনই একই নার্সিংহোমে ভর্তি আছেন। আমরা ওদের পরিবারের পাশে আছি।
>
> **উত্তম সরকার,** বাসিন্দা



খুশির শৈশব। কোচবিহার শহরের এনএন পার্কে রবিবার বিকেলে ভাস্কর সেহনবিশের ক্যামেরায়।

# সাগরদিঘির চারপাশের বোলার্ড চুরি, ক্ষতি

গৌরহরি দাস

**কোচবিহার, ১৯ জানুয়ারি :** সাগরদিঘি দেখভালের জন্য সম্প্রতি প্রশাসনের তরফে রক্ষী নিয়োগ করা হয়েছে। সাগরদিঘির সৌন্দর্যায়নে দিঘির চারপাশে বোলার্ড বসানো হয়েছিল। রক্ষী নিয়োগ করার পরেও সেগুলোর মাথা তুলে নিয়ে যাওয়া বা ভাঙা কোনওভাবেই ঠেকানো যাচ্ছে না। বরং দিনে দিনে তা বেড়েই চলেছে।

রবিবার দেখা যায়, দিঘির পশ্চিমদিকে জেলা শাসকের দপ্তরের দিকে সবক'টি বোলার্ডের মাথা নেই। সাগরদিঘির চারপাশে সিসিটিভি ক্যামেরা রয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে, তাহলে সিসিটিভির ফুটেজ দেখে যে বা যারা এই দুষ্কর্মের সঙ্গে জড়িত, তাদের বিরুদ্ধে কেন কোনও পদক্ষেপ করছে না পুলিশ কিংবা প্রশাসন।

রাজ আমলের অসংখ্য ঐতিহ্যবাহী স্থাপত্য এবং ভবন থাকায় খুব তাড়াতাড়ি হেরিটেজ শহর হিসাবে ঘোষণা হতে চলেছে কোচবিহার। এই অবস্থায় কোচবিহারের প্রাণকেন্দ্র সাগরদিঘিকে পর্যটকদের কাছে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে সাগরদিঘির চারপাশে সৌন্দর্যায়নের বিভিন্ন কাজ করছে প্রশাসন। সৌন্দর্যায়ন বাড়াতে সম্প্রতি দিঘির চারধারে সুন্দর করে বোলার্ড বসিয়েছে প্রশাসন। অথচ কোচবিহারের একাংশ নাগরিক বা দুষ্কৃতীরা ক্রমশ এই বোলার্ডগুলির মাথা ভেঙে ফেলছেন। ঘটনার কথা জানাজানি হতেই কোচবিহারের বিভিন্ন মহলে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। কোচবিহার রয়্যাল ফ্যামিলি সাকসেসর্স ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের মুখপাত্র কুমার মৃদুলনারায়ণ বলেন, 'এগুলো আমাদের কোচবিহারের সকলের সম্পত্তি। ফলে সেগুলোকে ঠিক রাখার দায়িত্ব আমাদের সবার।'

কোচবিহারের পর্যটনকেন্দ্রগুলির মধ্যে অন্যতম হচ্ছে সাগরদিঘি। কোচবিহারের পাশাপাশি বাইরে থেকেও প্রতিদিন হাজার হাজার পর্যটক আসেন দিঘির সৌন্দর্য উপভোগ করতে। এই অবস্থায় দিঘির চারদিকে লাগানো ভাঙা বোলার্ডে দিঘির সৌন্দর্যায়নে ঘাটতি হচ্ছে। এই বোলার্ডগুলি বাইরের থেকে আসা পর্যটকরা ভাঙছেন না বলে সকলের অনুমান। ভাঙছেন কোচবিহারের বাসিন্দাদের একাংশ। বিশেষ করে রাতে যাঁরা দিঘির পাড়ে আড্ডা দিচ্ছেন, সম্ভবত তাঁদেরই মধ্যে কেউ বা কারা এই কাজ করছেন। পাশাপাশি প্রশ্ন উঠেছে দিঘি দেখভালের জন্য থাকা সিভিক পুলিশের ভূমিকা নিয়েও। কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন, 'সাগরদিঘির এই সৌন্দর্যায়নের বিষয়টি প্রশাসনই দেখভাল করছে। তারাই ওখানে রক্ষী নিয়োগ করেছে। ফলে বোলার্ড ভাঙার বিষয়টি নিয়ে তারাই বলতে পারবে।' অন্যদিকে, কোচবিহার সদর মহকুমা শাসক কুণাল বন্দ্যোপাধ্যায়কে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতে একাধিকবার ফোন করলেও তিনি ফোন ধরেননি।

# মিলল আন্তঃরাজ্য যোগাযোগের তথ্য
# পুলিশের জালে মোষ পাচারের পান্ডা

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

**বক্সিরহাট, ১৯ জানুয়ারি :** আন্তঃরাজ্য মোষ পাচারচক্রের অন্যতম পান্ডাকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। শনিবার আলিপুরদুয়ার জেলার বারবিশা থেকে কার্তিক দাস নামে সেই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে বক্সিরহাট থানার পুলিশ। অভিযোগ, অসম-বাংলা সীমানায় মোষ পাচারের সিন্ডিকেট সামলাত ওই ব্যক্তি। ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে আন্তঃরাজ্য মোষ পাচারের একাধিক তথ্য উঠে এসেছে তদন্তকারী আধিকারিকদের হাতে। পাচারকারীদের অসমের সীমানা টপকাতে সাহায্য করাই ছিল মূলত তার কাজ। পুলিশের চোখে কী করে ধুলো দিতে হবে, সেসব কৌশল বাতলে দিত এই অভিযুক্ত।



মোষ পাচারের অন্যতম পান্ডাকে তোলা হচ্ছে আদালতে। রবিবার।

তুফানগঞ্জ এসডিপিও বৈভব বাঙ্গার জানিয়েছেন, মোষ পাচারচক্রের অন্যতম পান্ডাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে চক্রের বাকিদেরও খোঁজ চলছে। ধৃতকে তুফানগঞ্জ মহকুমা দায়রা আদালতে তোলা হলে তাকে তিনদিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

অসম-বাংলা সীমানা সংলগ্ন বারবিশা আসলে মোষ পাচারের ক্ষেত্রে গোটা উত্তর-পূর্ব ভারতের ট্রানজিট পয়েন্ট। কনটেনার ও পিকআপ ভ্যানে চাপিয়ে এই এলাকা দিয়ে মোষ পাচার করা হয়। আবার অনেক সময় হাঁটাপথেও অসম সীমানা ঘেঁষা রাস্তা দিয়ে অসম সহ উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে পাচার করা হয়। মোষ পাচারকে কেন্দ্র করে কোটি কোটি টাকার কারবার চলছে বলে অভিযোগ।

এই মোষ পাচার রুখতে পুলিশ-প্রশাসনও চেষ্টা চালাচ্ছে। অসম ঢোকার আগে জাতীয় সড়কের ওপর কোচবিহার জেলার বক্সিরহাট থানার নাকা চেকিং পয়েন্টে ওয়াচটাওয়ার বসানো হয়েছে। সংকোশ সেতুতে সশস্ত্র বাহিনীর কড়া নজরদারিও রয়েছে।

তথ্য বলছে, বিগত ছয় মাসে ভাঙ্গাপাকরিতে পুলিশের নাকা চেকিং পয়েন্টে তল্লাশি চালিয়ে কনটেনারে ছয়শোর বেশি মোষ উদ্ধার করেছে বক্সিরহাট থানার জোড়াই ফাঁড়ির পুলিশ। একাধিক পাচারকারীকে গ্রেপ্তারও করা হয়েছে। ধৃতদের মধ্যে রয়েছে উত্তরপ্রদেশ, বিহার, উত্তর দিনাজপুর ও অসমের বাসিন্দাও। সেই ধৃতদের সূত্র ধরেই মোষ পাচারচক্রের অন্যতম পান্ডা কার্তিককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

পুলিশি জেরার মুখে অভিযুক্ত জানিয়েছে, জাতীয় সড়কে বক্সিরহাট থানার পুলিশের ধরপাকড় এড়াতে মোষ পাচারে নিরাপদ করিডর হিসেবে অসম সীমানা ঘেঁষা বারবিশাকে বেছে নিয়েছিল তারা। ইসলামপুরের পাঞ্জিপাড়া হয়ে শিলিগুড়ি, ধূপগুড়ি, বানারহাট, বীরপাড়া হয়ে হাসিমারায় অপেক্ষা করত কনটেনারের চালক। তারপর কার্তিকের সবুজ সংকেত মিললেই মোষ নামানো হত বারবিশার নিরাপদ এলাকায়। এরপর রাতের অন্ধকারে মোষগুলোকে হাঁটাপথে ভল্কা-১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা ধরে নিয়ে যাওয়া হত সংকোশ নদী লাগোয়া বাঘমারা এলাকায়। এরপর হাঁটাপথেই নদী পেরিয়ে নিয়ে যাওয়া হত অসম সীমানা ঘেঁষা পাকরিগুড়িতে। তারপর গ্রামের গলিপথ ধরে খুব সহজেই অসমে মোষ পাচার করা হত। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্তের মোবাইল ফোন পরীক্ষা করতেই মিলেছে একাধিক তথ্য ও পাচারের জন্য ব্যবহৃত কোড। অভিযুক্তকে জেরা করে উঠে এসেছে একাধিক পাচারকারীর নামও। বাকিদের খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

# ধূপগুড়িতে উৎপাদিত আলু মজুত নিয়ে সংকটের মেঘ

শুভাশিস বসাক

**ধূপগুড়ি, ১৯ জানুয়ারি :** উৎপাদিত আলু হিমঘরে রাখা নিয়ে অনিশ্চয়তার মেঘ ছড়াচ্ছে। চলতি বছর ধূপগুড়িতে ১৫ হাজার ২০০ হেক্টর জমিতে আলুর চাষ হয়েছে। গত মরশুমে এই পরিমাণটি ছিল ১৪ হাজার ৮০০ হেক্টর। স্বভাবতই এবার ৪০০ হেক্টর জমিতে চাষ বেড়েছে। ফলত, বাড়বে উৎপাদনের পরিমাণও। এই অবস্থায় চলতি বছর উৎপাদিত আলু হিমঘরে সংরক্ষণের প্রচুর চাহিদা থাকবে। এমনটাই আশা করছে কর্তৃপক্ষগুলি। কিন্তু ধূপগুড়ি ব্লকের একটি হিমঘর ইতিমধ্যে আর্থিক কারণে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এখন অবধি সেটি খোলার কোনও উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না। ফলে, উৎপাদিত আলু সংরক্ষণ নিয়ে ধূপগুড়িতে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে।

প্রশাসনিক সূত্রে খবর, জলঢাকার বগরিতলার ওই হিমঘরটি বর্তমানে ঋণ পরিশোধ করতে না পারায় ব্যাংকের কোপে পড়েছে। ওই হিমঘরটির মোট ধারণক্ষমতা ৫০ কেজির প্যাকেট হিসাবে ৪ লক্ষ ৩৮ হাজার প্যাকেট। সব মিলিয়ে যার পরিমাণ ২১ হাজার ৯০০ মেট্রিক টন। প্রসঙ্গত, রাজ্য কৃষি দপ্তর এবং কৃষি বিপণন দপ্তর একসঙ্গে বসে আলোচনার মাধ্যমে ফি-বছর হিমঘরগুলির ধারণক্ষমতা নির্ধারণ করে দেয়। এক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েত বিশেষে সেই ক্ষমতা কমবেশি করা হয়। এবারও আলুর মরশুমের শুরু থেকে তেমনই পরিকল্পনামাফিক এগোচ্ছিল সংশ্লিষ্ট দুই দপ্তর। জলঢাকার বগরিতলার ওই হিমঘরটি এক রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক থেকে মোটা টাকা ঋণ নিয়েছিল। কিন্তু এখন সেই বকেয়া ঋণ সুদ-আসলে না মেটাতে পারায় ব্যাংক কর্তৃপক্ষ সেটি 'সিজ' করে নেয়। বকেয়া টাকা হাতে পেলে তারা হিমঘরের দখল ছাড়বে না। যতক্ষণ বকেয়া না মিটবে বা নতুন কোনও ক্রেতা হিমঘরটি কিনছে ততদিন এটি বন্ধ অবস্থায়ই ব্যাংক নিজের হেপাজতে রেখে দেবে বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে।

সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের এনফোর্সমেন্ট বিভাগের আধিকারিক শান্তনু সরকার এ ব্যাপারে বলেন, 'হিমঘরটি আপাতত ব্যাংকের হেপাজতেই থাকবে। যতক্ষণ না নতুন কেউ এটি কিনছেন বা ঋণের বকেয়া টাকা পরিশোধ হচ্ছে ততদিন এই স্থাবর সম্পত্তিটি ব্যাংকই দেখভাল করবে। প্রয়োজনে বকেয়া টাকা তুলতে ব্যাংক হিমঘরটি নিলামও করতে পারে।' এপ্রসঙ্গে ওই হিমঘরের ম্যানেজার পিকে উপাধ্যায় বলেন, 'আমরা এত সহজে হিমঘরটির মালিকানা ছাড়ছি না। ঋণের বকেয়া টাকা পরিশোধ করে পুনরায় সেটি নিজেদের হেপাজতেই নেওয়া হবে। ইতিমধ্যে সেই চেষ্টাই শুরু হয়েছে।'

ধূপগুড়ি ব্লক কৃষি দপ্তর সূত্রে খবর, প্রতি বছরই হিমঘরে আলু রাখা নিয়ে প্রশাসনকে চাপের মুখে পড়তে হয়। তার ওপর একটি হিমঘর বন্ধ হওয়ায় চাপ আরও বাড়বে। তাই এখন থেকেই সেখানকার আলু অন্যত্র রাখার পরিকল্পনা করতে হচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনের সর্বস্তরেই আলোচনা চালানো হচ্ছে। তবে নিয়ে দুই দপ্তরের কেউই প্রকাশ্যে মুখ খুলতে চাইছেন না।

# কুনকির আঘাতে পাতাওয়ালার মৃত্যু

শুভদীপ শর্মা

**লাটাগুড়ি, ১৯ জানুয়ারি :** গরুমারায় কুনকি হাতির আক্রমণে মৃত্যু হল এক পাতাওয়ালার। বন দপ্তর সূত্রে খবর, মৃতের নাম মাধে খেড়িয়া। তিনি মেটেলি ব্লকের মূর্তি এলাকার বাসিন্দা। আর এ ঘটনায় অভিযুক্ত মানিক নামের একটি মাকনা। হাতির আক্রমণে মাহুত বা পাতাওয়ালার মৃত্যুর ঘটনা এর আগে জলদাপাড়ায় একাধিকবার ঘটলেও, গরুমারায় এবারই প্রথম, বলছেন অভিজ্ঞ বনকর্মীরাই।

সূত্রের খবর, মাসখানেক আগেই মাধেকে কাজে নিয়েছিল বন দপ্তর। বন দপ্তরের তরফে তাঁকে ঠিকমতো প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। যদিও এই বিষয়ে গরুমারা বন্যপ্রাণী বিভাগের কোনও আধিকারিকের মন্তব্য পাওয়া যায়নি। উত্তরবঙ্গের বনপাল ভাস্কর জেভি জানান, ঘটনাটি সত্যি দুঃখজনক। মানিক নামের হাতিটিকে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। কেন এধরনের ঘটনা ঘটল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সোমবার মাধের দেহের ময়নাতদন্ত করা হবে। ঘটনার পরেই ওই কুনকিকে গরুমারার বাকি কুনকিদের থেকে আলাদা রাখা হয়েছে। তার ওপর বিশেষ নজরদারিও চালানো হচ্ছে।

বছরখানেক আগে রায়গঞ্জ থেকে মানিক নামের একটি মাকনাকে গরুমারায় আনা হয়। তারপর প্রশিক্ষণ দিয়ে তাকে গরুমারা বিটের গারাতি ক্যাম্পে রাখা হয়েছিল। মাসখানেক ধরে তার খাবারের দায়িত্ব ছিল ওই মাধের ওপর। প্রতিদিনের মতো এদিনও বিকেল নাগাদ মানিককে মূর্তি নদীতে স্নান করানোর জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। আচমকাই মানিকের মেজাজ বিগড়ে যায়। সে শুঁড় দিয়ে আঘাত করে মাধেকে। গুরুতর জখম অবস্থায় মাধেকে বাকি মাহুত ও বনকর্মীরা উদ্ধার করে মঙ্গলবাড়ি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে মাহুত ও পাতাওয়ালাদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার কথা গরুমারায়। মাধের মৃত্যুর পর প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে, কীভাবে ঠিকমতো প্রশিক্ষণ ছাড়াই মাধেকে এত বড় দায়িত্ব দেওয়া হল।

# গঙ্গায় ডিঙি উলটে মৃত ৩, নিখোঁজ দশ

**কিশনগঞ্জ, ১৯ জানুয়ারি :** কাটিহারের গঙ্গায় ডিঙি উলটে ১৩ জন তলিয়ে গেলেন। সেটিতে মোট ১৭ জন নারী, পুরুষ ও শিশু ছিল। তিনটি মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। চারজনকে উদ্ধার করে কাটিহার জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। বাকি দশজন এখনও নিখোঁজ। পুলিশ জানায়, মৃতদের নাম পবন কুমার (৬০), সুধীর মণ্ডল (৭০)। এক বছরের একটি শিশুর মৃতদেহও উদ্ধার হয়েছে। প্রশাসনের দাবি, ডিঙিতে বাড়তি যাত্রী থাকায় এই ঘটনা ঘটেছে। মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার ঘটনায় শোকপ্রকাশ করে মৃতদের ওয়ারিশকে চার লাখ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন।

রবিবার সকালে কাটিহারের অমাদাবাদের করিমুল্লাহপুর দিয়ারার মেঘুঘাট থেকে ১৭ জন যাত্রী নিয়ে ডিঙিটি গড়াই দিয়ারার দিকে যাচ্ছিল। মাঝগঙ্গায় বাড়তি ওজন ও জলের ঢেউয়ে সেটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উলটে যায়। পুলিশ সূত্রে খবর, ঝাড়খণ্ডের সকরি থেকে ১৭ জন নৌপথে এক আত্মীয়ের বাড়িতে পারিবারিক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যাচ্ছিলেন। এ সময় ডিঙিটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গোলাঘাটের কাছে উলটে যায়। মনিহারির মহকুমা শাসক কুমার সিদ্ধার্থ ও মহকুমা পুলিশ আধিকারিক মনোজ কুমার, অমাদাবাদ থানার আইসি কুন্দন কুমারের নেতৃত্বে নিখোঁজদের সন্ধানে দিনভর নদীতে তল্লাশি চালানো হয়।

তীব্র জলস্রোত ও গভীরতার জন্য অভিযানে বেগ পেতে হয়। স্থানীয়দের অভিযোগ, নৌকায় বাড়তি যাত্রী পরিবহণ বন্ধে প্রশাসন এতদিন নিষ্ক্রিয় ছিল। এদিনের ঘটনার পর প্রশাসনকে এ ব্যাপারে উদ্যোগী হতে দেখা যায়।

# লোকালয়ে হাতি

**ফালাকাটা, ১৯ জানুয়ারি :** গত নয়দিনের মধ্যে ফালাকাটায় দু'বার জোড়া হাতির তাণ্ডব চলল। দুই রাতেই শহর এবং গ্রামে দাপিয়ে বেড়িয়েছে হাতি। বন দপ্তর বলছে, জলদাপাড়ার কুঞ্জনগরের বনাঞ্চল থেকে বের হয়ে হাতি এখন শহরমুখী। গত শুক্রবার রাতে শহর ছাড়িয়ে দূরের গ্রামে চলে গিয়েছিল হাতি। তাই কুঞ্জনগরের সীমানাতেই হাতিকে আটকে দেওয়ার দাবি তুলেছেন ফালাকাটাবাসী।

রেঞ্জ অফিসার রাজীব চক্রবর্তীও বলেন, 'দূরের এলাকার বাসিন্দাদের এসব কৌশল না জানাটাই স্বাভাবিক। তাই আমরাও চেষ্টা করছি, আর যাতে এত দূরে হাতি না ঢোকে।' শুক্রবার রাত থেকে শনিবার রাত পর্যন্ত প্রায় ২৪ ঘণ্টা ঘুম, খাওয়া বন্ধ করে হাতিকে জঙ্গলমুখো করার কাজে লেগে ছিলেন বনকর্মীরা। বনকর্মীরাও তাই চাইছেন, এভাবে হাতি যাতে বেশি দূরের এলাকায় আর চলে না যায়। বন দপ্তর অবশ্য বিষয়গুলি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছে।

# নিরাপত্তার স্বার্থে ভার্চুয়াল শুনানি

প্রণব সূত্রধর

**আলিপুরদুয়ার, ১৯ জানুয়ারি :** পাঞ্জিপাড়ার মতো পুলিশকে গুলি করে অভিযুক্তের পালিয়ে যাওয়ার মতো ঘটনা যাতে কোনওমতেই না ঘটে, সেজন্য সবরকমের চেষ্টা করছে আলিপুরদুয়ারের প্রশাসন। ইতিমধ্যেই তো আলিপুরদুয়ার আদালত চত্বর সিসিটিভি ক্যামেরায় মুড়ে ফেলা হয়েছে। এবার আরও কড়া পদক্ষেপ করা হয়েছে। সোমবার থেকে বিভিন্ন মামলার ভার্চুয়ালি শুনানি হওয়ার কথা রয়েছে। বিশেষ অ্যাপের সহযোগিতায় সেই ভার্চুয়াল শুনানি হতে পারে। খুব প্রয়োজন না হলে অভিযুক্তদের সশরীরে আদালতে হাজিরা দিতে হবে না। যদি কাউকে আদালতে তোলার প্রয়োজন হয়, তাহলে একটি এসকর্ট ভ্যান পাহারায় থাকবে।

কী থাকবে সেই এসকর্ট ভ্যানে? তাতে ৮-১০ জন পুলিশের একটি বিশেষ বাহিনী থাকবে। তাঁদের মধ্যে তিনজন সশস্ত্র পুলিশকর্মী থাকবেন। কয়েকজন মহিলা কনস্টেবল থাকবেন। কোনও মহিলা অভিযুক্তকে আদালতে তুলতে হলে তাঁদের প্রয়োজন হবে। সেই এসকর্ট টিম সারাক্ষণ আদালত চত্বরেই থাকবে।

আলিপুরদুয়ার সংশোধনাগারের এক কর্তা বলেন, 'ভার্চুয়াল শুনানির জন্য সংশোধনাগারে পরিকাঠামো আগেই গড়ে তোলা হয়েছে। সোমবার থেকে ভার্চুয়াল শুনানির কাজ শুরু হয়ে যাবে।' একইসঙ্গে আলিপুরদুয়ার বার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক সুহৃদ মজুমদারের কথায়, 'আলিপুরদুয়ার আদালতে বিভিন্ন মামলার ভার্চুয়াল শুনানির প্রাথমিক পর্যায়ের কাজ সোমবার থেকে শুরু হবে। সবগুলি এজলাসে সেজন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো গড়ে তোলার কাজ প্রায় শেষ।'

ভার্চুয়াল শুনানির ব্যবস্থা থাকলেও কোনও কোনও ক্ষেত্রে অভিযুক্তদের আদালতে নিয়ে আসতেই হবে? আদালত ও সংশোধনাগার সূত্রে জানা গিয়েছে, একেবারে প্রথম দিন আদালতে পেশ করার ক্ষেত্রে অভিযুক্তকে সশরীরে নিয়ে আসতেই হবে। পরবর্তী শুনানিগুলো হবে ভার্চুয়াল। তাছাড়া সাজা ঘোষণার সময়ও অভিযুক্তকে সশরীরে আদালতে নিয়ে আসতে হবে।

**প্রস্তুতি**

- অস্থায়ী জেলা আদালতে ভার্চুয়াল শুনানির পরিকাঠামো রয়েছে
- অন্যান্য এজলাসেও পরিকাঠামোর প্রাথমিক কাজ হয়েছে
- তবে কয়েক জায়গায় নেটওয়ার্কের সমস্যা হতে পারে

সোমবার থেকেই আলিপুরদুয়ার জেলা আদালতে এই ভার্চুয়ালি শুনানি হওয়ার কথা রয়েছে। তবে তার দু'দিন আগে থেকেই আদালত চত্বরে ও প্রিজন ভ্যানের পাহারায় এসকর্ট নিযুক্ত করা হয়েছে। এর আগে কিন্তু বিশেষ বিশেষ মামলা ছাড়া আর কোনও ক্ষেত্রেই অভিযুক্তদের নিয়ে যাওয়ার সময় এসকর্ট ভ্যান দেখা যায়নি। ভার্চুয়াল শুনানিও যে এই প্রথম, তা নয়। বার অ্যাসোসিয়েশন সূত্রে জানা গিয়েছে, ইতিপূর্বে আলিপুরদুয়ারে এনডিপিএসের মতো বিশেষ কয়েকটি মামলার ক্ষেত্রে ভার্চুয়াল শুনানি হয়েছে।

# ছায়া তৃণমূলে

প্রথম পাতার পর

কোচবিহার-১ পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন সহ সভাপতি আজিজুল হক সহ শতাধিক অনুগামী। আর তাঁদের জোটের ক্ষমতা দেখাতে পিকনিকের সেই ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্টও করেন প্রাক্তন সাংসদ পার্থপ্রতিম।

যা নিয়ে দলের অন্দরে ব্যাপক শোরগোল শুরু হয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে শীতলকুচিতে দলের বিধানসভাভিত্তিক জনসভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। অথচ সেই জনসভায় না গিয়ে প্রথম দিন থেকে তৃণমূল করে আসা দলের এই পোড়খাওয়া নেতারা কেন সদলবলে পোরো বস্তিতে পিকনিক করতে গেলেন? তাহলে কি জনসভায় যাওয়ার জন্য জেলা নেতৃত্বের তরফে তাঁদের আমন্ত্রণ জানানো হয়নি?

বিষয়টি নিয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে জগদীশ বলেন, '২০২৬ সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ৯-এ ৯টা আসন জেতানোর লক্ষ্যে আমরা লড়াই করছি। জনসভা করছি। কে কোথায় পিকনিক খেল না হাতি খুঁজতে গেল, সেটা দেখার সময় আমাদের নেই।' আরেক ডিগ্রি এগিয়ে দলের বর্ষীয়ান নেতা জলিল আহমেদ বলেন, 'দলছুট হাতি জঙ্গলেই থাকুক, জনসাধারণের মধ্যে ওদের থাকতে হবে না।'

আর অপর গোষ্ঠীর এই কড়া মন্তব্যের জবাবে হালকা মেজাজে রবি বলেন, 'হাতি খুঁজতে পোরো বস্তির এই গভীর জঙ্গলে এসেছি। যাতে দলের সঙ্গে যোগ দিতে পারি, দলের সঙ্গে মিশতে পারি। হাতি খুঁজে তাদের যাতে আমরা বলতে পারি, আমরা তোমাদের সঙ্গেই আছি।'

দলের মন্ত্রী, সাংসদ, জেলা সভাপতির এমন কঠোর সমালোচনাকে যে রবি-পার্থ একদম পাত্তাই দিচ্ছেন না, এর পিছনে রহস্যটা কী? তাহলে কি তাঁদের মাথার ওপর রাজ্য নেতৃত্বের বড় কারও কোনও হাত রয়েছে? তা নিয়েই এখন রাজনৈতিক জল্পনা তুঙ্গে কোচবিহারে।

# তৃণমূলের সভা

**কামাখ্যাগুড়ি, ১৯ জানুয়ারি :** কামাখ্যাগুড়ি ১ নম্বর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে সভা হল। রবিবার কামাখ্যাগুড়ি মিশন হাইস্কুল প্রাঙ্গণে এই সভা হয়। এদিন সেখানে অঞ্চলের সমস্ত স্তরের অর্থাৎ বুথ সভাপতি, গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য, অঞ্চল এবং শাখা সংগঠনের নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন। কামাখ্যাগুড়ি ১ নম্বর অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি মিহির নার্জিনারি বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের জেলায় আসছেন, সেই উপলক্ষ্যে জনসভা হবে। আমরা সেই সভায় অংশগ্রহণ করব। সেকারণে সকল কর্মী ও নেতারা একসঙ্গে আলোচনা করলাম।'

# হামলায় ধৃতের বাংলাদেশি-যোগ

প্রথম পাতার পর

বসতির কাছে একটি ঝোপের আড়ালে শুকনো ঘাসের ওপর অঘোরে ঘুমোচ্ছিল অভিযুক্ত।

গত বুধবার রাতে বান্দ্রায় অভিনেতা সইফ আলি খান ও তাঁর স্ত্রী করিনা কাপুরের ফ্ল্যাটে ঢুকেছিল শেহজাদ। ফ্ল্যাটের মালিকদের পরিচয় না জেনেই গিয়েছিল বলে সে জেরায় জানিয়েছে। বাধা পেয়ে সে সইফকে একের পর এক ছুরির কোপ মারে। সইফ এখন বিপন্মুক্ত। তবে হাসপাতালেই চিকিৎসাধীন। এই বলিউড অভিনেতার ওপর হামলাকারীকে ধরতে মুম্বই পুলিশ ৩৫টি দল গঠন করেছিল।

সইফের আবাসন সহ নানা জায়গার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখার সময় পুলিশ বুঝতে পারে, হামলার পরদিন দাদর থানার একটি দোকান থেকে হেডফোন কিনেছিল অভিযুক্ত। এরপর তাকে দেখা যায় বান্দ্রা রেলস্টেশনেও। এরপর বান্দ্রা ও আশপাশের থানা এবং রেলপুলিশকে সতর্ক করা হয়। টিভির খবরে সইফের পরিচয় জানতে পেরে সতর্ক হয় শেহজাদ। মুম্বই থেকে পালিয়ে থানেতে আত্মগোপনের চেষ্টা করে। পুলিশি সক্রিয়তায় সেই চেষ্টা ভেস্তে যায়।

শনিবার পুলিশের কাছে বয়ানে করিনা কাপুর বলেন, 'অভিযুক্ত হিংস্রভাবে সইফের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। ক্রমাগত কোপ মারছিল। বাড়ির সবাই ভয় পেয়ে গিয়েছে। জেহ (সইফ-করিনার ছোট ছেলে) এখনও আতঙ্কে রয়েছে।'

# নিহত সাজ্জাকের

প্রথম পাতার পর

বছর আগে আবদুল গোয়ালপোখর এলাকার এক তরুণীকে বিয়ে করেছিল। নাগরিকত্বের নানা নথিও জোগাড় করে ফেলেছিল।

যদিও শেষরক্ষা হয়নি। ২০১৯ সালে সে বিদেশি নিয়ন্ত্রণ আইনে গ্রেপ্তার হয়। তিন বছরের কারাদণ্ড হয়েছিল তখন। সেই সাজা খাটার পর তাকে বাংলাদেশে পুশ ব্যাক করেছিল ভারতীয় কর্তৃপক্ষ। কিন্তু সে যে আবার ফিরে এসে দুষ্কর্ম শুরু করেছিল, পাঞ্জিপাড়ায় শুটআউটের পর তা স্পষ্ট হল। পুলিশ জানিয়েছে, আবদুলের কাছে এই এলাকার অলিগলি জলভাত। ফলে তার গা-ঢাকা দেওয়া সহজ। রবিবার আবদুলের খোঁজে শ্রীপুর সীমান্ত এলাকায় পুলিশ তল্লাশি করে স্থানীয় সোর্স এবং ডিজিটাল ট্র্যাকিং কাজে লাগিয়ে।

# নজরকাড়া লুপ পুল দিয়ে যাত্রা এখনও অনিশ্চিত

অনুপ সাহা

**ওদলাবাড়ি, ১৯ জানুয়ারি :** বাগ্রাকোটের লুপ পুলের ভাইরাল ভিডিও দেখে ভাবছেন সেই রাস্তা দিয়ে সিধে সিকিম যাবেন গাড়ি চালিয়ে? আপনার সেই আশা কবে পূরণ হবে, ঠিক নেই। প্রাথমিকভাবে ২০২৪ সালকে ডেডলাইন ধরে সড়কের কাজ শুরু করা হয়েছিল। তবে কেবল পশ্চিমবঙ্গের পাহাড়ি এলাকাতেই এই মুহূর্তে নির্মাণকাজের যা গতি, তাতে ২০২৬ সালের আগে এই পথে স্বাভাবিক যানবাহন চলাচল সম্ভব নয় বলেই মনে করছেন নির্মাণকাজে জড়িতরা।

কাজ কবে নাগাদ শেষ হবে সে প্রশ্নের কোনও স্পষ্ট জবাব দিতে পারছে না ন্যাশনাল হাইওয়ে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড (এনএইচআইডিসিএল)। নির্মাণকাজ কবে শেষ হবে সে বিষয়ে জানতে চেয়ে এনএইচআইডিসিএল-এর সিকিম রিজিওনাল অফিসের এগজিকিউটিভ ডিরেক্টর থেকে শুরু করে একাধিক আধিকারিককে ফোন করা হয়েছিল। কিন্তু তাঁরা কেউই ফোন রিসিভ করেননি।



ওদলাবাড়ি ও বাগ্রাকোটের মাঝে রেললাইনের ওপর দু'পাশের উড়ালপুল জুড়ে দেওয়ার কাজ এখনও পর্যন্ত হয়নি।

আপাতত বাগ্রাকোট থেকে কাফের পর্যন্ত সড়কের নির্মাণকাজে চুইখিম ও পেমলিং গ্রামের মাঝে পিলার বসানোর কাজ চলছে। কাফের পৌঁছানোর কয়েক কিলোমিটার আগে বরবট এলাকায় আবার রাস্তার ওপর আস্ত একটা পাহাড় দাঁড়িয়ে রয়েছে। জমিসমস্যায় এখনও পাহাড় কেটে রাস্তা তৈরির কাজ শুরুই হয়নি। যে কারণে ঝুঁকিপূর্ণ ডাইভারশন ব্যবহার করে যাতায়াত করতে হচ্ছে। সব মিলিয়ে এখনও বাগ্রাকোট থেকে কাফের পর্যন্ত প্রায় ৪২ কিলোমিটার সড়কে তিনটি ডাইভারশন রয়েছে। আবার বাগ্রাকোটের কাছে ১৭ নম্বর জাতীয় সড়ক থেকে উড়ালপুল বাঁক নিয়ে সিকিমগামী নির্মীয়মাণ জাতীয় সড়কের রেললাইনের ওপরের অংশে যুক্ত হবে। সেই জায়গা এখনও ফাঁকা পড়ে রয়েছে। কবে নাগাদ রেললাইনের দু'পাশের সড়কজুড়ে দেওয়া হবে? এব্যাপারে সড়ক নির্মাণকারী সংস্থার প্রোজেক্ট ম্যানেজার আমানউল্লাহ খান বলেন, 'বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই এনএফ রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে। তারা অনুমতি দিলেই দ্রুত সেই কাজ করা হবে।'

পাশাপাশি জমিজটে আটকে থাকা চুইখিম, বরবট এলাকার অসম্পূর্ণ কাজ এবছরই শেষ করা যাবে, এমন নিশ্চয়তা দিতে পারেননি এখানকার নির্মাণকারী সংস্থার প্রোজেক্ট ম্যানেজার। সড়কের এই অংশের নির্মাণকারী সংস্থার প্রোজেক্ট ম্যানেজার আরকে সিং বলেন, 'চুইখিম, নিমবংয়ের মতো এলাকায় কাজ চলছে। তবে বরবটে জমিজট কাটিয়ে কাজ এখনও শুরু করা যায়নি।'

## ৪২ পড়ুয়াকে বই দিল সহযোগ

**দিনহাটা, ১৯ জানুয়ারি :** 'সহযোগ' স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের উদ্যোগে রবিবার দিনহাটা নৃপেন্দ্রনারায়ণ স্মৃতি পাঠাগারে ৪২ জন দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীর হাতে বই তুলে দেওয়া হল। এদিন ঘরোয়া একটি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মাধ্যমিকের পড়ুয়াদের হাতে বইগুলি তুলে দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সভাপতি আলো তালুকদার, সুরথ সাহা, সমীর সাহা সহ অন্যরা। উল্লেখ্য সুশান্ত তালুকদারের উদ্যোগে গঠিত এই সংগঠন দীর্ঘদিন থেকেই বই প্রদানের মাধ্যমে দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীদের পাশে থেকেছে। তবে সুশান্তর প্রয়াণের পর তাঁর স্ত্রী আলো তালুকদার সংগঠনের সমস্ত দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেন। এদিনের কর্মসূচি প্রসঙ্গে আলো তালুকদারের বক্তব্য, এদিন মহকুমার বিভিন্ন এলাকার ৪২ জন দশম শ্রেণির পড়ুয়ার হাতে পাঠ্যবই তুলে দেওয়া হয়। মূলত পাঠ্যবইয়ের অভাবে তাঁরা পড়াশোনা থেকে যাতে বঞ্চিত না হয়, তার জন্যই এই উদ্যোগ।

### আজ শহরে

■ রবীন্দ্র ভবনে ইন্দ্রায়ুধ নাট্যোৎসবের দ্বিতীয় দিনে শিলিগুড়ি ঋত্বিক প্রযোজিত নাটক 'সম্পাদক' এবং টাকির আমরা অমলকান্তি প্রযোজিত নাটক 'মানুষের ডিম'।

### জরুরি তথ্য

**ব্লাড ব্যাংক**

(রবিবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত)

■ **এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল**

| | | |
|---|---|---|
| এ পজিটিভ | - | ১ |
| এ নেগেটিভ | - | ২ |
| বি পজিটিভ | - | ১ |
| বি নেগেটিভ | - | ২ |
| এবি পজিটিভ | - | ০ |
| এবি নেগেটিভ | - | ২ |
| ও পজিটিভ | - | ০ |
| ও নেগেটিভ | - | ০ |

■ **মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতাল**

| | | |
|---|---|---|
| এ পজিটিভ | - | ২ |
| এ নেগেটিভ | - | ০ |
| বি পজিটিভ | - | ৫ |
| বি নেগেটিভ | - | ২ |
| এবি পজিটিভ | - | ২ |
| এবি নেগেটিভ | - | ০ |
| ও পজিটিভ | - | ৬ |
| ও নেগেটিভ | - | ০ |

■ **দিনহাটা মহকুমা হাসপাতাল**

| | | |
|---|---|---|
| এ পজিটিভ | - | ১৫ |
| এ নেগেটিভ | - | ১ |
| বি পজিটিভ | - | ৬ |
| বি নেগেটিভ | - | ০ |
| এবি পজিটিভ | - | ১২ |
| এবি নেগেটিভ | - | ০ |
| ও পজিটিভ | - | ০ |
| ও নেগেটিভ | - | ১ |

# পুতুলখেলা কি শিশু বিকাশে বাধা

কেউ মনে করেন পুতুলখেলার মধ্যে রয়েছে মেয়েদের ঘরকুনো করে রাখার মনোভাব। কেউ মনে করেন ছোটবেলায় রান্নাবাটি ও পুতুল খেলেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে সফল মহিলার সংখ্যাও কম নয়, কেউ বলছেন স্মার্টফোনের কবল থেকে বাচ্চাদের মুক্ত করতে পারে পুতুলখেলা, আলোকপাত করলেন বিশ্বজিৎ সাহা

মধ্যবিত্তের ঘরকন্না



গ্রামে এখনও কদাচিৎ দেখা যায় শিশুদের রান্নাবাটি খেলতে।



**মাথাভাঙ্গা, ১৯ জানুয়ারি :** স্কুল এবং বিশেষ করে স্কুলের ছাত্রীদের পড়াশোনা এবং তাদের সার্বিক মানোন্নয়ন করাই ধ্যানজ্ঞান মাথাভাঙ্গা গার্লস হাইস্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষিকা মন্দিরা তালুকদারের। নিজে ছেলেবেলায় সমবয়সিদের সঙ্গে রান্নাবাটি বা পুতুলখেলায় মেতে থাকতেন। তবে শিক্ষিকা হিসেবে মন্দিরা চান না তাঁর ছাত্রীরা রান্নাবাটি বা পুতুল খেলুক। মেয়েদের রান্নাবাটি ও পুতুলখেলাকে সামাজিক লিঙ্গবৈষম্যের প্রভাব বলেই মনে করেন তিনি।

আগে অধিকাংশ বাবা-মায়ের ধারণা ছিল যে, পরের ঘরের ঘরকন্নার কাজের জন্যই মেয়েদের জন্ম। জন্মের পর ছোটবেলাতেই শিশুকন্যার হাতে পুতুল খেলনা ও রান্নার উপকরণ তুলে দেওয়া হত। ভাবনা এমন ছিল যে মেয়েরা এগুলো খেলবে আর ফুটবল, ব্যাডমিন্টনের মতো শারীরিক কসরতের খেলাগুলি ছেলেদের জন্য। সমাজ ব্যবস্থাতেই এই বিভাজন ছিল। তবে বর্তমানে লিঙ্গবৈষম্য অনেকটাই দূর হওয়ায় সেই বিভাজন অনেকটাই কমেছে।

বর্তমান প্রজন্মের বাবা-মায়েরাও জানেন মেয়েকে স্বনির্ভরতার পাঠ ছোটবেলা থেকেই দিতে হবে। সেজন্য বাবা-মায়েরা শিশুকন্যার চাহিদা মেনে তার হাতে পুতুল দিলেও খেলনা রান্নাবাটির উপকরণ নৈব নৈব চ। সেজন্য বর্তমানে গ্রামাঞ্চলে শিশুকন্যাদের কদাচিত রান্নাবাটি খেলতে দেখা গেলেও শহরাঞ্চলে রান্নাবাটি খেলা প্রায় উঠেই গিয়েছে।

তবে ছেলেবেলায় খেলা রান্নাবাটি পরবর্তীকালে ঘরকন্নার চৌকাঠ পেরিয়ে পেশাদারিত্ব দিয়েছে মাথাভাঙ্গার বনলতা সাহাকে। প্রথমে মশলা ও মুখরোচক তৈরি করে স্বনির্ভর এবং পরবর্তীকালে তাঁর তৈরি হোটেল দুই দশক ধরে সুনামের সঙ্গে চলছে। মাথাভাঙ্গা শহরের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের বনলতা সাহাকে একডাকে চেনেন শহরবাসী। তাঁর কথায়, 'ছোটবেলায় অন্য মেয়েদের সঙ্গে চুটিয়ে রান্নাবাটি খেলেছি আর সেই রান্নাবাটিই যে পরবর্তীকালে আমাকে পেশায় প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করবে অনেকদিন পর্যন্ত সেটা বুঝিনি। তবে ছোটবেলায় মা-মাসিদের অনুকরণ করে রান্নাবাটি খেলায় বিভিন্ন রান্নার আয়োজন রকমারি রান্নার প্রতি ঝোঁক বাড়িয়েছে।' তাই তাঁর মেয়েও যখন ছোটবেলায় রান্নাবাটি খেলত তখন তাকে বাধা দেওয়ার পরিবর্তে উৎসাহ জুগিয়েছেন বলে জানান। তাঁর কথায়, 'বর্তমান প্রজন্মের মায়েদের তাঁদের মেয়েদের রান্নাবাটিতে আর উৎসাহ দিতে দেখা যায় না। পরিবর্তে পড়াশোনা, নাচ, গান, কম্পিউটার প্রভৃতি নিয়ে তারা মেতে থাকে। রকমারি পদের রান্না যেমন ভুলেছে তেমনি বাঙালির পিঠে-পায়েসের পরিবর্তে জায়গা নিয়েছে মোমো, চাউমিন। যে রাঁধে সে চুলও বাঁধে। তাই ছেলেবেলার রান্নাবাটি ও পুতুল খেলেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে সফল মহিলার সংখ্যাও কম নয়।'

পুতুলখেলার মধ্যে পুরো সংসারের একটা ছবি ফুটে ওঠে। পুতুলগুলোকে শিশুরা তাদের সন্তান মনে করে। তারা পুতুলদের মায়ের মতোই আদর স্নেহ দিয়ে আগলে রাখে। শুধু তাই নয় শিশুরা পুতুলদের আবার শাসনও করে। পুতুলখেলার সবচেয়ে আকর্ষণীয় পর্ব হল একজনের মেয়ে পুতুলের সঙ্গে আরেকজনের ছেলে পুতুলের বিয়ে দেওয়া। রান্নাবাটি ও পুতুলখেলা হারিয়ে যাওয়ার অন্যতম কারণ বর্তমানে শিশুদের উপর অসম্ভব পড়াশোনার চাপ এবং মোবাইলের প্রভাব বলে মনে করেন নৃত্যশিল্পী এবং একটি বেসরকারি স্কুলের দিদিমণি প্রীতি দাস। শিশুদের মোবাইলে আসক্তি দূর করতে রান্নাবাটি ও পুতুলখেলা সহ হারিয়ে যাওয়া সমস্ত খেলাধুলো ফিরিয়ে আনা অত্যন্ত জরুরি বলে মনে করেন তিনি।

> ছোটবেলায় অন্য মেয়েদের সঙ্গে চুটিয়ে রান্নাবাটি খেলেছি আর সেই রান্নাবাটিই যে পরবর্তীকালে আমাকে পেশায় প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করবে অনেকদিন পর্যন্ত সেটা বুঝিনি। তবে ছোটবেলায় মা-মাসিদের অনুকরণ করে রান্নাবাটি খেলায় বিভিন্ন রান্নার আয়োজন রকমারি রান্নার প্রতি ঝোঁক বাড়িয়েছে।
>
> **-বনলতা সাহা**
> ৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা



শারদীয়া সংঘ মোড়ে কালভার্টের কাজ চলছে ধীরগতিতে। -সংবাদচিত্র

## ঘুমিয়ে কোচবিহার প্রশাসন

# শহরের মোড় যেন মৃত্যুফাঁদ

দেড় মাস আগে কালভার্ট উঁচু করার জন্য পূর্ত দপ্তর থেকে শুরু হয়েছিল কাজ। এক মাস পার হয়ে গেলেও রাস্তা খোঁড়া ছাড়া আর কোনও কাজ এগোয়নি। বর্তমানে জায়গাটিতে জল জমে, মাটি ধসে বিরাট পুকুরের আকার ধারণ করেছে। ফলে সমস্যায় পড়েছেন এলাকাবাসী, আলোকপাত করলেন তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস

**কোচবিহার, ১৯ জানুয়ারি :** প্রায় কোচবিহারের হাজরাপাড়া ও মসজিদ মোড়ের মাঝখানে রয়েছে শারদীয়া সংঘের মোড়। প্রায় ৪০-৪৫ বছর আগে তেমাথা মোড়ের এই কালভার্টটির কাজ হয়েছিল বলে দাবি এলাকাবাসীর। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটা রাস্তা উঁচু হয়ে যাওয়ায় কালভার্টকেও উঁচু করার প্রয়োজন পড়ে। এছাড়াও কালভার্টের নীচের ড্রেন দিয়ে জল যেতে অসুবিধা হচ্ছিল। অবশেষে ডিসেম্বর মাসে পূর্ত দপ্তর থেকে কালভার্টটি উঁচু করার কাজ শুরু হয়।

কাজ শুরু হওয়ার পরে ১৪ ও ১৫ নম্বর ওয়ার্ডে হেঁটে যাওয়া-আসা করার জন্য ড্রেনের ওপর মাটি ফেলে রাস্তা করে দেওয়া হয়েছিল। হঠাৎ করেই বেশ কিছুদিন কাজ বন্ধ থাকায় সেখানে পুরোটা জলে ভরে গিয়ে জায়গাটি কার্যত পুকুরের আকার নিয়েছে। পাশ দিয়ে যাওয়া-আসার রাস্তাটিও জলের নীচে ডুবে যাওয়ায় ড্রেনের নোংরা জল পাড়িয়ে এপার থেকে ওপারে যাওয়া-আসা করছিলেন পথচারীরা।

দিনহাটা রোড থেকে গাড়ি নিয়ে সূর্য সেন রোডে যাওয়ার জন্য শারদীয়া সংঘ আসতে গিয়ে মাঝপথে বিপাকে পড়েছেন এক চালক। রাস্তার মুখে 'সামনে রাস্তা বন্ধ' ধরনের কোনওরকম সাবধানবাণী না থাকায় বোঝার উপায় ছিল না রাস্তাটি বন্ধ রয়েছে। অগত্যা কোনওমতে গাড়ি ঘুরিয়ে কল্যাণ সংঘ হয়ে হাজরাপাড়া দিয়ে গন্তব্যে পৌঁছাতে হয় তাকে।

শুক্রবার পাম্প চালিয়ে জমা জল কিছুটা তুলে নীচের মাটিতে লোহার খাঁচা তৈরি করে বসানো হয়েছিল ঢালাইয়ের উদ্দেশ্যে। বাঁশ ও টিন দিয়ে যেভাবে পাইলিং করার প্রয়োজন ততটা না করে নীচের সামান্য অংশ পাইলিং করায় এবং কালভার্টের ভেতরে এতদিন ধরে জল জমে থাকায় মাটি নরম হয়ে গিয়ে শুধু মাটি নয়, পাইলিংয়ের বাঁশ, টিন, চাঙড় সহ রাস্তা ভেঙে ভিতরে পড়েছে। এবার ভেতর থেকে ওই মাটি না তোলা পর্যন্ত ঢালাইয়ের কাজ শুরু করা যাবে না। রবিবার দুপুরে এলাকায় গিয়ে দেখা গেল, ভেঙে পড়া মাটির মধ্যে আবার জল জমে গিয়েছে। প্রতিদিনই একটু করে ভাঙতে থাকায় আশপাশের জায়গাগুলির মাটিও আলগা হয়ে যাচ্ছে। ফলে যথেষ্ট ভয়ে দিন কাটাচ্ছেন ড্রেনের দু'দিকের দুটি বাড়ির লোকজন। দেখা গেল মাত্র দুজন শ্রমিক কাজ করছেন সেখানে। কাজের দায়িত্বে কে আছে তা তারা ঠিক করে বলতে পারলেন না। বেশ কিছুক্ষণ চেষ্টার পরে জল বা মাটি কোনওটাই তুলতে না পেরে পাইপ, মোটর, যন্ত্রপাতি নিয়ে ফিরে চলে যান তাঁরা। কালভার্টের কাজ নিয়ে অসম্ভব বিরক্ত প্রণব গোস্বামী। বললেন, 'যেখানে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ করার কথা, সেখানে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের এ ধরনের গা-ছাড়া মনোভাব মেনে নেওয়া যায় না।' এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে পিডব্লিউডি'র এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার মৃন্ময় দেবনাথের বক্তব্য, 'কাজে দেরি হওয়ার বিষয়ে কিছু জানা নেই, খোঁজ নিয়ে দেখব।'

> মাসের বেশি হয়ে গেল জায়গাটি মৃত্যুফাঁদ হয়ে রয়েছে। এলাকার মানুষকে যে কোনও কাজ করতে গেলে প্রায় এক কিলোমিটার ঘুরে যেতে হচ্ছে।
>
> **-প্রণব গোস্বামী**
> স্থানীয় বাসিন্দা

# রাস্তা আটকে পাইকারি বাজার

শুভ্রজিৎ বিশ্বাস



মেখলিগঞ্জ বাজারে ঢোকার রাস্তায় সবজির পাইকারি হাট। অবরুদ্ধ রাস্তা।

**মেখলিগঞ্জ, ১৯ জানুয়ারি :** মেখলিগঞ্জে প্রতিটি হাটের দিনে বাজারে ঢোকার গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাটি আটকে বসছে পাইকারি সবজি বাজার। যার জেরে পথ চলায় সমস্যায় পড়ছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। স্বভাবতই বাজারটিকে তার পুরোনো জায়গায় স্থানান্তরিত করার দাবি তুলেছেন মেখলিগঞ্জবাসী। এ ব্যাপারে পুরসভা দ্রুত ব্যবসায়ী সমিতির সঙ্গে আলোচনায় বসে সমস্যা সমাধানের রাস্তা খুঁজবে বলে দাবি করেছে।

প্রসঙ্গত, কোচবিহারের মহকুমা শহর মেখলিগঞ্জে রয়েছে একটিমাত্র বাজার। সপ্তাহে দু'দিন সোম ও শুক্রবার হাট বসে। ওই দু'দিন শহরের কয়েক হাজার বাসিন্দার পাশাপাশি শহর লাগোয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাগুলির কয়েক হাজার মানুষ ওই হাটগুলিতে বিভিন্ন প্রয়োজনে কেনাকাটা করতে আসেন। ওই দিনগুলিতে কৃষকরা নিজেদের উৎপাদিত শাকসবজি বিক্রির জন্য এই বাজারে নিয়ে আসেন। বেশিরভাগ কৃষকই সেসব পাইকারি ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করেন। মেখলিগঞ্জ বাজারে ঢোকার মূল দুটি রাস্তা হল একটি সেন্ট্রাল ব্যাংকের সামনে দিয়ে, অন্যটি মেখলিগঞ্জ তিস্তা ব্রিজ কনস্ট্রাকশন ডিভিশনের অফিসের উলটো দিকে দিয়ে। বেশিরভাগ মানুষ তিস্তা ব্রিজ কনস্ট্রাকশন ডিভিশনের অফিসের বিপরীতের রাস্তাটি ধরেই মেখলিগঞ্জ বাজারে আসেন। ওই রাস্তাতেই সোম ও শুক্রবার পাইকারি সবজির বাজার বসে। ফলে, রাস্তাটি কার্যত অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। এজন্য সমস্যায় পড়তে হচ্ছে স্থানীয় বাসিন্দাদের। কোভিড পর্ব শুরুর আগে সবজির পাইকারি বাজারটি মেখলিগঞ্জ বাজার লাগোয়া পুরোনো বাজার এলাকায় বসত। কোভিড পরবর্তী পর্যায়ে ওখানে বাজার বসায় সমস্যায় পড়ছেন এলাকার বাসিন্দারা। তাই, বাজারটি সরিয়ে ফের পুরোনো জায়গায় নিয়ে যাওয়ার দাবি উঠেছে।

মেখলিগঞ্জের বাসিন্দা স্বাধীন দাস বলেন, 'আগে পুরোনো বাজার এলাকায় সবজির পাইকারি বাজার বসত। ওখানে পর্যাপ্ত জায়গা রয়েছে। কিন্তু এখন সেটি তিস্তা ব্রিজ কনস্ট্রাকশন ডিভিশনের উলটো দিকের রাস্তায় বসার ফলে চলাচলের সমস্যা হচ্ছে। পাইকারি সবজি বাজারটির জেরে কার্যত হাটের দিনগুলিতে রাস্তা অবরুদ্ধ হয়ে পড়ছে। সেন্ট্রাল ব্যাংক লাগোয়া রাস্তাটিতে অর্থাৎ হলদিবাড়ি বাজারের ব্যবসায়ীরা প্রায় রাস্তার উপরই সবজির দোকান দিচ্ছেন। পুরসভার উচিত হাটের দিনগুলি সবজির পাইকারি বাজারটি পুরোনো বাজারে নিয়ে যাওয়া।' একই সুর শোনা গিয়েছে মেখলিগঞ্জের বাসিন্দা অসীম বর্মনের গলাতেও। তাঁর কথায়, 'সবজির পাইকারি হাটের ফলে ওই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করা যায় না। ওটি আগের জায়গায় ফিরিয়ে নিয়ে গেলে ভালো হয়।'

এ প্রসঙ্গে মেখলিগঞ্জ মহকুমা ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি ভোলাপ্রসাদ সাহা বলেন, 'মেখলিগঞ্জ পুরসভার নতুন চেয়ারম্যানের সঙ্গে এনিয়ে কথা হয়েছে। শীঘ্রই পুলিশ, পুরসভার সঙ্গে আলোচনায় বসে এবিষয়ে সুষ্ঠু সমাধানসূত্র খোঁজা হবে।' মেখলিগঞ্জ পুরসভার চেয়ারম্যান প্রভাত পাটনী বলেন, 'বিষয়টি নিয়ে অভিযোগ এসেছে। সমস্যা সমাধানে ব্যবসায়ী সমিতির সঙ্গে দ্রুত আলোচনায় বসব।'

**স্থানীয়দের দাবি**

**মেখলিগঞ্জে হাটবারে রাস্তা আটকে বসছে পাইকারি সবজি বাজার। যার জেরে কার্যত অবরুদ্ধ রাস্তা, পথ চলায় সমস্যায় পড়ছেন বাসিন্দারা। স্বভাবতই বাজারটিকে পুরোনো জায়গায় স্থানান্তরের দাবি উঠেছে। এনিয়ে ব্যবসায়ী সমিতি, পুলিশ ও পুরসভার সঙ্গে আলোচনা হবে।**

> বিষয়টি নিয়ে অভিযোগ এসেছে। সমস্যা সমাধানে ব্যবসায়ী সমিতির সঙ্গে দ্রুত আলোচনায় বসব।
>
> **-প্রভাত পাটনী**
> চেয়ারম্যান, মেখলিগঞ্জ পুরসভা

## হোমের বাচ্চাদের নিয়ে পিকনিক

**কোচবিহার, ১৯ জানুয়ারি :** রবিবার হোমের বাচ্চাদের নিয়ে বনভোজন করল চাকির মোড় সংলগ্ন নিরাশ্রয় নারী ও শিশু সেবা ভবন। এই হোমের মেয়েরা ও ঘুঘুমারি হোমের ছেলেরা এই পিকনিকে অংশ নেয়। হোমের দুই শতাধিক বাচ্চাকে নিয়ে এই পিকনিক হয় মহুয়ায়। মেনুতে ছিল মাছ, মাংস সহ রকমারি পদ। সারা বছর হোমের চার দেওয়ালের ভেতরে থাকা শিশুরা এদিন বাসে করে জঙ্গলে গিয়ে বনভোজন করতে পেরে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে।

নিরাশ্রয় নারী ও শিশু সেবা ভবনের সম্পাদক অলক রায় বলেন, সরকার থেকে এডুকেশনাল ট্যুর বাবদ ওদের জন্য যে টাকা দেওয়া হয়, সেই টাকা দিয়েই বাচ্চাদের এদিন প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করানোর পাশাপাশি ওদের বনভোজন করিয়েছি।' উপস্থিত ছিলেন সদস্য সঞ্জয় সরকার, নারায়ণ দেব।

### পাড়ায় পাড়ায়

**মেখলিগঞ্জ**

## নিকাশিনালা চাই

**মেখলিগঞ্জ, ১৯ জানুয়ারি :** মেখলিগঞ্জ পুরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের দক্ষিণ দাসপাড়ার একাংশে এখনও নিকাশিনালা তৈরি করা সম্ভব হয়নি। ফলে স্বাভাবিকভাবেই সমস্যার সৃষ্টি হয় এলাকায়। বিশেষত বর্ষাকালে এই সমস্যা ভয়াবহ আকার ধারণ করে। তখন জল গিয়ে রাস্তায় দাঁড়ায়। রাস্তার একটি অংশ জলে ডুবে থাকে। ৯ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা দুলাল দাস বলেন, 'বছরের অন্য সময় নিকাশিনালা না থাকায় তেমন একটা সমস্যা না হলেও বর্ষার সময় এর ফলে সমস্যার সৃষ্টি হয়। দক্ষিণ দাসপাড়ার একাংশে জল বের হবার পথ না থাকায় বাড়িগুলির জল রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকে। যার ফলে ওই পথে চলাচল করতে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়।'

ওয়ার্ডের কাউন্সিলার তথা মেখলিগঞ্জ পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান দেবাশিস বর্ধন চৌধুরী বলেন, 'নিকাশিনালা তৈরির পথে প্রধান অন্তরায় জমিজট। আমরা চেষ্টা চালাচ্ছি, জমিজট খুললেই সমস্যার সমাধান করা হবে।'





**তুফানগঞ্জ**

## বিকল হয়ে রয়েছে হাইমাস্ট লাইট

**তুফানগঞ্জ, ১৯ জানুয়ারি :** এক বছরও পূর্ণ হয়নি। তার আগেই বিকল হয়ে পড়ে রয়েছে তুফানগঞ্জ শহরের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের রানিরহাট চক বাজারের গুরুত্বপূর্ণ হাইমাস্ট লাইট। দীর্ঘদিন লাইটটি নষ্ট হয়ে পড়ে থাকায় ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন স্থানীয় ব্যবসায়ীরা। রাতে দোকান বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে ঘুটঘুটে অন্ধকারে পরিণত হচ্ছে এলাকা। স্থানীয় ব্যবসায়ী স্বপন সাহার অভিযোগ, তুফানগঞ্জ রানিরহাট বাজারে মাঝেমধ্যেই আগুন ধরার মতো ঘটনা ঘটছে। এলাকা অন্ধকার থাকায় চুরির ঘটনাও বাড়ছে। ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি কৃষ্ণচন্দ্র দাস বলেন, 'সমস্যাটি আজকের নয় দীর্ঘদিনের। বিষয়টি জানানো হলে তুফানগঞ্জ আরএমসি দপ্তর কোচবিহারে যেতে বলে। সেইমতো কোচবিহার দপ্তরে একাধিকবার অভিযোগ জানাই। কিন্তু তারপরেও এ পর্যন্ত সমস্যা মেটেনি।' এ ব্যাপারে শেষপর্যন্ত কোচবিহার জেলার আরএমসি দপ্তরের সম্পাদক সাব্বির আলি জানিয়েছেন, সমস্যাটি দূর করতে ইনচার্জকে ব্যবস্থা নিতে বলব।

তথ্য : শুভ্রজিৎ বিশ্বাস ও বাবাই দাস।



পুরসভার জলই এখন ভরসা মাথাভাঙ্গার ১১ নম্বর ওয়ার্ডে। -সংবাদচিত্র

# মাথাভাঙ্গায় জলকষ্ট

**মাথাভাঙ্গা, ১৯ জানুয়ারি :** পুরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডে বিগত ৪ দিন ধরে নলবাহিত পানীয় জল পরিষেবা বিঘ্নিত হয়ে থাকলেও পরিষেবা স্বাভাবিক করার লক্ষ্যে পুরসভার কোনও উদ্যোগ নেই বলে অভিযোগ উঠছে। পানীয় জলসমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে পুরসভার পক্ষ থেকে এলাকায় দুটি পানীয় জলের ট্যাংক পাঠানো হলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় পর্যাপ্ত নয় বলে জানান এলাকার বাসিন্দা বাসুরাম দাস, কানু দত্ত, জয়ন্ত বর্মন, কার্তিক প্রামাণিকরা। পর্যাপ্ত পানীয় জলের অভাবে নাগরিকরা জল কিনে পান করতে বাধ্য হচ্ছেন।

৪ দিন ধরে এলাকায় পানীয় জল পরিষেবা বিপর্যস্ত হওয়ায় পুরসভার সমালোচনায় মুখর ওয়ার্ডের প্রাক্তন বিজেপি কাউন্সিলার দিলীপকুমার মণ্ডল। তিনি বলেন,' ওয়ার্ডের কাউন্সিলারের অকালমৃত্যু হওয়ায় বর্তমানে ওয়ার্ডটি কার্যত অভিভাবকহীন।' ১১ নম্বর ওয়ার্ডে পানীয় জলসমস্যার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন মাথাভাঙ্গা পুরসভার চেয়ারম্যান লক্ষপতি প্রামাণিক। চেয়ারম্যান বলেন, ৪ দিন নয় ওই ওয়ার্ডে ৩ দিন ধরে পানীয় জল পরিষেবায় সমস্যা হয়েছে। ভোল্টেজ আপডাউনের জন্য পাম্পের বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার কারণে পাম্প চলছে না। সোমবার সমস্যা মিটবে বলে আশাবাদী পুরসভার চেয়ারম্যান।

## জন্মমহোৎসব

**কোচবিহার, ১৯ জানুয়ারি :** অনুকূল ঠাকুরের জন্মমহোৎসব অনুষ্ঠিত হল কোচবিহারে। রবিবার কোচবিহারের রাসমেলা মাঠে দিনভর এই অনুষ্ঠান হয়। দিনটি উপলক্ষ্যে রবিবার সকালে রাসমেলা মাঠ থেকে একটি প্রভাতফেরি বেরিয়ে শহরের বিভিন্ন অংশ পরিক্রমা করে। এরপর রাসমেলা মাঠে দিনভর ঠাকুরের ধর্মীয় অনুষ্ঠান, ভক্তদের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন উৎসব কমিটির সম্পাদক সুবোধচন্দ্র নাগ, কার্যনির্বাহী সভাপতি তপন সরকার, কমিটির অন্যতম সদস্য দেবাশিস গোস্বামী প্রমুখ।

## কচ্ছপের মৃত্যু

**কোচবিহার, ১৯ জানুয়ারি :** পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল একটি কচ্ছপের। তবে এবার বাণেশ্বর নয়, রবিবার কচ্ছপটির মৃত্যু হয় কোচবিহার শহরের চালতাতলা এলাকায় পাকা রাস্তার মধ্যে। কচ্ছপটির উপর দিয়ে একটি গাড়ি চলে যাওয়ায় কচ্ছপটি রাস্তার সঙ্গে থেঁতলে গিয়ে সেখানেই মারা যায়। রাস্তার পাশেই একটি দিঘি রয়েছে। স্থানীয়দের ধারণা সম্ভবত সেই দিঘি থেকেই কচ্ছপটি উঠে রাস্তায় এসেছিল।

# সাহায্যপ্রার্থী মা

**কোচবিহার, ১৯ জানুয়ারি :** ছেলের চিকিৎসার জন্য মা সবার কাছে সাহায্যপ্রার্থী। কোচবিহার শহরের লিচুতলা এলাকার বাসিন্দা ঋতু মজুমদার বেশ কিছুদিন ধরে শারীরিক সমস্যায় ভুগছেন। পরিবার সূত্রে খবর, হৃদযন্ত্রে সমস্যা থাকায় তিনি সামান্য পরিশ্রমেই সমস্যায় পড়েন। কোচবিহারের পাশাপাশি কলকাতা নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করানো হলেও তিনি পুরোপুরি সুস্থ হননি। অর্থাভাব অন্তরায়। এজন্য মা অর্চনা মজুমদার সবার সাহায্যপ্রার্থী।

হৃদযন্ত্রে সমস্যার কারণে ঋতুকে গত বছর এমজেএন মেডিকলে কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কিন্তু এখানে চিকিৎসায় সুস্থ না হওয়ায় তাঁকে কলকাতা নিয়ে যাওয়া হয়। তবে অর্থাভাবে সেখানে সেভাবে চিকিৎসা হয়নি। তাই ঋতুকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে আসা হয়। চিকিৎসার জন্য তাঁকে বেঙ্গালুরু নিয়ে যাওয়া প্রয়োজনীয় হলেও অর্থাভাব সেখানেও সমস্যার সৃষ্টি করেছে।

অর্চনা পরিচারিকার কাজ করেন। স্বামী, দুই ছেলে ও এক মেয়েকে নিয়ে তাঁর সংসার। বেশ কিছুদিন হল বড় মেয়ের বিয়ে হয়ে গিয়েছে। তাঁর স্বামী আশিস মজুমদার ভবানীগঞ্জ বাজারে মাছ কেটে কিছু রোজগার করেন। নুন আনতে পান্তা ফুরানোর সংসার। এর মধ্যেও ঋতুকে ইউনিভার্সিটি বিটি অ্যান্ড ইভনিং কলেজে ভর্তি করানো হয়েছে। ঋতু সেখানে প্রথম বর্ষের পড়ুয়া। অর্চনা বললেন, 'চিকিৎসার জন্য ছেলেকে বেঙ্গালুরু নিয়ে যাব ভেবেছি। এজন্য স্থানীয় কয়েকটি ক্লাবের সঙ্গে যোগাযোগও করেছি। সাহায্যের জন্য কেউ এগিয়ে এলে খুবই ভালো হয়।'

# ইন্দ্রায়ুধ নাট্যোৎসব

**কোচবিহার, ১৯ জানুয়ারি :** রবিবার থেকে কোচবিহার রবীন্দ্র ভবনে শুরু হল ইন্দ্রায়ুধ নাট্যোৎসব। আগামী বৃহস্পতিবার পর্যন্ত তা চলবে। কোচবিহার ইন্দ্রায়ুধ নাট্যদলের পরিচালনায় হওয়া এই উৎসবে আলিপুরদুয়ার, হুগলি, কলকাতা, চন্দননগর, টাকি, শিলিগুড়ির নাট্যদল তাদের নাটক মঞ্চস্থ করবে। এদিন সন্ধেতে নাটক দেখতে নাট্যপ্রেমীদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো।

# আজ শপথগ্রহণ ট্রাম্পের

**ওয়াশিংটন, ১৯ জানুয়ারি :** আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হিসাবে সোমবার শপথগ্রহণ করবেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। ওয়াশিংটন ডিসির ক্যাপিটল ভবনে আয়োজিত সেই শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানকে নির্বিঘ্ন করতে চেষ্টার ত্রুটি রাখেনি বিদায়ি জো বাইডেন সরকার। প্রেসিডেন্ট হিসাবে ট্রাম্পের প্রথম দফার শেষপর্বে ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় যে অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল, এবার যাতে তার পুনরাবৃত্তি না হয় সেদিকে নজর দিয়েছেন খোদ বাইডেন। বহুস্তরীয় নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে ক্যাপিটল ভবন।

এদিকে সোমবার ওয়াশিংটনে তুষারপাতের পূর্বাভাস জারি করেছে আবহাওয়া দপ্তর। সতর্কতামূলক পদক্ষেপ হিসাবে ক্যাপিটল চত্বরে আয়োজিত অনুষ্ঠানকে ভবনের ভিতরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ফলে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য যে ২.২ লক্ষ জন টিকিট কেটেছিলেন তাঁদের মধ্যে মাত্র ৭০০ জনের সামনে থেকে ট্রাম্পকে শপথ নিতে দেখার সুযোগ হবে। বাকিরা ভবনের বাইরে দাঁড়িয়ে জায়েন্ট স্ক্রিনে শপথপর্বের সাক্ষী থাকবেন। শপথগ্রহণের পরে অবশ্য ট্রাম্প সেখানে এসে সমর্থকদের সঙ্গে কথা বলবেন বলে তাঁর দপ্তর থেকে জারি করা বিবৃতিতে জানানো হয়েছে।

শনিবারই সপরিবারে রাজধানীতে পা রেখেছেন ট্রাম্প। ফ্লোরিডার পাম বিচ থেকে তাঁকে আনতে বায়ুসেনার বিশেষ বিমান পাঠিয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট বাইডেন। শনিবার সন্ধ্যায় বিমানটি ওয়াশিংটনের উপকণ্ঠে ভার্জিনিয়ার একটি বিমানবন্দরে অবতরণ করে। ট্রাম্পের সঙ্গে এসেছেন তাঁর স্ত্রী মেলানিয়া ট্রাম্প, মেয়ে ইভাঙ্কা ও তাঁর স্বামী জ্যারেড কুশনার। বিমান থেকে নেমেই সোজা ভার্জিনিয়ার স্টার্লিং গলফ ক্লাবে চলে যান ট্রাম্প। সেখানে কিংবদন্তি সংগীতশিল্পী এলভিস প্রিসলের অনুরক্ত গায়ক লিও ডেজ ট্রাম্প ও পরবর্তী ফার্স্ট লেডি মেলানিয়াকে স্বাগত জানান। এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রায় ৫০০ জন উপস্থিত ছিলেন। দর্শকদের মধ্যে ট্রাম্প পরিবারের সদস্যরা ছাড়াও প্রেসিডেন্টের ঘনিষ্ঠ বন্ধু, ক্রীড়াবিদ, হলিউডের অভিনেতা, অভিনেত্রী, বিভিন্ন শিল্প সংস্থার কর্ণধার এবং নতুন সরকারের ভাবী কর্মকর্তারা ছিলেন। রবিবার ওয়াশিংটনের ক্যাপিটল ওয়ান এরিনায় সমর্থকদের এক জমায়েতে বক্তব্য রাখেন ট্রাম্প। এদিন রাতে ঘনিষ্ঠদের একাংশকে নৈশভোজে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন ট্রাম্প। আমন্ত্রিতদের তালিকায় ছিলেন রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজের কর্ণধার মুকেশ আম্বানি, তাঁর স্ত্রী নীতা আম্বানি, অ্যামাজনের সিইও জেফ বেজোস প্রমুখ।

দিনভর হাসিমুখে জনসংযোগ করতে দেখা গিয়েছে ট্রাম্পকে। প্রেসিডেন্ট হওয়ার আগে তিনি যে যথাসম্ভব জনসংযোগ সেরে নিতে চাইছে। তবে সোমবার শপথগ্রহণের পর আরও একটি জমকালো নৈশভোজের আয়োজন করেছেন 'নতুন' প্রেসিডেন্ট। সেখানে হাজির হতে গেলে চড়া দামে টিকিট কাটতে হবে। টিকিটের সর্বোচ্চ দাম রাখা হয়েছে ৮.৬৫ কোটি টাকা। টিকিট কাটলে ট্রাম্পের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ।

*শপথের আগে ডিনার পার্টিতে ট্রাম্পের সঙ্গে সস্ত্রীক মুকেশ আম্বানি।*

## একনজরে

- **উদ্বোধনী অনুষ্ঠান :** ট্রাম্পের শপথগ্রহণ সোমবার ভারতীয় সময় রাত ১০.৩০ মিনিটে। শপথ পরিচালনা করবেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি
- **উদ্বোধনী মধ্যাহ্ন ভোজ :** ক্যাপিটলের স্ট্যাচুয়ারি হলে থাকবে সুস্বাদু খাবার। গলদা চিংড়ির সঙ্গে স্টেক ও মিষ্টি। পদ থাকবে উপসাগরীয় কুচো চিংড়ির
- **জাতীয় প্রার্থনা :** আন্তঃধর্মীয় প্রার্থনা। মঙ্গলবার। এর মধ্যে দিয়েই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সমাপ্তি। আয়োজক ওয়াশিংটন ন্যাশনাল ক্যাথিড্রাল
- **শপথগ্রহণের স্থান পরিবর্তন :** ঐতিহ্যগতভাবে ক্যাপিটল বিল্ডিংয়ের সামনে প্রেসিডেন্ট শপথ নেন। প্রচুর মানুষ সেখানে উপস্থিত হয়ে তা দেখেন। এবার প্রচণ্ড ঠান্ডার কারণে ক্যাপিটলের অন্দরে হবে
- **সংগীতানুষ্ঠান :** মঞ্চ আলোকিত করবেন জনপ্রিয় সংগীতশিল্পীরা। হবে জাতীয় সংগীত গড ব্লেস দ্য আমেরিকা

*একের পর এক তাঁবুতে আগুন তখন ছড়িয়ে পড়ছে। রবিবার প্রয়াগরাজে মহাকুম্ভে।*

## খোঁজ নিলেন মোদি, ঘটনাস্থলে যোগী

# সিলিন্ডার ফেটে মহাকুম্ভে অগ্নিকাণ্ড

**প্রয়াগরাজ, ১৯ জানুয়ারি :** বিপুল আয়োজন এবং সেইসব নিয়ে বিস্তর প্রচার সত্ত্বেও দুর্ঘটনা এড়াতে পারল না প্রয়াগরাজের মহাকুম্ভ মেলা। রবিবার গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটল মেলা প্রাঙ্গণের ১৯ নম্বর সেক্টরের ক্যাম্পসাইট এলাকায়। আগুনের গ্রাসে ভস্মীভূত হয়েছে অন্তত পক্ষে ১৮টি তাঁবু। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। তাঁর সঙ্গে ফোনে কথা বলে সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ে খোঁজ নেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ঘটনাস্থলে রয়েছেন পুলিশ, দমকলের শীর্ষ আধিকারিকরাও। মেলায় উপস্থিত দমকল, পুলিশ এবং বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর তৎপরতায় আগুন দ্রুত আয়ত্তে চলে আসে। কোনও হতাহতের খবরও পাওয়া যায়নি।

কীভাবে আগুন লাগল তা নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে। জানা গিয়েছে, রবিবার দুপুরে গীতা প্রেসের একটি তাঁবুতে আগুন লেগে যায়। নিমেষে সেই আগুনের গ্রাসে চলে আসে পাশের আরও কিছু তাঁবু। প্রয়াগরাজ জোনের এডিজি ভানু ভাস্কর বলেন, 'মহাকুম্ভ মেলার ১৯ নম্বর সেক্টরে দু-তিনটি সিলিন্ডার ফেটে যায়। তার থেকেই ওই অগ্নিকাণ্ড হয়েছে। তবে আগুন নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছে। সকলেই নিরাপদে রয়েছেন। কেউ হতাহত হননি।' যাঁরা তাঁবুতে ছিলেন তাঁদের নিরাপদে বের করে আনা সম্ভব হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। মহাকুম্ভ মেলা কর্তৃপক্ষের এক্স হ্যান্ডেলে লেখা হয়েছে, 'অত্যন্ত দুঃখজনক। মহাকুম্ভে আগুন লাগার ঘটনা সবাইকে চমকে দিয়েছে। প্রশাসন দ্রুত উদ্ধার অভিযানে নেমে পড়েছে। আমরা মা গঙ্গার কাছে সবার সুরক্ষা চেয়ে প্রার্থনা করছি।' আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে দমকলের অন্তত ১৫টি ইঞ্জিন কাজে লাগানো হয়েছে। কুম্ভমেলার মুখ্য দমকল আধিকারিক প্রমোদ শর্মা বলেন, 'আগুন নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছে। গোটা এলাকার সামগ্রিক পরিস্থিতিও নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছে।'

গত ৬ দিনে ত্রিবেণীসঙ্গমে সাড়ে ৭ কোটিরও বেশি পুণ্যার্থী স্নান করেছেন। যোগী সরকারের আশা, মহাকুম্ভে এবার দেশ-বিদেশ থেকে অন্তত ৪৫ কোটিরও বেশি পুণ্যার্থী আসবেন। এই বিপুল মানুষের ভিড় সামলাতে যোগী প্রশাসনের তরফে নিরাপত্তার আয়োজনেও কোনওরকম ফাঁকফোঁকর রাখা হয়নি। পর্যাপ্ত সংখ্যায় পুলিশ, দমকল, অ্যাম্বুল্যান্স, উদ্ধারকারী দল-আয়োজনে ফাঁক ছিল না এতটুকু। প্রতিনিয়ত চলছে নজরদারিও। তারপরও সিলিন্ডার ফেটে এত বড় অগ্নিকাণ্ড ঘটায় প্রশ্নের মুখে পড়েছে মেলার প্রস্তুতি।

## 'এমন প্রচার দেখেনি দিল্লি'

**নয়াদিল্লি, ১৯ জানুয়ারি :** প্রচার চলাকালীন আপ সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়ালের গাড়ির ওপর পাথর হামলার ঘটনায় পদ্মশিবিরের সঙ্গে ঝাড়ুবাহিনীর তর্জা শুরু হয়েছে। এবার মুখ খুললেন খোদ কেজরিওয়াল। তিনি বলেন, 'একজন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে প্রাণে মেরে ফেলার চেষ্টা হচ্ছে, এমন নির্বাচনি প্রচার দিল্লিতে কখনও দেখা যায়নি। আমরা এবার যে ধরনের প্রচার দেখছি, তা আগে কখনও দেখা যায়নি। কিন্তু আমার জীবন দেশের জন্য সমর্পিত। বিজেপি এবারের ভোটে হারছে। ওরা এই ধরনের প্রচারে অভ্যস্ত। আমি মানুষের উন্নয়নের জন্য যোজনা করছি।'

আপের তরফে শনিবার থেকেই দাবি করা হচ্ছে, কেজরিকে হারাতে পারবে না বুঝতে পেরেই তাঁকে

## পাথর হামলায় সরব কেজরি

হত্যার ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী অতিশী এদিন বলেন, 'পাথর হামলা কাণ্ডে জড়িতদের মধ্যে একজন রাহুল ওরফে শাক্কিকে বিজেপি প্রার্থী পরবেশ সাহিব সিং বর্মার সঙ্গে প্রায়ই দেখা যায়। তাছাড়া যাঁরা কেজরিকে আক্রমণ করেছেন, তাঁদের নামে ডাকাতি, খুনের চেষ্টা সহ একাধিক অভিযোগে মামলা আছে।' রবিবার কেজরিওয়াল বলেন, 'দিল্লির সাফাই কর্মচারী এবং সরকারি কর্মীদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের জমি বরাদ্দ করে দিক। আমাদের সরকার তাঁদের জন্য ঘর তৈরি করে দেবে। মাসিক কিস্তি দিয়ে ওই বাড়ি কিনতে পারবেন সরকারি কর্মীরা। এটা শুরু হবে সাফাই কর্মচারীদের দিয়ে। বিষয়টি জানিয়ে আমি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে একটি চিঠি লিখেছি।'

## স্পিকারকে ক্ষমতা ছাড়তে চেয়েছিলেন হাসিনা!

**নয়াদিল্লি ও ঢাকা, ১৯ জানুয়ারি :** পাঁচমাস আগে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত শেখ হাসিনা বাংলাদেশ ছেড়ে ভারতে পালিয়ে যান। তারপর থেকে পদ্মাপাড়ে শুরু হয়েছে ইউনুস-রাজ। আগামীদিনে ঢাকা নয়াদিল্লি থেকে শেখ হাসিনাকে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হবে কিনা সেটা এখন লাখটাকার প্রশ্ন। এই পরিস্থিতিতে হাসিনা মন্ত্রীসভার সদস্য মহীবুল হাসান চৌধুরী নওফেল জানিয়েছেন, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মোকাবিলায় প্রধানমন্ত্রীর কুর্সি শেষমেশ ছাড়তে রাজি হয়েছিলেন হাসিনা। দেশজুড়ে লকডাউন জারি করে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে চেয়েছিলেন জাতীয় সংসদের তৎকালীন স্পিকার শিরিন শরমিন চৌধুরীকে। কিন্তু সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করা সম্ভব হয়নি।

*প্রাক্তন স্পিকার শিরিন চৌধুরী।*

সর্বভারতীয় একটি ইংরেজি দৈনিককে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে নওফেল বলেন, অগাস্টের প্রথম সপ্তাহে হাসিনার পদত্যাগ চেয়ে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন যখন চরমে তখন স্পিকার শিরিন শরমিন চৌধুরীর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে চেয়েছিলেন শেখ হাসিনা। ক্ষমতা হস্তান্তর প্রক্রিয়া যাতে শান্তিপূর্ণভাবে হয় সেইজন্য সেনাবাহিনী লকডাউনের পরামর্শও দিয়েছিল।' বাংলাদেশের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'আমরা গণভবনে উপস্থিত ছিলাম। কীভাবে প্রতিবাদ, আন্দোলন থামানো যায় সেইব্যাপারে পরিকল্পনা করছিলাম। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ ভেবেছিলেন হঠাৎ প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করলে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি পুরোপুরি ভেঙে পড়বে। সেই কারণে লকডাউনেরও পরিকল্পনা করা হয়েছিল।'

এদিকে চিন্ময় কৃষ্ণদাসের জামিন চেয়ে রবিবার মামলা হয়েছে বাংলাদেশ হাইকোর্টে।

*যুদ্ধবিরতির পর ঘরছাড়ারা ফিরে আসছেন নিজের শহরে। রবিবার গাজার রাফাহ শহরে।*

## ৩ পণবন্দিকে মুক্তি দিল হামাস

# হামলা শেষে যুদ্ধবিরতি গাজায়

**গাজা, ১৯ জানুয়ারি :** 'আপাতত' গাজা যুদ্ধে ছেদ পড়ল। রবিবার স্থানীয় সময় বেলা ১১টা ১৫ থেকে গাজায় যুদ্ধবিরতি চুক্তি কার্যকর করেছে ইজরায়েলি সেনা এবং প্যালেস্তিনীয় জঙ্গিগোষ্ঠী হামাস। যদিও সকাল ৮টা থেকেই চুক্তিটি কার্যকর হওয়ার কথা ছিল। সেটা সম্ভব হয়নি। ঠিক ওই সময়েই প্যালেস্তিনীয় ভূখণ্ডে নতুন করে হামলা চালায় ইজরায়েলি বায়ুসেনা। গাজার অন্তত ৩ জায়গায় আছড়ে পড়েছে তাদের বোমা এবং ক্ষেপণাস্ত্র। কমপক্ষে ১০ প্যালেস্তিনীয় প্রাণ হারিয়েছেন। গুরুতর আহত ২৫ জন। গাজার স্বাস্থ্য দপ্তরের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, উত্তর গাজায় ইজরায়েলি হামলায় নিহত হয়েছেন তিনজন। গাজা সিটিতে নিহত হয়েছেন ছয়জন। রাফায় নিহত হয়েছেন একজন।

হামলার কারণ ব্যাখ্যা না করলেও হামাসকে চাপে রাখতেই যে যুদ্ধবিরতির সন্ধিক্ষণে হামলা চালানো হয়েছে, ইজরায়েলি সেনার মুখপাত্রের কথায় সেই ইঙ্গিত মিলেছে। ড্যানিয়েল হাগারি নামে ওই সেনা আধিকারিক বলেন, 'ইজরায়েলি বাহিনী এবং হামাসের মধ্যে যুদ্ধবিরতি কার্যকর করতে দেরি হচ্ছে কারণ, এদিন ইজরায়েলের যে নাগরিকদের ছেড়ে দেবে বলে হামাস প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তাদের তালিকা প্রকাশ করা হয়নি। ওরা চুক্তির বাধ্যবাধকতা মানছে না।' ইজরায়েলি টেলিভিশনে পাঠ করা বিবৃতিতে হাগারি স্পষ্ট বলেন, 'সরকারের তরফে ইজরায়েলি সেনাকে যুদ্ধবিরতি চুক্তি বিলম্বিত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ফলে যুদ্ধবিরতি কার্যকর না হওয়া পর্যন্ত গাজায় ইজরায়েলি হামলা জারি থাকবে।'

### একনজরে

- রবিবার স্থানীয় সময় বেলা ১১টা ১৫ থেকে গাজায় যুদ্ধবিরতি
- এদিন সকালে গাজার ৩ জায়গায় ইজরায়েলি হামলা
- নিহত ১০ প্যালেস্তিনীয়
- ৩ ইজরায়েলি পণবন্দিকে মুক্তি হামাসের

হাগারি আরও বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর নির্দেশ হল, হামাস প্রতিশ্রুতি পূরণ না করলে কখনই যুদ্ধবিরতি কার্যকর হবে না।' এর কিছুক্ষণের মধ্যেই ৩ ইজরায়েলি পণবন্দির নাম ঘোষণা করেন হামাসের সশস্ত্র শাখা ইজ্জেদিন আল কাসেম বিগ্রেডের মুখপাত্র আবু ওবেইদা। তিনি বলেন, 'চুক্তি অনুযায়ী আমরা রবিবারই ৩ ইজরায়েলিকে মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তাঁদের নাম রোমি গোনেন, এমিলি দামারি ও দোরোন স্টেইনব্রিচার।'

এরপর বেলা ১১টা নাগাদ ইজরায়েলি প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে যুদ্ধবিরতি চুক্তি কার্যকর করার কথা ঘোষণা করা হয়। মধ্যপ্রাচ্যের সংবাদমাধ্যম সূত্রে দাবি করা হয়েছে, এদিন বিকালে ৩ ইজরায়েলি বন্দিকে মুক্তি দিয়েছে হামাস। আরও ৩০ জনকে ছেড়ে দিতে পারে প্যালেস্তিনীয় জঙ্গি সংগঠনটি। ২০২৩-এর ৭ অক্টোবর ইজরায়েলের ওপর বেনজির হামলা চালায় হামাস জঙ্গিরা। ১,২০০-র বেশি ইজরায়েলি নাগরিক প্রাণ হারান। প্রায় আড়াইশোজনকে পণবন্দি করে গাজায় নিয়ে যায় জঙ্গিরা। গাজায় পালটা হামলা শুরু করে ইজরায়েলি সেনাবাহিনী। ১৫ মাসের বেশি সময় ধরে চলা সংঘর্ষে ৪৬ হাজার প্যালেস্তিনীয়র মৃত্যু হয়েছে। গত কয়েকমাসে ইজরায়েলের বেশ কয়েকজন বন্দিকে মুক্তি দিয়েছে হামাস। এদিন মোট ৩৩ জন ইজরায়েলি বন্দিকে ছেড়ে দেওয়ার কথা রয়েছে।

## নজরুলের নাতি প্রয়াত অগ্নিদগ্ধ হয়ে

**ঢাকা, ১৯ জানুয়ারি :** রবিবার হাসপাতালে চিকিৎসা চলার মধ্যেই প্রয়াত হলেন বিদ্রোহী কবি তথা বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজি নজরুল ইসলামের নাতি বাবুল কাজি। বিকাল সাড়ে পাঁচটায় ঢাকার জাতীয় বার্ন এবং প্লাস্টিক সাজারি ইনস্টিটিউটে লাইফ সাপোর্টে থাকা অবস্থায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। শনিবার ভোর সাড়ে পাঁচটায় বনানীতে নিজের বাসভবনের বাথরুমে গ্যাস লাইটার বিস্ফোরণে দগ্ধ হন বাবুল। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। শারীরিক অবস্থার আরও অবনতি হওয়ায় শনিবার রাতে তাঁকে লাইফ সাপোর্টে রাখা হয়।

চিকিৎসক শাওন বিন রহমান জানিয়েছেন, বাবুল কাজির শরীরের ৭৪ শতাংশই আগুনে পুড়ে গিয়েছিল। শ্বাসনালিও পুড়ে যায়। বাবুল কাজির বোন খিলখিল কাজি জানান, ভাইয়ের মরদেহ বার্ন ইনস্টিটিউট থেকে রাতেই গুলশানের আজাদ মসজিদে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে মরদেহ নিয়ে যাওয়া হবে বনানীতে বাবুল কাজির বাড়িতে। সোমবার তাঁর শেষকৃত্য হবে। কাজি নজরুল ইসলামের ছেলে কাজি সব্যসাচীর কনিষ্ঠ সন্তান বাবুল। তাঁর দুই বোন খিলখিল ও মিষ্টি কাজি।

## বছরের প্রথম 'মন কি বাত'

# মহাকুম্ভ ঐক্যের প্রতীক, নেতাজিকে শ্রদ্ধা প্রধানমন্ত্রীর

**নয়াদিল্লি, ১৯ জানুয়ারি :** আর ক'দিন পরেই ৭৬তম প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানে মেতে উঠবে গোটা দেশ। তার আগে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মবার্ষিকী 'পরাক্রম দিবস' হিসেবে উদযাপন। প্রয়াগে চলছে মহাকুম্ভ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি রবিবার বছরের প্রথম 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানে এই সমস্ত বিষয় ছুঁয়ে গেলেন। মহাকুম্ভ মেলাকে 'বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের প্রতীক' বলে বর্ণনা করে মোদি বলেন, এ হল মানবতার এক অবিস্মরণীয় সমুদ্র, সাম্য ও সম্প্রীতির সংগম। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের উৎসবে এবার বিপুল সংখ্যায় তরুণ প্রজন্ম অংশ নেওয়ায় উচ্ছ্বসিত প্রধানমন্ত্রী। পশ্চিমবঙ্গের গঙ্গাসাগর মেলার কথাও উঠে এসেছে তাঁর বক্তব্যে।

শুধু মহাকুম্ভ নয়, ১১৮তম 'মন কি বাত'-এ দেশের ৭৬তম প্রজাতন্ত্র দিবস, নেতাজি জন্মবার্ষিকী, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দেশের ভোটপ্রক্রিয়া আধুনিক ও শক্তিশালী করার জন্য নির্বাচন কমিশনের প্রশংসাও তাঁর মুখে শোনা গিয়েছে। জাতীয় ভোট দিবস, স্টার্ট আপ-এ মহিলাদের ব্যাপক সংখ্যায় এগিয়ে আসার বিষয়টিও উল্লেখ করেছেন তিনি।

ভারতীয় সংবিধান বাস্তবায়নের ৭৫তম বর্ষপূর্তি এবছরেই। মোদির কথা, 'আমি গণপরিষদের সেই মহান ব্যক্তিদের প্রণাম জানাচ্ছি, যাঁরা আমাদের পবিত্র সংবিধানটি গড়েছেন।' প্রজাতন্ত্র দিবসের আগের দিন জাতীয় ভোটার দিবস। দিনটি গুরুত্বপূর্ণ। ওই দিনই জাতীয় নির্বাচন কমিশন প্রতিষ্ঠিত হয়। 'সংবিধান প্রণেতারা আমাদের নির্বাচন কমিশনকে সংবিধানে ও জনগণকে গণতন্ত্রে অংশগ্রহণে সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিয়েছেন। নির্বাচন কমিশনের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, নির্বাচন কমিশন প্রযুক্তিগত ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে জনগণের ক্ষমতা আরও বাড়িয়েছে। বহুদিন থেকেই কমিশন নির্বাচনি প্রক্রিয়াকে আধুনিক করার জন্য একের পর এক প্রযুক্তি ব্যবহার করে চলেছে। স্বচ্ছ নির্বাচন করানোয় কমিশনকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

সাধারণত মাসের শেষ রবিবার প্রধানমন্ত্রীর 'মন কি বাত' সম্প্রচারিত হয়। এবার শেষ রবিবার প্রজাতন্ত্র দিবস পড়ায় এক সপ্তাহ আগে অনুষ্ঠানটি সম্প্রচারিত হল।

## রাহুলের বিরুদ্ধে এফআইআর

**গুয়াহাটি, ১৯ জানুয়ারি :** ভারত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার কথা বলায় এবার লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের হল। গুয়াহাটির পানবাজার থানায় ওই এফআইআরটি দায়ের করেছেন মনজিৎ চেটিয়া। ভারতীয় নাগরিক সংহিতা (বিএনএস)-এর ১৫২ এবং ১৯৭ (১) ডি ধারায় ওই এফআইআর করা হয়েছে। অভিযোগ করা হয়েছে, 'রাহুল গান্ধি বাকস্বাধীনতার সীমা লঙ্ঘন করেছেন এবং জাতীয় সুরক্ষাকে চ্যালেঞ্জ ছুড়েছেন। ভারত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে অভিযুক্ত যে বিপজ্জনক ন্যারেটিভ খাড়া করেছেন, তাতে অসন্তোষ এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী মানসিকতা মাথাচাড়া দিতে পারে।' কংগ্রেসের নতুন সদর দপ্তরের উদ্বোধনের সময় রাহুল ভারত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা সংক্রান্ত মন্তব্যটি করেছিলেন।

# লালু-রাহুল সাক্ষাতে ঐক্যের বার্তা

**পাটনা, ১৯ জানুয়ারি :** ইন্ডিয়া জোটে কংগ্রেসকে নিয়ে যতই সমস্যা থাকুক, বিহারের বিরোধী মহাজোটে তার কোনও প্রভাব আপাতত পড়ছে না। এই ব্যাপারে কংগ্রেস তো বটেই, আরজেডি-ও তৎপর। শনিবার পাটনায় আরজেডি সুপ্রিমো লালুপ্রসাদ যাদবের ১০ নম্বর সার্কুলার রোডের বাসভবনে গিয়েছিলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। ওই সৌজন্য সাক্ষাতে লালুর পরিবারের সঙ্গে রাহুলের যে হৃদ্যতার ছবি ফুটে উঠেছে তাতে পরিষ্কার, মহাজোটের দুই প্রধান শরিকের মধ্যে সম্পর্ক মসৃণই রয়েছে। সম্প্রতি ইন্ডিয়া জোট ভেঙে দেওয়া নিয়ে তেজস্বী যাদব যে মন্তব্য করেছিলেন বা তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে ইন্ডিয়া জোটের রাশ তুলে দেওয়ার ব্যাপারে লালু যে কথা বলেছিলেন, তাতে বিরোধী শিবিরে হইচই পড়ে গিয়েছিল। বিহারে আরজেডি-কংগ্রেসের আসনবণ্টন নিয়েও টানাপোড়েন তৈরি হয়েছিল।

বিহারে অক্টোবর-নভেম্বর মাসে বিধানসভা ভোট। তার আগে মহাজোটে যাতে কোনও আঁচ না লাগে, সেদিকে নজর রাখছে আরজেডি-কংগ্রেস। শনিবার সংবিধান সুরক্ষা সম্মেলনে যোগ দিতে শনিবার পাটনায় আসেন রাহুল। ঘটনাচক্রে শনিবারই ছিল আরজেডি-র জাতীয় কর্মসমিতির বৈঠক। সেখান থেকে বেরিয়ে প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি পাটনায় আছেন শুনে সোজা তাঁর হোটেলে চলে যান তেজস্বী। রাহুলকে তাঁদের বাড়িতে আসার আমন্ত্রণও জানান বিহারের বিরোধী দলনেতা। সেই আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে দলীয় কর্মসূচি শেষে লালুর বাসভবনে যান রাহুল। ফুলের তোড়া দিয়ে তাঁকে স্বাগত জানান আরজেডি সুপ্রিমো।

## আরজেডির সর্বময় কর্তা তেজস্বী

শনিবার আরজেডির জাতীয় কর্মসমিতির বৈঠকে তেজস্বীকে কার্যত দলের সর্বময় কর্তা বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এবার থেকে লালুর সমান মর্যাদা পাবেন তিনি। আগামীদিনে আরজেডির ব্যাটন যে তেজস্বীর হাতেই যাচ্ছে সেটাও বৈঠকে স্পষ্ট হয়ে গেছে। ফলে কংগ্রেসের সঙ্গে জোটের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা এখন থেকে তেজস্বীর হাতে।

# নীতীশকে নিশানা

**পাটনা, ১৯ জানুয়ারি :** মহিলাদের সম্পর্কে ফের কুকথা বলার অভিযোগ উঠল বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের বিরুদ্ধে। শনিবার আরজেডি সমাজমাধ্যমে জেডিইউ সুপ্রিমোর একটি ভিডিও শেয়ার করেছেন। তাতে নীতীশকে বলতে শোনা গিয়েছে, 'মেয়েরা এখন অনেক আত্মবিশ্বাসী হয়ে গিয়েছেন। তাঁরা এখন অনেক ভালো কথা বলেন এবং সুন্দর পোশাক পরেন। আগে কি ওঁদের এত ভালো কাপড় পরতে দেখেছেন?'

মুখ্যমন্ত্রী শনিবার বেগুসরাইয়ে প্রগতি যাত্রায় বেরিয়ে ওই কথাগুলি বলেন। তাঁর ওই মন্তব্যের তীব্র নিন্দা করেছেন তেজস্বী। তিনি বলেন, 'ওঁর এই ধরনের কথাবার্তা অত্যন্ত নিন্দাজনক এবং লজ্জাজনক। এর আগে কি বিহারের মা-বোনেরা কাপড় পরতেন না? ওঁর উচিত বিহারের মহিলাদের কাছে ক্ষমা চাওয়া।'

## প্যারাগ্লাইডিংয়ে মৃত্যু তরুণীর

**পানাজি, ১৯ জানুয়ারি :** উত্তর গোয়ায় প্যারাগ্লাইডিংয়ে গিয়েই মৃত্যু হল এক পর্যটক ও প্রশিক্ষকের। ২৭ বছর বয়সি পর্যটক শিবানী দাবলে পুনের বাসিন্দা। প্রশিক্ষক সুমন নেপালি (২৬)-র বাড়ি নেপালে। গোয়ার কেরি গ্রামে পাহাড়ের খাদের কাছে অবতরণের চেষ্টা করতে গিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পরে। অবৈধভাবে অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস নিয়ে কাজ করে মানুষের জীবন বিপন্ন করার জন্য প্যারাগ্লাইডিং সংস্থার মালিক শেখর রায়জাদার বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার বিভিন্ন ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে।

## সামিকে ছন্দে ফেরাতে মরিয়া টিম ইন্ডিয়া

# ছক্কা হাঁকানোর অনুশীলনে হার্দিক

**অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়**

**কলকাতা, ১৯ জানুয়ারি :** এই শহর জানে তাঁদের সবকিছু। এই শহর জানে তাঁদের সব গোপন কথাও!

ঘড়ির কাঁটায় তখন ঠিক বিকেল ৪টা। ক্রিকেটের নন্দনকাননের সামনে এসে দাঁড়াল টিম ইন্ডিয়ার টিম বাস। সবার প্রথমে বাস থেকে নেমে এসে সাজঘরের অন্দরে সেঁধিয়ে যাওয়ার আগে ভারতীয় দলের কোচ গৌতম গম্ভীর একবার ঘুরে তাকালেন পিছন দিকে। হয়তো ফিরে দেখতে চাইলেন ইডেন গার্ডেন্সে তাঁর সোনালি অতীত।

মহম্মদ সামি টিম বাস থেকে নেমেই দলের ফিজিয়োকে নিয়ে সোজা চলে গেলেন ইডেনের জিমে। সেখানে কিছুটা সময় কাটিয়ে ঢুকলেন ভারতীয় দলের সাজঘরে। পরে মাঠে হাজির হলেন। সেই ইডেন, যেখানে তাঁর ক্রিকেট কেরিয়ারে উত্থান শুরু। সেখানেই বুধবার আন্তর্জাতিক প্রত্যাবর্তন ঘটাতে চলেছেন তিনি। সামিকে নিয়ে ভারতীয় ক্রিকেটে প্রত্যাশার শেষ নেই। কিন্তু তিনি কি পারবেন সেই প্রত্যাশাপূরণ করতে?

জবাব সময়ের গর্ভে। কিন্তু তার আগে আজ বিকেল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলনের মূল আকর্ষণ ছিলেন সামিই। প্রথমে ইডেনের মূল বাইশ গজের ঠিক পাশের অনুশীলন পিচে ছোট রানআপে বোলিং করলেন। পরে মূল নেটে সঞ্জু স্যামসন, অভিষেক শর্মা, তিলক ভার্মাদের বিরুদ্ধে দীর্ঘ বোলিং। অন্তত চল্লিশ মিনিটের বোলিংয়ের পর সামি সামান্য সময় জিরিয়ে নিলেন। পরে ফের মূল পিচের ধারের পিচে ছোট রানআপে বোলিং শুরু করলেন। তিন দফায় প্রায় এক ঘণ্টার বেশি সময় বল হাতে সন্ধ্যার ইডেনে ঘাম ঝরালেন সামি। তাঁর বোলিংয়ে বারকয়েক পরাস্ত হয়েছেন সঞ্জু, তিলকরা। কিন্তু তারপরও সামির বোলিং দেখে এখনই দারুণ আশ্বস্ত হওয়ার মতো ঘটনা ঘটেনি। দলের বোলিং কোচ মরনি মরকেল যেভাবে সামির সঙ্গে টানা পড়ে ছিলেন, তারপর বলতেই হচ্ছে সামির ছন্দ ও ফিটনেস নিয়ে সংশয় পুরো কাটেনি এখনও। উপরি হিসেবে সামির বাঁপায়ের হাঁটুতে মোটা স্ট্র্যাপ জড়ানো ছিল সারাক্ষণ। হতে পারে সতর্কতার কারণে হাঁটুতে স্ট্র্যাপ জড়িয়ে রেখেছিলেন সামি। কিন্তু তারপরও সামিকে নিয়ে সংশয় থাকছেই। হার্দিক পান্ডিয়াকে আজ ভারতীয় দলের অনুশীলনে দীর্ঘসময় ছক্কা হাঁকানোর অনুশীলন করতেও দেখা গিয়েছে।

সামিকে ছন্দে ফেরানোর মরিয়া চেষ্টা শুরুর পাশে আজ টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলনের শুরুতে চমকপ্রদ ফিল্ডিং ড্রিলও নজরে এসেছে। দলের এক সাপোর্ট স্টাফ ব্যাট দিয়ে টেনিস বল আকাশে তুলে দিচ্ছিলেন, তিলক মাথায় হেলমেট পরে সেই বলে ফুটবলের স্টাইলে হেড করছিলেন। তাঁর পাশে দাঁড়ানো কোনও সতীর্থ ধরছিলেন সেই ক্যাচ। ভারতীয় দলের আজকের অনুশীলনে দলের সকলেই থাকলেও ছিলেন না অর্শদীপ সিং। জানা গিয়েছে, আজ রাতেই তিনি কলকাতায় হাজির হয়েছেন।

*হাঁটুতে স্ট্র্যাপ বেঁধে বোলিংয়ে মহম্মদ সামি। - ডি মণ্ডল*

# চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি শেষেই বিরাটদের ভাগ্যনির্ধারণ

## হার্দিককে ডেপুটি, গম্ভীরের দাবিতে 'না' রোহিতের

**মুম্বই, ১৯ জানুয়ারি :** কোচ গৌতম গম্ভীরের সঙ্গে কোনওরকম মতবিরোধ নেই। পারস্পরিক বোঝাপড়ার সম্পর্কে দুজনেই বিশ্বাসী। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দল নির্বাচনের পর শনিবার সাংবাদিক সম্মেলনে এমনই দাবি করেন অধিনায়ক রোহিত শর্মা।

যদিও রোহিতের দাবি বাস্তবে কতটা সঠিক প্রশ্ন উঠছে। অস্ট্রেলিয়া সফরের সময় সাজঘরে গম্ভীর বনাম রোহিত 'যুদ্ধ'র উত্তাপ বারবার বাইরে এসেছে। দলের মধ্যে ফাটলের কথা প্রকাশ্যে আসা নিয়েও জল অনেকদূর গড়িয়েছে। সেই আগুনের উত্তাপ হাজির শনিবারের নির্বাচনি বৈঠকেও।

দল বাছতে বসে একাধিক ইস্যুতে মতপার্থক্য সামনে চলে আসে। বৈঠকে তীব্র বাদানুবাদ, তর্কবিতর্কও হয়। সূত্রের খবর, সহ অধিনায়ক হিসেবে হার্দিক পান্ডিয়াকে চেয়েছিলেন গম্ভীর। যুক্তি, হার্দিক অতীতে দলকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। অভিজ্ঞ। আগামীর ভাবনায় হার্দিককেই প্রাধান্য দেওয়া উচিত।

হার্দিককে নিয়ে কোচের যে যুক্তি মানতে রাজি হননি রোহিত। নির্বাচক কমিটির প্রধান অজিত আগরকারের সমর্থন রোহিতের পক্ষে থাকায় হার্দিককে সহ অধিনায়ক করার গম্ভীরের প্রস্তাব ধোপে টেকেনি। শুভমান গিল অগ্রাধিকার পান।

আগরকার দায়িত্বে আসার পর লিডারশিপ গ্রুপ থেকে হার্দিককে সরানোর প্রক্রিয়া শুরু। রোহিত টি২০ থেকে অবসরের পর হার্দিকের হার্দিক-চালের পিছনে 'শত্রুর শত্রু বন্ধু' নীতি। মুম্বই ইন্ডিয়ান্স পর্বে রোহিত-হার্দিক ঝামেলা সবার জানা। টি২০ বিশ্বকাপ জয়ে অনেক বিতর্ক ধামাচাপা পড়লেও ফাটল সহজে

*কোচ গৌতম গম্ভীরের সঙ্গে মতভেদ বাড়ছে নির্বাচক প্রধান অজিত আগরকার ও অধিনায়ক রোহিত শর্মার।*

বদলে সূর্যকুমার যাদবকে দায়িত্ব পান। এবার ওডিআই ফর্ম্যাটে শুভমানকে সহ অধিনায়ক। রোহিত সরলে পঞ্চাশের ক্রিকেটে গিলকেই তাঁরা পরবর্তী অধিনায়ক হিসেবে ভাবছেন। আর এখানেই ঠিক আপত্তি ছিল গম্ভীরের।

ক্রিকেটমহলের যুক্তি, গম্ভীরের যাওয়ার নয়। গম্ভীর যা কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন বিতর্কিত হার্দিককে সামনে আনার চেষ্টা চালিয়ে।

সঞ্জু স্যামসন-ঋষভ পন্থের মধ্যে কে সুযোগ পাবেন, তা নিয়েও রীতিমতো উত্তপ্ত নির্বাচনি বৈঠক। কোচের ভোট ছিল সঞ্জুর দিকে। টি২০ ফর্ম্যাটে ধারাবাহিকভাবে পারফর্ম করছে কেরলের উইকেটকিপার-ব্যাটার। ওডিআই ফর্ম্যাটেও সুযোগ প্রাপ্য এবার। যদিও রোহিত-আগরকার জুটি গম্ভীরের সেই প্রয়াস আটকে ঋষভকেই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিগামী দলে অন্তর্ভুক্ত করেন।

বৈঠকে দ্বিতীয়বার 'হার' হজম করতে হয় যশস্বী জয়সওয়াল-শুভমানদের হেডস্যরকে। মূলত কোচ-অধিনায়কের মতপার্থক্যের কারণে লম্বা সময় ধরে চলে দল বাছাইয়ের পর্ব। দুপুর বারোটা নাগাদ শুরু হয়ে শেষ হয় প্রায় তিনটে নাগাদ। প্রায় তিন ঘণ্টার ম্যারাথন বৈঠকের পর জট কাটে।

দল বাছাইয়ের জট কাটলেও কোচ-অধিনায়কের মতপার্থক্য নিশ্চিতভাবেই ভারতীয় ক্রিকেটের জন্য আদর্শ বিজ্ঞাপন নয়। বিগত কয়েকটি সফরে দলের ব্যর্থতার পিছনে অনেকে সাজঘরের পরিবেশকেও কাঠগড়ায় তুলছেন। আর কথায় আছে 'যা রটে, তা কিছুটা হলেও বটে'।

এদিকে বিরাট কোহলি, রোহিতের কেরিয়ার নিয়ে ইঙ্গিতপূর্ণ প্রতিক্রিয়া নির্বাচক কমিটির প্রধান আগরকারের। জানান, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির পরই বসবেন। পারফরমেন্স খতিয়ে দেখে সেই মাফিক পদক্ষেপ। অর্থাৎ, ফের ব্যর্থতা মানে বাতিলের তালিকায়। সাফল্য পেলে রোহিত-বিরাটরা নিজেদের ভাগ্য নির্ধারণ করবেন।

শনিবার সাংবাদিক সম্মেলনে রোহিতকে পাশে নিয়েই আগরকার বলেছেন, 'চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি এখনও মাসখানেক বাকি। ওডিআই ফর্ম্যাটে ওরা (বিরাট ও রোহিত) অবিশ্বাস্য পরফর্মার। চ্যাম্পিন্স ট্রফির পরই সবকিছু খতিয়ে দেখা হবে। হাতে সময় নিয়ে বসব এবং দলের প্রত্যেকের পারফরমেন্স দেখা হবে। কোনও একজন, দুজনের নয়। আপাতত ফোকাস ওডিআই ক্রিকেট এবং চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে।'

### নির্বাচনি উত্তাপ

অতীত অভিজ্ঞতার কারণে হার্দিক পান্ডিয়াকে চেয়েছিলেন গৌতম গম্ভীর। কোচের যে যুক্তি মানতে রাজি হননি রোহিত।

টি২০ ফরম্যাটে ধারাবাহিকতার কারণে সঞ্জু স্যামসনকে চেয়েছিলেন টিম ইন্ডিয়ার কোচ। রোহিত-অজিত আগরকার সেই প্রয়াস আটকে দেন।

## জাদেজা-পন্থ টক্কর রনজিতে

**রাজকোট, ১৯ জানুয়ারি :** ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজের আগে বাইশ গজের টক্করে মুখোমুখি ঋষভ পন্থ ও রবীন্দ্র জাদেজা। ২৩ জানুয়ারি ষষ্ঠ রাউন্ডের রনজি ট্রফির ম্যাচে রাজকোটে দিল্লি-সৌরাষ্ট্র গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ। রনজির প্রত্যাবর্তনে দিল্লিকে নেতৃত্ব দেবেন ঋষভ।

প্রস্তুতি ঝালিয়ে নিতে এবং ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের নির্দেশিকাকে অগ্রাধিকার দিয়ে সৌরাষ্ট্রের হয়ে খেলার সিদ্ধান্ত জাদেজার। নিটফল, ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াইয়ে নামার আগে চোখ সতীর্থ এবং তাঁর দলকে হারানো। অস্ট্রেলিয়া সফর শেষে লম্বা বিশ্রাম কাটিয়ে রবিবার ক্রিকেট কিটস নিয়ে সোজা রাজকোট স্টেডিয়ামে পা রাখেন জাদেজা। সৌরাষ্ট্রের রনজি দলের সতীর্থদের সঙ্গে লম্বা সময় অনুশীলন সারেন। সৌরাষ্ট্র ক্রিকেট সংস্থার সভাপতি জয়দেব শা জানান, জাদেজা দলের সঙ্গে অনুশীলন করেছেন। পরের ম্যাচেও খেলবেন।

জাদেজা শেষবার রনজি খেলেন ২০২৩ সালের জানুয়ারিতে। অর্থাৎ, বছর দুয়েক পর ঘরোয়া রনজি প্রত্যাবর্তন ঘটতে চলেছে। ভারতীয় দলের সাম্প্রতিক ব্যর্থতার পর বোর্ড একগুচ্ছ নির্দেশিকা জারি করেছে। যার মধ্যে ঘরোয়া ক্রিকেট অন্যতম। পাশাপাশি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগে ব্যাটে-বলে ঝালিয়ে নেওয়াও গুরুত্ব পাচ্ছে। দুইয়ে দুইয়ে চার- বছর দুয়েক পর রনজিতে জাদেজা।

## সূর্য-ফ্যাক্টর হাতছাড়ায় অবাক রায়না

# ভারত নয়, সানির বাজি পাকিস্তান

**নয়াদিল্লি, ১৯ জানুয়ারি :** প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে গতকাল চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দল ঘোষণা করেছে ভারত। ১২ জানুয়ারি প্রাথমিক সময়সীমার দিন সাতেক পর দল বাছাই। যদিও অজিত আগরকারদের তৈরি যে দলও সমালোচনার হাত থেকে রেহাই পাচ্ছে না।

সুনীল গাভাসকার তো বলেও দিলেন, রোহিত শর্মার ভারত নয়, তার বাজি পাকিস্তান। সুরেশ রায়না আবার অবাক সূর্যকুমার যাদবের মতো 'এক্স ফ্যাক্টর'-কে হাতছাড়া করা নিয়ে। যশস্বী জয়সওয়ালের অন্তর্ভুক্তি, সঞ্জু স্যামসনের সুযোগ না পাওয়া বা মহম্মদ সিরাজের বাদ-প্রশ্ন একাধিক।

গাভাসকারের সোজাসাপটা পর্যবেক্ষণ, 'ফেভারিট তকমা আমি পাকিস্তানকে দেব। কোনও দলকে তাদের ঘরের মাঠে হারানো কঠিন। ২০২৩ সালের ওডিআই বিশ্বকাপ ফাইনালে হেরেছিল ভারত। তার আগে নিখুঁত পারফরমেন্সে টানা ১০টি ম্যাচ জেতে। আসন্ন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে আমার ধারণা আয়োজক পাকিস্তানই ফেভারিট।'

রায়নার মতে, সূর্যকুমারের '৩৬০ ডিগ্রি' ব্যাটিং তুরুপের তাস হতে পারত চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে। উপমহাদেশীয় উইকেটে সূর্যের তুরীয় ব্যাটিং ম্যাচের রং বদলে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। যদিও হাতে থাকলেও নির্বাচকরা সেই 'এক্স ফ্যাক্টর' হাতছাড়া করলেন।

প্রাক্তনের মতে, 'যথেষ্ট শক্তিশালী দলই গড়েছে ভারত। বিশ্বাস, রোহিতের দল সাফল্য আনবে। তবে সূর্যের না থাকা আমাকে অবাক করেছে। ভারত কিন্তু 'এক্স ফ্যাক্টর'কে মিস করবে। ২০২৩ বিশ্বকাপে সূর্যের পারফরমেন্স দেখেছি। মাঠের সর্বত্র রান করতে পারে, তাই তো ও মিস্টার ৩৬০। গেম চেঞ্জার। সেরা দলের বিরুদ্ধেও ওভার পিছু ৯ রানও তাড়া করার ক্ষমতা রাখে। নিশ্চিতভাবে রাখা উচিত ছিল সূর্যকে।'

রায়নার কথায়, এমন প্লেয়ার দরকার যে প্রতিপক্ষের ওপর ছড়ি ঘোরাবে। দুবাই স্টেডিয়ামের (ভারত যেখানে খেলবে) সামনের বাউন্ডারি ছোট। স্কোয়ার বাউন্ডারি তুলনায় বড়। সূর্য যা দারুণভাবে কাজে লাগাতে পারত। টপ অর্ডারের ওপর চাপ কমতে থাকত, যারা এই মুহূর্তে সেরা ছন্দে নেই।

যশস্বীকে প্রথম একাদশে কোথায় জায়গা দেবে গৌতম গম্ভীররা, সেদিকে তাকিয়ে রয়েছেন 'মিস্টার আইপিএল'। রায়নার যুক্তি, রোহিত-শুভমান গিল ওপেনিং জুটি ঠিকঠাক। কেউ চোট পেলে যশস্বী। কিন্তু যশস্বীকে খেলাতে গেলে তিনে কিংবা ওপেনিংয়ে রাখতে হবে। চারে সেক্ষেত্রে বিরাট। আর যশস্বীকে বাইরে রাখা মানে ব্যাটিং অর্ডারে ঋষভ পন্থ একমাত্র বাঁহাতি। সবমিলিয়ে যশস্বীর মাথাব্যথা হতে চলেছে টিম ম্যানেজমেন্টের জন্য।

সিরাজের পাশে দাঁড়ালেন নভজ্যোৎ সিং সিধু। বলেছেন, 'চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দল দেখে মনে হচ্ছে নির্বাচকরা অলরাউন্ডারদের বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। চার-চারজন দক্ষ অলরাউন্ডার হার্দিক পান্ডিয়া, অক্ষর প্যাটেল, রবীন্দ্র জাদেজা ও ওয়াশিংটন সুন্দর। তিনজন পেসার জসপ্রীত বুমরাহ, মহম্মদ সামি ও অর্শদীপ সিং। তবে আমি নির্বাচক হলে চার পেসার ও তিন স্পিনার নিতাম। সিরাজকে অবশ্যই রাখতাম। দুবাই, শারজায় স্পিনাররা খুব বেশি কার্যকর নয়। অতিরিক্ত স্পিনারের প্রয়োজন ছিল না। তবে সিরাজ-ইস্যু ছাড়া বাকি দল বেশ ভালোই হয়েছে।'

*অনুশীলনের ফাঁকে গৌতম গম্ভীরের সঙ্গে সূর্যকুমার যাদব। ছবি ঃ ডি মণ্ডল*

## ফের বড় ম্যাচে জয় বাগানের

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ জানুয়ারি :** ডেভেলপমেন্ট লিগে বড় ম্যাচের রংও সবুজ-মেরুন। রবিবার নৈহাটি স্টেডিয়ামে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে ৩-০ গোলে হারাল মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট।

কখনও ছোট ছোট পাস খেলে আবার কখনও লং বলে এদিন শুরু থেকেই আক্রমণে ঝড় তোলার চেষ্টায় ছিল মোহনবাগান। প্রথম ৪৫ মিনিটে সাদা-কালো গোলরক্ষক শুভজিৎ ভট্টাচার্য বেশ কয়েকটি দুর্দান্ত সেভ করেন। প্রথমার্ধের যোগ করা সময় টাইসন সিংয়ের আদায় করে নেওয়া পেনাল্টি থেকে বাগানকে এগিয়ে দেন সেরটো। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই ডান দিক থেকে সন্দীপ মালিকের ভাসানো বল মাথা দিয়ে নামিয়ে দেন পাসাং দোরজি তামাং। পায়ের টোকায় সেই বল জালে জড়ান সেরটো। পরিবর্ত হিসাবে নেমে ৬৩ মিনিটে মোহনবাগানের হয়ে তৃতীয় গোলটি করেন টংসিন।

> রেফারিরা নিয়ম কানুন সব জানেন। ভারতীয় রেফারিদের প্রতি আমার একটা পরামর্শ, কারও পক্ষ না নিয়ে নিরপেক্ষ হন।
>
> **সুলে মুসা** *মহমেডান কোচ*

উলটোদিকে মহমেডানের বেশিরভাগ আক্রমণই প্রতিপক্ষ বক্সের সামনে গিয়ে হারিয়ে গেল। ৭০ মিনিটে লালথানকিমাকে বক্সের মধ্যে ফাউল করায় পেনাল্টি পায় মহমেডান। যদিও সেই কিমাই স্পটকিক বাইরে মারেন। তাঁর আরও একটি শট রুখে দেন বাগান গোলরক্ষক প্রিয়াংশ দুবে। শেষদিকে দশজনের মহমেডানকে পেয়েও তার সদ্ব্যবহার করতে ব্যর্থ দেগি কার্ডোজোর মোহনবাগান।

এদিকে, ম্যাচ শেষে রেফারিং নিয়ে ক্ষোভ উগরে দেন মহমেডান কোচ সুলে মুসা। তিনি বলেছেন, 'রেফারিরা নিয়মকানুন সব জানেন। ভারতীয় রেফারিদের প্রতি আমার একটা পরামর্শ, কারও পক্ষ না নিয়ে নিরপেক্ষ হন।' মহমেডান রিজার্ভ দলের কোচ হিসাবে দায়িত্ব পালন করলেও হেডকোচ মুসার পরিবর্তে সরকারিভাবে উৎপল মুখোপাধ্যায়ের নাম রয়েছে।

## বাংলা রনজি দলে ঋত্বিক

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ জানুয়ারি :** সময়টা ভালো যাচ্ছে না বাংলা ক্রিকেটের। সৈয়দ মুস্তাক আলি, বিজয় হাজারে ট্রফিতে ব্যর্থতা। রনজির প্রথম পর্বটাও ভালো যায়নি টিম বাংলার।

বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হচ্ছে রনজির দ্বিতীয় পর্ব। ৫ ম্যাচে ১৪ পয়েন্ট নিয়ে সেখানেও স্বস্তিতে নেই অনুষ্টুপ মজুমদাররা। উপরি হিসেবে বিস্তর চোট-আঘাত রয়েছে দলে। স্থানীয় ক্লাব ক্রিকেট খেলতে গিয়ে আঙুল ভেঙে রনজি ট্রফি থেকে ইতিমধ্যেই ছিটকে গিয়েছেন অভিমন্যু ঈশ্বরণ। হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটের কারণে সুদীপ চট্টোপাধ্যায়কে নিয়েও রয়েছে প্রবল সংশয়। এমন অবস্থায় বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হতে চলা হরিয়ানার বিরুদ্ধে রনজি ম্যাচের জন্য বাংলার স্কোয়াডে আজ যুক্ত করা হল অলরাউন্ডার ঋত্বিক চট্টোপাধ্যায়কে। কল্যাণীর মাঠে আজ বাংলা দলের সঙ্গে তিনি অনুশীলনও করেছেন। যদিও হরিয়ানা ম্যাচে ঋত্বিক খেলবেন কি না, এখনও স্পষ্ট নয়। সন্ধ্যার দিকে বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বলছিলেন, 'দলে বেশ কিছু চোট-আঘাতের সমস্যা রয়েছে। ফলে বিকল্প হিসেবে স্কোয়াডে ঋত্বিককে যুক্ত করা হয়েছে আজ। দেখা যাক কী হয় শেষ পর্যন্ত।'

## সাকিবের নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা

**ঢাকা, ১৯ জানুয়ারি :** খারাপ সময় কাটছে না সাকিব আল হাসানের। বোলিং অ্যাকশন নিয়ে আইসিসি-র কোপে পড়েছেন। জায়গা হয়নি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দলে। বাইশ গজের বিড়ম্বনার পাশাপাশি এবার আইনি ঝামেলা। সাকিবের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করল ঢাকা আদালত।

আর্থিক কারচুপির অভিযোগ। আইএফআইসি ব্যাংকের থেকে নিজের সংস্থার জন্য বিশাল অঙ্কের অর্থ ধার নিয়েছিলেন সাকিব। যা শোধ করতে দুটি চেকও জমা দেন। কিন্তু টাকা তুলতে গিয়ে চেক বাউন্স হয় অ্যাকাউন্টে পর্যাপ্ত অর্থ না থাকার কারণে। এরপরই ব্যাংকের তরফে অভিযোগ করা হয় সাকিব এবং তাঁর সংস্থার নামে।

ছাত্র আন্দোলন, পালাবদলের পর থেকে দেশের বাইরে সাকিব। এর মধ্যে গত ১৫ ডিসেম্বর চেক-

কারচুপিতে নাম জড়ায় বাংলাদেশের কিংবদন্তি অলরাউন্ডারের। ১৯ জানুয়ারির মধ্যে আদালতে হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়। সেই চূড়ান্ত সময়সীমা পেরোনোর পর গ্রেপ্তারি পরোয়ানা। দেশে ফিরলেই গ্রেপ্তার করা হবে সাকিবকে।

## দুর্ঘটনায় নিহত মনুর দিদা-মামা

**হরিয়ানা, ১৯ জানুয়ারি :** প্যারিস অলিম্পিকে জোড়া পদকজয়ী মনু ভাকেরের পরিবারে দুঃসংবাদ। রবিবার সকালে এক মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন তারকা শুটারের দিদা ও মামা।

হরিয়ানা পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার সকালে দাদরির মহেন্দ্রগড় বাইপাসের ওপর দুর্ঘটনাটি ঘটে। মনুর মামা ও দিদা

*রবিবার সকালে দাদরির মহেন্দ্রগড় বাইপাসে মনুর মামা ও দিদার স্কুটি চাপা পড়ে এই গাড়ির তলায়।*

একটি স্কুটিতে চেপে যাচ্ছিলেন। সেই সময় একটি গাড়ি তাঁদের ধাক্কা মারে। স্কুটিটিকে কার্যত পিষে দেয় গাড়িটি। ঘটনাস্থলেই তাঁদের মৃত্য হয়। এদিকে সেই গাড়ির চালক পলাতক। গাড়িটিকেও এখনও শনাক্ত করা যায়নি। দিনদুয়েক আগেই অলিম্পিকে জোড়া পদকজয়ী মনু খেলরত্ন পুরস্কার পেয়েছেন। সেই রেশ কাটার আগেই নিকটাত্মীয়ের মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ তাঁর পরিবার।

# জকোভিচ-আলকারাজ দ্বৈরথ হচ্ছে কোয়ার্টারে

**মেলবোর্ন, ১৯ জানুয়ারি :** অঘটন না ঘটলে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের কোয়ার্টার ফাইনালেই যে নোভাক জকোভিচ-কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়ার দ্বৈরথ দেখা যাবে তা জানাই ছিল। চতুর্থ রাউন্ডে সহজ জয় সেটাই নিশ্চিত করে ফেললেন দুই তারকা। জকোভিচ জিতলেন স্ট্রেট সেটে। আলকারাজ ওয়াকওভার পেলেন।

রবিবার জোকার স্ট্রেট সেটে হারালেন চেক প্রজাতন্ত্রের জিরি লেহেকাকে। ম্যাচের ফল ৬-৩, ৬-৪, ৭-৬ (৭/৪)। প্রথম দুই সেট সহজে জিতলেও তৃতীয় সেটটি জিততে টাইব্রেকার পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয় ২৪টি গ্র্যান্ড স্ল্যামের মালিককে। এদিন জয়ের সঙ্গে সঙ্গে রজার ফেডেরারের আরও একটি নজির ছুঁয়ে ফেললেন নোভাক। দুইজনেই ১৫ বার হার্ডকোর্টে গ্র্যান্ড স্ল্যামের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠলেন।

২ ঘণ্টা ৩৯ মিনিটে জয় পাওয়ার পর অবশ্য কোর্টে দাঁড়িয়ে থাকা প্রাক্তন আমেরিকান টেনিস তারকা জিম কুরিয়ারকে সাক্ষাৎকার দিতে অস্বীকার করেন জকোভিচ। তিনি শুধু দর্শকদের ধন্যবাদ দিয়েই কোর্ট ছাড়েন। তবে রড লেভার এরিনার টানেল দিয়ে বেরোনোর সময় ভক্তদের এগিয়ে দেওয়া ম্যাচ বল, টি-শার্টে অটোগ্রাফ দিতে দেখা যায় নোভাককে। পরে অবশ্য

*কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠার পর সেলিব্রেশন নোভাক জকোভিচের।*

সাংবাদিক সম্মেলনে জকোভিচ বলেছেন, 'ম্যাচে চড়াই উতরাই ছিল। তৃতীয় সেটে একটা গেম হারার পর আমি লেহেকার সার্ভিস ব্রেক করেছি। আরও ব্রেক পয়েন্টের সুযোগ পেয়েছিলাম। কিন্তু যখনই ব্রেক করতে গিয়েছি লেহেকা নিজের সার্ভিসকে উন্নত করেছে। শেষপর্যন্ত চাপ সামলে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠতে পেরে আমি খুশি।'

অন্য ম্যাচে দুই সেটের পরই ওয়াকওভার পান আলকারাজ। ৫-৭, ১-৬ গেমে পিছিয়ে থাকা জ্যাক ড্রাপার পিঠের চোটের জন্য ম্যাচ ছেড়ে দেন। ফলে কোয়ার্টার ফাইনালের টিকিট আদায় করতে সেভাবে লড়তেই হয়নি আলকারাজকে। মঙ্গলবার মুখোমুখি হবেন জকোভিচ ও আলকারাজ। এর আগে সাতবারের সাক্ষাতে জকোভিচের পক্ষে স্কোরলাইন ৪-৩। তবে প্রতিটাই ছিল সেমিফাইনাল অথবা ফাইনাল। এই প্রথম কোয়ার্টার ফাইনালেই লড়বেন একে অপরের বিরুদ্ধে।

কোয়ার্টার ফাইনালের ছাড়পত্র আদায় করে নিয়েছেন আলেকজান্ডার ভেরেভও। চার সেটের লড়াইয়ে ৬-১, ২-৬, ৬-৩, ৬-২ গেমে উগো হামবার্টকে হারান জার্মান তারকা। চতুর্থ রাউন্ডে সহজ জয় পেয়েছেন আরিয়ানা সাবালেঙ্কাও। মিরা আন্দ্রেভাকে স্ট্রেট সেটে হারান তিনি। ম্যাচের ফল ৬-১, ৬-২। মঙ্গলবার শেষ আটের লড়াইয়ে সাবালেঙ্কার প্রতিপক্ষ আনাস্তাসিয়া পাভলিচেঙ্কোভা।

এদিকে, মিক্সড ডাবলসে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠলেন রোহন বোপান্না-ঝ্যাং শাউয়াই। এদিন তারা দ্বিতীয় রাউন্ডে টেলর টাউনসেন্ড-হুগো নিসের বিরুদ্ধে ওয়াকওভার পান।

# বর্ণবিদ্বেষের শিকার বার্সা ডিফেন্ডার

**মাদ্রিদ, ১৯ জানুয়ারি :** ফের লা লিগায় বর্ণবিদ্বেষ বিতর্ক। এবার বার্সেলোনা ডিফেন্ডার আলেহান্দ্রো বালডে বর্ণবিদ্বেষের শিকার হলেন। যার জেরে উত্তপ্ত স্প্যানিশ ফুটবল।

ভারতীয় সময় শনিবার গভীর রাতে লা লিগার ম্যাচে গেটাফের বিরুদ্ধে খেলতে নেমেছিল বার্সা। ম্যাচটি ১-১ গোলে শেষ হয়। জুলেস কুন্দের গোলে ৯ মিনিটে এগিয়ে যায় হ্যান্সি ফ্লিকের দল। ৩৪ মিনিটে মাউরো আরামব্বারি গোল শোধ করেন। তবে সবকিছুকে ছাপিয়ে গিয়েছে বর্ণবিদ্বেষ মন্তব্য।

ম্যাচের পর বার্সেলোনা ডিফেন্ডার বালডে বলেছেন, 'প্রথমার্ধের খেলা চলাকালীন আমাকে

*আলেহান্দ্রো বালডেকে (ডানে) মাঠে শুনতে হল বর্ণবিদ্বেষী মন্তব্য।*

লক্ষ্য করে গ্যালারি থেকে বর্ণবিদ্বেষী মন্তব্য করা হয়। ম্যাচের বিরতিতে আমি বিষয়টি রেফারিকে জানাই।' এদিন লা লিগার নিয়ম অনুযায়ী, বর্ণবিদ্বেষী আক্রমণ থামাতে গেতাফে সমর্থকদের সতর্ক করা হয়।

বর্ণবিদ্বেষী আক্রমণের তীব্র নিন্দা করেছেন বার্সেলোনা কোচ ফ্লিক। তিনি বলেছেন, 'ফুটবলে বর্ণবাদের কোনও স্থান নেই। যাঁরা এইসব কাজ করেন, তাঁদের উচিত বাড়িতে থাকা। আমরা সবসময় বর্ণবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করছি।' লা লিগায় বর্ণবৈষম্যমূলক আচরণ নতুন নয়। গতবছর রিয়াল মাদ্রিদ তারকা ভিনিসিয়াস জুনিয়ার বর্ণবিদ্বেষের শিকার হয়েছিলেন। কয়েকদিন আগে স্প্যানিশ দ্বিতীয় ডিভিশনে এলচের ডিফেন্ডার বাম্বো ডিয়াবাই বর্ণবিদ্বেষী মন্তব্যের শিকার হয়েছিলেন। এদিকে এই ম্যাচ ড্র করে বার্সেলোনা ২০ ম্যাচে ৩৯ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলের তৃতীয় স্থানে রয়েছে। সমসংখ্যক ম্যাচে ৪৪ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ।

# ফের হারের হ্যাটট্রিক লাল-হলুদের

**এফসি গোয়া-১ (ব্রাইসন)**
**ইস্টবেঙ্গল-০**

**সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়**

**কলকাতা, ১৯ জানুয়ারি :** এদিনের ম্যাচে শুধুই ইস্টবেঙ্গলের নয়, বোধহয় বাড়তি আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে ছিলেন সবুজ-মেরুন সমর্থকরাও!

ইস্টবেঙ্গল জিতলে বা ড্র করলে তাদের লাভ। এক নম্বরে আরও একটু নিশ্চিন্ত হওয়া। সেখানে জিততে পারলে ইস্টবেঙ্গলের লাভ বলতে পয়েন্ট তালিকায় একটু এগোনো। আর সঙ্গে হারের হ্যাটট্রিকের হাত থেকে বাঁচা। শেষপর্যন্ত অবশ্য মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের সাহায্য তো হলই না। কার্লোস কোয়াদ্রাতের পর অস্কার ব্রুজোঁর আমলেও ফের একবার হারের হ্যাটট্রিকের মুখোমুখি হল ইস্টবেঙ্গল।

মোহনবাগানকে হারানোর প্রধান কারিগর এদিনও মাত্র ১৩ মিনিটেই নিজের দলকে এগিয়ে দেন। বোরহা হেরেরার ফ্রি কিকে নিখুঁত হেডে গোল ব্রাইসন ফার্নান্ডেজের। কিন্তু হিজাজি মাহের পাশে দাঁড়িয়ে কেন দর্শকের ভূমিকায় বা প্রভসুখান সিং গিল এগোবেন কী এগোবেন না এই দ্বিধা থেকে বলের ফ্লাইট কেন মিস করবেন, সেসব প্রশ্নের উত্তর বোধহয় আজকাল লাল-হলুদ সমর্থকরাও আর আশা করেন না। ২৭ মিনিটে নন্দকুমার শেখরের নীচু ক্রস ধরতে গিয়ে গোলের সামনে শরীরের ভারসাম্য হারালেন দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোস। সারা ম্যাচে কিছুই করতে পারলেন না। এসব তো আর রেফারির ভুল নয়! ভুল ফুটবলারদেরই। প্রায় প্রতি ম্যাচের পরই ইস্টবেঙ্গল কোচ-কর্তা-ফুটবলার-সমর্থকরা রেফারিং নিয়ে ক্ষোভপ্রকাশ করেন। এই দোষারোপের জন্য নিজেদের খারাপ পারফরমেন্স ঢাকতে ফুটবলারদের কি অজুহাত দেওয়ার সুযোগ তৈরি হয়ে যাচ্ছে না? ভেবে দেখুন সমর্থকরা। দ্বিতীয়ার্ধে এফসি গোয়া খেলতেই পারল না। এত সুযোগ, টানা আক্রমণের পরেও কেন গোল নেই, কেন জয় এল না, প্রশ্নটা এবার উঠুক।

দলে একাধিক ফুটবলারের চোট। স্বাভাবিকভাবেই এদিন হাতে বিশেষ ফুটবলার না থাকায় একমাত্র ক্লেইটন সিলভাকে বেঞ্চে রেখে সেরা একাদশ নামান ব্রুজোঁ। নন্দর দায়িত্ব ছিল উঠেনেমে খেলা। প্রথমদিন মাঠে নেমে রিচার্ড সেলিস বোঝালেন যে তিনি আনফিট নন এবং তাঁর দুই পা-ই চলে। গোটা দলকে খেলালেন।

## প্রথমদিনই নজরে পড়লেন সেলিস

*দুই পায়েই সমান দক্ষ বোঝালেও রিচার্ড সেলিস গোল করতে পারলেন না।*

প্রথমার্ধের সংযুক্তি সময়ে তাঁর বাড়ানো অসাধারণ থ্রু ধরে পিভি বিষ্ণু বক্সের মধ্যে দাঁড়ানো দিয়ামান্তাকোসের মাথায় ফেলার আগেই ক্লিয়ার করে দেন ওডেই ওনাইনডিয়া। এছাড়াও বেশকিছু দেখার মতো বল বাড়ান তিনি। ৫২ মিনিটে তাঁর বাঁ পায়ের শট বরিস সিং প্রায় গোললাইন থেকে বার করেন। ৬৭ মিনিটে ৬ গজের মধ্যে থেকে ডান পায়ে নেওয়া শট অবিশ্বাস্য দক্ষতায় বাঁচান ঋত্বিক তিওয়ারি। নাওরেম মহেশ সিংয়ের শটও তিনি ভালো বাঁচান। আসলে গোয়া ডিফেন্সকেও এদিন অত্যন্ত পলকা লেগেছে। বরং বেশ কয়েকবার নিরীহ আক্রমণের সামনেও দিশেহারা হয়ে কর্নার উপহার দিয়ে ফেলেন ওডেই-সন্দেশ ঝিংগানরা। ক্লেইটন নামার পর ইস্টবেঙ্গলের আক্রমণের চাপ বাড়ে। এই সময়টা ক্রমাগত ডিফেন্স করে গেছে গোয়া ডিফেন্স। ৩৫ মিনিটে গোয়ার ২-০ হতে পারত। মহেশের মিসহেড থেকে ইকের গুয়েরোচিনা উঁচু করে তোলা শট যদি না পোস্টে লেগে বেরিয়ে যেত! ফিরতি বল ব্রাইসনের শট কোনওক্রমে গিল বার করার পর আর্মান্দো সাদিকু ঠিকঠাক অনুসরণ করলেই গোল ছিল। দ্বিতীয়ার্ধে তেমন সুযোগ নেই। ৭৫ মিনিটে ফাঁকা গোলে বল রাখতে পারেননি সাদিকু। ৯৫ মিনিটে দিয়ামান্তাকোসকে ফাউল করে লাল কার্ড দেখেন তিনি। পরের ম্যাচে নেই নন্দকুমারও। ইস্টবেঙ্গলের অবস্থানের কোনও পরিবর্তন হল না। সেই এগারো নম্বরেই থেকে গেল তারা। এফসি গোয়া অবশ্য ৩০ পয়েন্ট নিয়ে দুই নম্বরে উঠে এল।

**ইস্টবেঙ্গল : প্রভসুখান, নীশু, হিজাজি, লালচুংনুঙ্গা, নন্দকুমার, মহেশ (জোথানপুইয়া), জিকসন, বিষ্ণু, সেলিস (সায়ন), দিয়ামান্তাকোস ও ডেভিড (ক্লেইটন)।**

*জোড়া অলিম্পিক পদকজয়ী নীরজ চোপড়া যে বিয়ে করতে চলেছেন, ঘুণাক্ষরেও কেউ টের পাননি। রবিবার রাত সাড়ে ৯টা নাগাদ তাঁর ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে বিয়ের মণ্ডপে বর বেশে বসে থাকার ছবি ভেসে উঠতে তাই চমকে যান নীরজের অনুরাগীরা। হিমানির সঙ্গে বিয়ের পর নীরজ সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, 'পরিবারকে সঙ্গে নিয়ে নতুন জীবনে প্রবেশ করলাম। যাঁদের আশীর্বাদে এটা সম্ভব হল তাঁদের সবার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। ভালোবাসায় বাঁধলাম সারা জীবনের জন্য।' জানা গিয়েছে বিয়ের অনুষ্ঠানে শুধু দুই পরিবারের লোকজনই উপস্থিত ছিলেন। নতুন জীবনে পা রাখা নীরজকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন সুরেশ রায়না।*

# ক্লান্তি ও শীর্ষস্থানে থাকা চাপ বাগানের

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ জানুয়ারি :** ক্লান্তির ছাপ চোখেমুখে স্পষ্ট। তবু ইন্ডিয়ান সুপার লিগের শেষ দফায় এসে আর সেকথা মাথায় না রাখাই শ্রেয় মনে করছেন।

অনেক কিছুই এই মুহূর্তে মানতে রাজি নন টম অ্যালড্রেডরা। যেমন জামশেদপুর এফসি ম্যাচে পয়েন্ট নষ্ট করার পর সারারাত ধরে বাসে করে আসায় গোটা দলটার মধ্যে ক্লান্তির ছাপ স্পষ্ট। কিন্তু সেটা না কোচ, না ফুটবলাররা, কেউই স্বীকার করছেন না। বরং এখন যে খানিকটা রেগেই যাচ্ছেন তাঁরা। তেমনি লিগের শেষ পর্যায়ে এসে পয়েন্ট নষ্টের ফলে চাপ বাড়ছে কি না বা তাঁরা খানিকটা স্নায়ুর চাপে ভুগতে শুরু করেছেন কি না জানতে চাইলে অ্যালড্রেড বলেছেন, 'না, না একেবারেই আমরা স্নায়ুর চাপে ভুগছি না। আমাদের কাছে কোনও ম্যাচই সহজ নয়। কোচ আমাদের বলে দিয়েছেন, প্রতিটা ম্যাচকেই সমানভাবে গুরুত্ব দিতে হবে। সেভাবেই আমরা খেলছি। তবে বাড়তি স্নায়ুর চাপ নেই।' হাতে আর মাত্র আটটা ম্যাচ। দল এগিয়ে ছয় পয়েন্টে। এটাই কি লিগে অঙ্ক কষে এগোনোর সময়, হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনাও মানতে নারাজ। তিনি রোজকার কথাই আউড়ে গেলেন, 'আমরা কোনও অঙ্ক কষতে চাই না। কারণ আমাদের কাছে একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ হল পরবর্তী ম্যাচ। সেদিকেই মনোনিবেশ করা এবং ৩ পয়েন্ট তুলে নেওয়া একমাত্র লক্ষ্য। যাতে আমরা এক নম্বর জায়গাটা ধরে রাখতে পারি।'

সোমবার কলকাতায় অনুশীলন করে চেন্নাই উড়ে যাবে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। ম্যাচটা যে খুব সহজ হবে না, সেই কথা অবশ্য শুধু বুঝছেন না, মানছেনও কোচ-ফুটবলাররা। বিশেষকরে যেখানে জেমি ম্যাকলারেনের পর্যায়ের স্ট্রাইকারও এত সুযোগ নষ্ট করছেন। অ্যালড্রেড অবশ্য বললেন, 'অস্ট্রেলিয়ায় আমি জেমি, জেসন (কামিংস), গ্রেগ (স্টুয়ার্ট), দিমিত্রিস (পেত্রাতোস) সবার বিরুদ্ধে খেলেছি। ওরা সত্যিই আমাদের দলের জন্য কত বড় শক্তি, সেটা বুঝতে পারি। আমি জানি জেমির কী ক্ষমতা। ও নিজের সেরা ছন্দে নেই একথা ঠিক নয়। ও তো গোল পাচ্ছে। আগের ম্যাচে পারেনি, কিন্তু হয়তো চেন্নাইয়ের বিপক্ষেই ২ গোল করে দেবে।'

ঘটনা হল, দিমি-গ্রেগ স্টুয়ার্টের চোটের পর থেকেই স্ট্রাইকারদের বল সরবরাহ করার লোকের অভাব। তবে দুইজনেই এখন আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছেন, নিজেদের সেরা ছন্দে ফিরতে। এদিনই যেমন মানসিকভাবে হালকা থাকতে, দিমি নিজের দুই ছেলেকে নিয়ে কাদাপাড়ার মাঠে তাঁর পুরোনো ছোট্ট বন্ধুদের সঙ্গে খেলে এলেন। হয়তো স্নায়ুর চাপ থেকে বেরোতেই এই ভাবনা তাঁর।

*কলকাতার কাদাপাড়ায় খুদেদের সঙ্গে ফুটবল খেলার পর দিমিত্রিস পেত্রাতোস। তাঁর সঙ্গে খেলায় মেতেছিলেন দিমির দুই ছেলেও।*

> আমরা কোনও অঙ্ক কষতে চাই না। কারণ আমাদের কাছে একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ হল পরবর্তী ম্যাচ। সেদিকেই মনোনিবেশ করা এবং ৩ পয়েন্ট তুলে নেওয়া একমাত্র লক্ষ্য। যাতে আমরা এক নম্বর জায়গাটা ধরে রাখতে পারি।
>
> **হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা**

## চেন্নাইয়ে যোগ দিলেন প্রীতম

**কলকাতা, ১৯ জানুয়ারি :** কেরালা ব্লাস্টার্স ছেড়ে আড়াই বছরের চুক্তিতে চেন্নাইয়ান এফসি-তে যোগ দিলেন প্রীতম কোটাল। তাদের জার্সিতে প্রাক্তন দল মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের বিরুদ্ধে তাঁর অভিষেক হবে। প্রীতমকে ছেড়ে কেরালা থেকে বিকাশ ইউনাম সিংকে নিয়েছে চেন্নাইয়ান।

*চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর ইস্টবেঙ্গলের পুরুষ ও মহিলা দল। শিলিগুড়ি কলেজ মাঠে রবিবার।*

# রাজ্য খো খো-য় দ্বিমুকুট জয় ইস্টবেঙ্গলের

**নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৯ জানুয়ারি :** প্রথমবার রাজ্য খো খো-য় দল পাঠিয়েই ইস্টবেঙ্গল পুরুষ ও মহিলাদের বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হল। শিলিগুড়ি কলেজ মাঠে রবিবার পুরুষ বিভাগের ফাইনালে তারা ১১-১০ পয়েন্টে হারিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশকে। মহিলাদের ফাইনালে ইস্টবেঙ্গলের জয় আসে ৮-৬ পয়েন্টে হুগলির বিরুদ্ধে। প্রতিযোগিতায় ইস্টবেঙ্গলের কোচ অর্ডিনেটর অনুপ বসু বলেছেন, 'চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পরই ক্লাবের শীর্ষ কর্তা দেবব্রত সরকারের (নীতুদা) আমাকে ফোন করে দলের খেলোয়াড়দের অভিনন্দন জানিয়েছে। আমাদের দলের অনেকেই এই মাসের শেষে জাতীয় খো খো খেলতে যাবে। তাই আগামী মাসে ওদের সুবিধা মতো সময়ে ডেকে নেওয়া হবে ক্লাবে।'

ভেটেরান্স ফাইনালে নদিয়া জেনকিন্স সুপার কিংসকে ২১ রানে হারায় স্লেয়ার্স।

## ফাইনালে ওয়ারিয়র্স

**কোচবিহার, ১৯ জানুয়ারি :** জেনকিন্স অ্যালামনাই কাপ ক্রিকেটে ফাইনালে উঠল জেনকিন্স ওয়ারিয়র্স ও জেনকিন্স নাইট রাইডার্স। প্রথম সেমিফাইনালে ওয়ারিয়র্স ৭ উইকেটে জেনকিন্স এভারগ্রিনকে হারিয়েছে। প্রথমে এভারগ্রিন ৫ উইকেটে ১১৪ রান তোলে। জবাবে ওয়ারিয়র্স ৮.১ ওভারে ৩ উইকেটে ১১৫ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা দীপক মহন্ত ৭৮ রান করেন। দ্বিতীয় সেমিফাইনালে নাইট রাইডার্স ৭ উইকেটে জেনকিন্স স্লেয়ার্সের বিরুদ্ধে জয় পায়। প্রথমে স্লেয়ার্স ১০ ওভারে ৭ উইকেটে ১০৯ রান তোলে। জবাবে নাইট রাইডার্স ৭.৫ ওভারে ৩ উইকেটে ১১০ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা অলোক বর্মন ৬৫ রান করেন। প্রথম কোয়ার্টার্র ফাইনালে নাইট রাইডার্স ৯ উইকেটে হার্টস অফ জেনকিন্সকে হারিয়েছে। দ্বিতীয় কোয়ার্টার্র ফাইনালে

## জয়ী ২০১৪

**দেওয়ানহাট, ১৯ জানুয়ারি :** দেওয়ানহাট হাইস্কুলের প্রাক্তনীদের রিইউনিয়ন ক্রিকেটে সেমিফাইনালে উঠল ২০১৪ ও ২০১০ ব্যাচ। রবিবার প্রথম কোয়ার্টার্র ফাইনালে ২০১৪ ব্যাচ ৩৪ রানে ২০২০ ব্যাচকে হারিয়েছে। ২০১৪ প্রথমে ১৩০ রান তোলে। ২০২০ জবাবে ৯৬ রানে গুটিয়ে যায়। ম্যাচের সেরা আলমগীর আলম ৪৯ রান করেন। দ্বিতীয় কোয়ার্টার্র ফাইনালে ২০১০ ব্যাচ ৩ উইকেটে ২০১১ ব্যাচের বিরুদ্ধে জয় পায়। ২০১১ প্রথমে ৮৯ রান তোলে। ২০১০ জবাবে ৭ উইকেটে ৯০ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা বুবাই বসাক ৫৭ রান করেন।

## প্রথম মণিত

**দিনহাটা, ১৯ জানুয়ারি :** রাজ্য যোগাসনে রিদমিক ইভেন্টে দিনহাটার মণিত বর্মন ছেলেদের ৬-১০ বিভাগে প্রথম হয়েছে। সৌহার্দ্য বিশ্বাস হয়েছে ষষ্ঠ। মেয়েদের ৬-১০ বছর বিভাগে দ্বিতীয় জাগৃতি আচার্য। ১০-১৫ বছর বিভাগে অনির্বাণ কর্মকার পঞ্চম। ট্র্যাডিশনাল ইভেন্টে ছেলেদের ৬-১০ বছর বিভাগে বিশেষ দেবশর্মা ষষ্ঠ ও মণিত দশম হয়েছে।

# ব্রাইটনের কাছে হার ব্রুনোদের

**লন্ডন, ১৯ জানুয়ারি :** ঘরের মাঠে ব্রাইটনের কাছে বিধ্বস্ত হল ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড। রবিবার ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে ব্রুনোরা হারলেন ৩-১ গোলে। ৫ মিনিটে ইয়ানকুবার গোলে এগিয়ে যায় ব্রাইটন। ২৩ মিনিটে পেনাল্টি থেকে লাল ম্যাঞ্চেস্টারকে সমতায় ফেরান ব্রুনো ফার্নান্ডেজ। দ্বিতীয়ার্ধে কাউরু মিতোমা ও জিওর্জিনিও রুটার গোল করে ব্রাইটনের জয় নিশ্চিত করেন। এই ম্যাচ হেরে ২২ ম্যাচে ২৬ পয়েন্ট নিয়ে ১৩ নম্বরে রইল রুবেন অ্যামোরিমের ছেলেরা।

এদিকে, শনিবার ব্রেন্টফোর্ডকে ২-০ গোলে হারিয়ে উচ্ছ্বসিত লিভারপুল কোচ আর্নে স্লট। বলেছেন, 'যেভাবে সুযোগ নষ্ট আমরা করেছি, তাতে মনে গোল করতে পারব কিনা সন্দেহ ছিল। কিন্তু খেলোয়াড়রা আমাকে ভুল প্রমাণ করেছে। ডারউইন নুনেজ এদিন দুর্দান্ত খেলেছে। দুই গোল করে দলকে জিতিয়েছে।'

তবে অ্যাস্টন ভিলার বিরুদ্ধে ২-০ গোলে এগিয়ে থেকেও পয়েন্ট নষ্ট করায় হতাশ আর্সেনাল কোচ মিকেল আর্তেতা। বলেছেন, 'ম্যাচের ফল দেখে আমি খুব হতাশ। দুইবার এগিয়ে থেকেও নিজেদের দোষে গোল হজম করতে হয়েছে। বরং প্রতিপক্ষ দল খুব ভালো পারফরমেন্স করেছে।' আপাতত ২১ ম্যাচে ৫০ পয়েন্ট নিয়ে লিগ শীর্ষে লিভারপুল। একম্যাচ বেশি খেলে ৪৪ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে আর্সেনাল রয়েছে।

*গোল হজম করে হতাশ ওনানা।*

## ৪ উইকেট আমনের

**কোচবিহার, ১৯ জানুয়ারি :** জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগে রবিবার মাথাভাঙ্গা মহকুমা ক্রীড়া সংস্থা ১২৬ রানে পুণ্ডিবাড়ি পিচেরডাঙ্গাকে হারিয়েছে। কোচবিহার স্টেডিয়ামে টসে হেরে মাথাভাঙ্গা ৪০ ওভারে ৯ উইকেটে ২৫৪ রান তোলে। সায়ন্তন রায় ৪২ রান করেন। জীবেশ সূত্রধর ২৮ রানে পেয়েছেন ৫ উইকেট। জবাবে পুণ্ডিবাড়ি ৩৪.৪ ওভারে ১২৮ রানে গুটিয়ে যায়। দীপঙ্কর দে ২৪ রান করেন। ম্যাচের সেরা আমন হোসেন ২৫ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট। সোমবার খেলবে আননোন ক্লাব ও মাথাভাঙ্গা মহকুমা ক্রীড়া সংস্থা।

*ম্যাচের সেরা আমন হোসেন।*

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
₹১কোটির বিজয়ী হলেন
বাঁকুড়া-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, বাঁকুড়া - এর একজন বাসিন্দা দীপক সার - কে 22.10.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 91G 41161 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ঈশ্বর আমার সমস্ত প্রার্থনা শ্রবন করেছেন এবং আমি ডিয়ার লটারিকে ধন্যবাদ জানাই। আমি এখন একজন কোটিপতি। ঈশ্বর আমাকে পুরস্কার স্বরূপ এক কোটি টাকার বিশাল পরিমাণ প্রথম পুরস্কারের অর্থ দিয়েছেন। এই বিশাল পরিমাণ সুযোগ প্রদানের জন্য ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

Hero MotoCorp Ltd. Regd. Office: The Grand Plaza, Plot No.2, Nelson Mandela Road, Vasant Kunj Phase - II, New Delhi - 110070, India. | CIN: L35911DL1984PLC017354 | For further information, contact your nearest Hero MotoCorp authorised outlet or visit us on www.HeroMotoCorp.com. Accessories and features shown may not be a part of standard fitment. Always wear a helmet while riding a two-wheeler. Available at select dealerships. *Ex showroom price of Xtreme 125R IBS in Siliguri.

**Authorized Dealers: Kolkata: Islampur:** Bharat Hero - 9289923202, **Cooch Behar:** Sandeep Hero - 9289922698, **Malda:** Durga Hero - 9289922188, Prince Hero - 9289923123, **Jalpaiguri:** Anand Hero - 9289923031, **Raiganj:** Shankar Hero - 9289922594, **Siliguri:** Beekay Hero 9289923102, Darjeeling Hero - 9289922427, **Balurghat:** Mahesh Hero - 9289922904, **Alipurduar:** Dutta Hero - 9289923146, **Associate Dealers: Jalpaiguri:** Pratik Automobiles-7063520686, **Dinhata:** Jogomaya Auto Works - 9851244490, **Dhupguri:** Bharat Automobiles - 7029599132, **Gangarampur:** Gupta Auto Centre - 9733726677, **Gazole:** Mira Auto Centre - 9593159789, **Mathabhanga:** Jogomaya Auto Works - 6297782171, **Kaliachak:** A K Wheels - 9733079141, **Itahar:** Deep Auto Centre - 9800630306, **Dalkhola:** A S Motors - 7908477285, **Goagaon:** Mabudh Automobiles - 9896216422.

FOR INTERFACE/9805/JULY 2024/BENGALI